রেজিষ্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, মে ৩, ২০০০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

শাখা-৯

প্রজ্ঞাপন

তারিখ ২৬শে এপ্রিল ১৯৯৯ইং/১৩ই বৈশাখ ১৪০৬বাং

এস, আর, ও নং-৮৫-আইন/শ্রকম/শা-৯/৩(৪)/৯৯—Industrial Relations Ordinance, 1969(XXIII of 1969) এর section 37 এর sub-section(2) এর বিধান মোতাবেক সরকার ২য় শ্রম আদালত, ঢাকা এর নিম্নবর্ণিত মামলাসমূহের রায় ও সিদ্ধান্ত এতদ্বারা প্রকাশ করিল, যথা :

ক্রমিক নং	মামলার নাম	নম্বর/বৎসর
১।	অভিযোগ মোকদ্দমা	৭৫/৯৩
২।	অভিযোগ মোকদ্দমা	৭৬/৯৩
৩।	ই, ও কেস	৪/৯৪
৪।	আই, আর, ও মামলা	৬/৯০
৫।	অভিযোগ মোকদ্দমা	৫৮/৯৪
৬।	আই, আর, ও মামলা	৭২/৯৪
৭।	আই, আর, ও মামলা	৭৩/৯৪

মূল্য টাকা: ১৮.৫০

ক্রমিক নং	মামলার নাম	সময়/বৎসর
৮।	অভিযোগ মামলা	২৫/৯৫
৯।	মজুরী পরিশোধ মামলা	৩৯/৯৫
১০।	মজুরী পরিশোধ মামলা	৪১/৯৫
১১।	ফৌজদারী মোকদ্দমা	৪৯/৯৫
১২।	ফৌজদারী কেস	৪৪/৯৫
১৩।	ফৌজদারী মামলা	৫৫/৯৫
১৪।	ফৌজদারী মামলা	৫৬/৯৫
১৫।	মজুরী পরিশোধ মোকদ্দমা	১২/৯৬
১৬।	ফৌজদারী কেস	১৩/৯৬
১৭।	মজুরী পরিশোধ মামলা	১৩/৯৬
১৮।	আই, আর, ও মোকদ্দমা	১৫/৯৬
১৯।	আই, আর, ও মামলা	২১/৯৬
২০।	আই, আর, ও কেস	২৪/৯৬
২১।	মজুরী পরিশোধ মোকদ্দমা	২৪/৯৬
২২।	আই, আর, কেস	২৫/৯৬
২৩।	আই, আর, ও কেস	৩০/৯৬
২৪।	অভিযোগ কেস	৩১/৯৬
২৫।	মজুরী পরিশোধ মামলা	৩১/৯৬
২৬।	অভিযোগ কেস	৩২/৯৬
২৭।	অভিযোগ কেস	৩৩/৯৬
২৮।	অভিযোগ কেস	৩৪/৯৬
২৯।	অভিযোগ কেস	৩৫/৯৬
৩০।	অভিযোগ কেস	৩৬/৯৬
৩১।	আই, আর, ও মোকদ্দমা	১০৮/৯৬
৩২।	মজুরী পরিশোধ মামলা	৪/৯৭
৩৩।	ফৌজদারী মামলা	১৫/৯৭
৩৪।	ফৌজদারী মামলা	১৭/৯৭
৩৫।	ফৌজদারী মামলা	৩২/৯৭
৩৬।	অভিযোগ মোকদ্দমা	৩৩/৯৭
৩৭।	ফৌজদারী মোকদ্দমা	৩৫/৯৭
৩৮।	ফৌজদারী মামলা	৩৮/৯৭
৩৯।	আই, আর, ও মামলা	৪৬/৯৭

ক্রমিক নং	মামলার নাম	সময়/বৎসর
৪০।	অভিযোগ মোকদ্দমা	৫০/৯৭
৪১।	আই, আর ও মামলা	৬১/৯৭
৪২।	অভিযোগ কেস	৬২/৯৭
৪৩।	আই, আর, ও মোকদ্দমা	৮৩/৯৭
৪৪।	আই, আর, ও মোকদ্দমা	১২৪/৯৭
৪৫।	আই, আর, ও কেস	২/৯৮
৪৬।	ভিন্ন পিটিশন কেস	২/৯৮
৪৭।	মিস, পিটিশন	৩/৯৮
৪৮।	মজুরী পরিশোধ মামলা	৫/৯৮
৪৯।	ফৌজদারী কেস	১৪/৯৮
৫০।	ফৌজদারী কেস	১৫/৯৮
৫১।	ফৌজদারী কেস	১৭/৯৮
৫২।	অভিযোগ মামলা	৩৬/৯৮
৫৩।	ফৌজদারী মামলা	৩৯/৯৮
৫৪।	ফৌজদারী মামলা	৪০/৯৮
৫৫।	অভিযোগ মোকদ্দমা	৪৫/৯৮
৫৬।	অভিযোগ মামলা	৪৬/৯৮
৫৭।	অভিযোগ মামলা	৪৭/৯৮
৫৮।	আই, আর, ও মামলা	১৩৮/৯৮
৫৯।	আই, আর, ও মোকদ্দমা	১৪৩/৯৮

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
মীর মোঃ [illegible]
উপ-সচিব ([illegible])

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
শ্রম ভবন, (৭ম তলা)
৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

অভিযোগ মো: নং-৭৫/৯৩

মো: সবুজ মিয়া, পিতা মৃত জালাল আহম্মদ,
গ্রাম সোনাপুর, পো: শ্যামের হাট,
থানা মেহেন্দীগঞ্জ, জেলা বরিশাল—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস কর্পোরেশন
পক্ষে-উহার চেয়ারম্যান,
৭/৯, কাওরান বাজার, শহ ভবন, ঢাকা।

(২) মহা-ব্যবস্থাপক,
আহম্মদ বাওয়ানী টেক্সটাইল মিলস লিঃ,
ডেমরা, ঢাকা।

(৩) উর্দ্ধতন ব্যবস্থাপক (শ্রম)
আহাম্মদ বাওয়ানী টেক্সটাইল মিলস লিঃ,
ডেমরা, ঢাকা।

(৪) উর্দ্ধতন শ্রম কর্মকর্তা,
আহাম্মদ বাওয়ানী টেক্সটাইল মিলস লিঃ,
ডেমরা, ঢাকা—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

আদেশের নকল

৫২/১২-১১-৯৮

মামলাটি শুনানীর জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত। তাহার বিজ্ঞ-আইনজীবী জনাব আব্দুল কুদ্দুস আদালতে উপস্থিত আছেন। কিন্তু তিনি কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহন করেন নাই। তিনি জানান যে, মামলাটি পরিচালনার জন্য Instruction নাই। দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবি জনাব আব্দুর রহমান হাজিরা দিয়াছেন। আহামেদ মালিক পক্ষের সদস্য জনাব রশিদ আহামেদ এবং শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব ফজলুল হক মজুমদার উপস্থিত আছেন। তাঁহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। নথি দেখিলাম এবং বিজ্ঞ-আইনজীবিগনের বক্তব্য শুনিলাম প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী বলিয়া প্রতিয়মান হয়। কাজেই, মামলাটি খারিজ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। সদস্যগন একমত পোষন করেন এবং আদেশ নামায় স্বাক্ষর দিয়াছেন। সুতরাং এইরূপ।

আদেশ

হইল যে-মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতিজনিত কারণে খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের তিনকপি নকল সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

অভিযোগ মো: নং ৭৩/৯৩

মো: আ: লতিফ, পিতা মো: কমরের তহশীলদার,
গ্রাম নগেরপাড়, ডাকঘর-বড়াবাড়ী বাজার,
থানা চাঁদপুর, জেলা-কুমিল্লা—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস কর্পোরেশন,
পক্ষে-উহার চেয়ারম্যান,
৭/৯, কাওরান বাজার, বস্ত্র ভবন, ঢাকা।

(২) মহা ব্যবস্থাপক,
আহাম্মদ বাওয়ানী টেক্সটাইল মিলস লিঃ,
ডেমরা, ঢাকা।

(৩) ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপক, (প্র)
আহম্মদ বাওয়ানী টেক্সটাইল মিলস লিঃ,
ডেমরা ঢাকা।

(৪) ঊর্ধ্বতন শ্রম কর্মকর্তা,
আহাম্মদ বাওয়ানী টেক্সটাইল মিলস লিঃ,
ডেমরা ঢাকা—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

আদেশের কপি

০২/১২-১৯-৯৮

মামলাটি, শুনানীর জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত। তাহার বিজ্ঞ-আইনজীবী জনাব আবদুল কদ্দুস আদালতে উপস্থিত আছেন, কিন্তু তিনি কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। তিনি জানান যে, মামলাটি পরিচালনার জন্য Instruction নাই। দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী জনাব আবদুর রহমান হাজিরা দিয়াছেন। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব মনির আহাম্মদ এবং শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব ফজলুল হক মন্টু উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। নথি দেখিলাম এবং বিজ্ঞ-আইনজীবীগণের বক্তব্য শুনিলাম। প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী বলিয়া প্রতিয়মান হয়। কাজেই মামলাটি খারিজ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। সদস্যদ্বয় একমত পোষণ করেন এবং আদেশনামায় স্বাক্ষর দিয়াছেন। সুতরাং এইরূপ।

আদেশ

হইল যে-মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতিজনিত কারণে খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মো: আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান।

ই,ও,কেস নং-৪/১৯৯৪

সহকারী পরিচালক,
জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস,
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার,
কাকরাইল, ঢাকা—বাদী।

বনাম

(১) মো: ওয়াহাব আলী বুধা,

(২) মোর্শেদ আলী বুধা (বুলা),
পিতা-মৃত ইমান আলী বুধা,
গ্রাম রংপুর, থানা শিবপুর,
জেলা নরসিংদী—আসামীগণ।

রায়ের তারিখ:- ১৭/১১/৯৮ইং

রায়

ইহা ১৯৮২ সনের ইমিগ্রেশন অর্ডিন্যান্সের ২৩(বি) ধারার শাস্তিযোগ্য অপরাধের অভিযোগে আসামীগণের বিরুদ্ধে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে সহকারী পরিচালক জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস, কাকরাইল, ঢাকা কর্তৃক দায়েরী নালিশী দরখাস্ত (প্রদর্শনী-৪) এর প্রেক্ষিতে উদ্ভূত একটি মোকদ্দমা।

রাষ্ট্র পক্ষের মোকদ্দমা সংক্ষিপ্তভাবে এই যে, আসামী (১) মো: ওয়াহাব আলী বুধা ও (২) মোর্শেদ আলী বুধা মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে মোহসেন মোল্লা পিং-মৃত আবদুল মজিদ, সাং শ্রীফুলিয়া, থানা শিবপুর, জেলা নরসিংদীর নিকট তাহার জামাই মো: সিদ্দিকুর রহমানকে বিদেশে প্রেরণের নাম করিয়া ৬৬ ০০০/- টাকা গ্রহণ করে এবং তাহার জামাই মো: সিদ্দিকুর রহমানকে বিদেশ না পাঠাইয়া উক্ত টাকা আত্মসাৎ করে। মহসেন মোল্লা কর্তৃক তাহাদের নিকট উক্ত টাকা দাবী করা হইলে তাহারা তাহাকে প্রতারণাপূর্ণ একটি ভিসা প্রদান করেন। যে ভিসা মহসেন মোল্লার কোন কাজে লাগে নাই। বিষয়টি নিয়ে সালিশ হইলে আসামীরা স্বীকার করে যে, তাহারা মহসেন মোল্লার নিকট হইতে টাকা লইয়াছিল এবং তন্মধ্যে তাহাকে ৩৭,৫০০/- টাকা তাহারা ফেরত দেয়। ফেরতের বিষয় তাহার জবানবন্দীতে প্রদান করিতে পারে নাই। আসামীরা সিদ্দিকুর রহমানকে যে তাহারা বিদেশে প্রেরণ করিতে পারিবে না তাহা জানিয়া শুনিয়াই উপরে বর্ণিত অর্থ গ্রহণ করায় তাহারা ১৯৮২ সনের ইমিগ্রেশন অর্ডিন্যান্সের ২১ ও ২৩ ধারার প্রতারণার অভিযোগ করিয়াছে বিধায় তাহাদের বিরুদ্ধে বিচারার্থে গ্রহণ করার (প্রদর্শনী-৪ মূলে) প্রার্থনা করা হইয়াছে।

উপরোক্ত নালিশী দরখাস্তের ভিত্তিতে অত্র আদালত কর্তৃক আসামীদের বিরুদ্ধে সমন দেওয়া হইলে তাহারা আদালতে উপস্থিত হইয়া জামিন গ্রহণ করেন এবং উভয় পক্ষের শুনানী অন্তে ও নথিভুক্ত কাগজ পত্র দৃষ্টে ইং ৪-১২-৯৫ তারিখে আসামীদের বিরুদ্ধে ১৯৮২ সনের ইমিগ্রেশন অর্ডিন্যান্সের ২৩(বি) ধারায় অভিযোগ গঠন করা হয় এবং আসামীগণ নিজেদেরকে নির্দোষ দাবী করে ও বিচার প্রার্থনা জানায়।

অপরদিকে প্রসিকিউশন পক্ষের সাক্ষীর ও জেরার ধরণ ও ডি, ডব্লিউ-এর সাক্ষীর প্রেক্ষিতে আসামী পক্ষের মোকদ্দমা সংক্ষিপ্তকারে এই যে, আসামীরা পি, ডব্লিউ-১ মহরের মেয়ের জামাই সিদ্দিকুর রহমানকে বিদেশে পাঠাইবে বলিয়া তাহার নিকট হইতে ৬৬,০০০/- টাকা গ্রহণ করে নাই বা তাহারা ভুয়া আদম বেপারী ও নহে বা তাহারা তাহার জামাইকে পাসপোর্ট প্রদর্শনী-১ ও ভিসা প্রদর্শনী-২ প্রদান করে নাই/বা উক্ত মহরের মেয়ে কর্তৃক ৪৭০০০/- টাকার কোন জমি বিক্রি করে নাই বা ৬৬,০০০/- টাকা দেওয়ার যোগ্যতা তাহার ছিল না। উক্ত মহরের মেয়ে আসামীদেরকে হয়রানী করার ও অবৈধ উদ্দেশ্যে এই মোকদ্দমা করিয়াছে। আসামী পক্ষের মোকদ্দমা আরও এই যে, মহরেরমেয়ে যে আসামীদেরকে ৬৬০০০/-টাকা প্রদান করিয়াছিল তাহা উক্ত প্রদর্শনী-৩ সিরিজে উল্লেখ নাই। উক্ত তদন্ত প্রতিবেদন প্রদর্শনী-৪তে সাক্ষীদের নাম, ঠিকানা, বাবা ''স্থান ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করা হয় নাই। তদন্তকালে প্রদর্শনী-৭ এর শেষ অনুচ্ছেদ খালি রাখিয়া শেষের ৬জন ব্যক্তির সহি ও একজনের টিপ সহি গ্রহণ করে এবং আদম ব্যাপারী আব্দুল আলী সাটারের প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া শেষে অনুচ্ছেদের ভাষা তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে যাহাতে কেসটি সাজানো যায় আসামীগন শেষের অনুচ্ছেদের বক্তব্য তাহার নিকট তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট বলে নাই। আসামী পক্ষের বক্তব্য আরও এই যে, আসামীরা টাকা নিয়াছে বলিয়া কোন স্বীকারোক্তিমূলক বক্তব্য তদন্তকালে উপস্থাপিত করে নাই।

রাষ্ট্র পক্ষ আসামীদের বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ প্রমাণের নিমিত্ত রাষ্ট্র পক্ষ কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত অভিযোগকারীনীকে পি,ডব্লিউ-১ হিসাবে এবং নালিশী দরখাস্ত দাখিলকারী সহকারী পরিচালক, জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, কাকরাইল, ঢাকা পি, ডব্লিউ-২, পি, ডব্লিউ-১ এর জামাই সিদ্দিকুর রহমান, পি ডব্লিউ-৩ তাহার ছেলে মোঃ হানিফ পি, ডব্লিউ-৪ এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা পি, ডব্লিউ-৫ হিসাবে সাক্ষী দেওয়া হইলে আসামী পক্ষ কর্তৃক তাহাদিগকে জেরা করা হয়। ইহা ব্যতিত, রাষ্ট্র পক্ষের দাখিলী কাগজাদি যথা-পাসপোর্ট নং এইচ-৪১২৮৪৮ প্রদর্শনী-১, ভিসা প্রদর্শনী--২, জেলা প্রশাসক নরসিংদী কর্তৃক দাখিলী কাগজ পত্র, প্রদর্শনী-৩, অত্র আদালতে পি, ডব্লিউ-২ কর্তৃক দাখিলী নালিশী দরখাস্ত প্রদর্শনী-৪ সিরিজ এবং পি,ডব্লিউ-১ এবং অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত ইং ১১-১১-৯১ রেজিষ্টি দলিলের অবিকল নকল, প্রদর্শনী-৫ সিরিজ, তদন্তকারী কর্মকর্তার প্রতিবেদন, প্রদর্শনী-৬ এবং সাক্ষীদের তালিকার দস্তখত, প্রদর্শনী-৭ হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে।

অপরদিকে আসামীগন কর্তৃক তাহাদের মোকদ্দমার সমর্থনে ডি, ডব্লিউ-১ মোঃ সুলতান উদ্দিন, ডি, ডব্লিউ-২ আনর আলী বুধা, ডি, ডব্লিউ-৩ ছিদ্দর আলী এর মৌখিক জবানবন্দি প্রদান করা হয় এবং তাহাদিগকে রাষ্ট্রপক্ষ জেরা করিয়াছেন। এহেন পরিস্থিতিতে সাক্ষ্য বিশ্লেষন ও সিদ্ধান্তের নিমিত্ত নিম্নলিখিত বিচার্য্য বিষয়গুলি নির্ধারন করা হইল:

(১) আসামী (১) মোঃ ওয়াহাব আলী বুধা এবং (২) মোর্শেদ আলী বুধা কোন বৈধ রিক্রুটিং এজেন্ট কিনা?

(২) উক্ত আসামীগণ কর্তৃক সিদ্দিকুর রহমানকে বিদেশে প্রেরনের কথা বলিয়া তাহারা তাহার শ্বাশুড়ী-মহরের নেছার নিকট হইতে ৬৬,০০০/-টাকা গ্রহণ করিয়া সিদ্দিকুর রহমানকে বিদেশে প্রেরণ করা হইয়াছিল কিনা ?

(৩) উক্ত আসামীগণ কর্তৃক ১৯৮২ সনের ইমিগ্রেশন অর্ডিন্যান্সের ২৩(খ) ধারার কোন অপরাধ সংঘঠন করা হইয়াছিল কিনা ? করা হইয়া থাকিলে তাহারা কে কি প্রকার শাস্তি পাইতে পারে ?

পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত

বিচার্য বিষয় নম্বর-১,২, ও ৩:

সংক্ষিপ্তকরন ও আলোচনার সুবিধার্থে সকল বিচার্য বিষয়গুলি একত্রে গৃহীত হইল। প্রথমেই দেখা যাক, উভয় পক্ষের স্বাক্ষীগনকে কি স্বাক্ষ্য দিয়েছেন। ক্ষতিগ্রস্তমোহরের নেছা পি, ডব্লিউ-১ তাহার জবানবন্দির স্বাক্ষ্যে বলেন যে, তকে উপস্থিত আসামীগন স্বাক্ষ্য দেওয়ার দিন হইতে প্রায় ৫½ বসর (সাড়ে পাঁচ বছর) বৎসর পূর্বে তাহার জামাই সিদ্দিকুর রহমানকে বিদেশে পাঠানোর দাম করিয়া রিক্রুটিং এজেন্ট না হওয়া সত্বেও ৬৬,০০০/-টাকা গ্রহণ করে। টাকা নেওয়ার পরে তাহারা (আসামীগন) আমার মেয়ের জামায়কে বিদেশে পাঠায় নাই। তাহারা চাপদিলে তাহারা ভোগাছ ভিসা দেয় ও একটা পাসপোর্টে দেয়। যাহার নং-এইচ-৪৭২৮৪৮, প্রদর্শনী-১, ভোগাছ ভিসা প্রদর্শনী-২ এর কথা বুঝতে পারিয়া তাহারা আসামীগনের নিকট টাকা ফেরতের জন্য চাপ দেয়। কিন্তু আসামীরা তাহাদের নিকট হইতে প্রতারনার মাধ্যমে টাকা গ্রহণ করিয়া উহা ফেরত দেওয়ার জন্য বার বার চাপ দেওয়ার পরও উহা ফেরত না দেওয়ায় তাহারা জেলা প্রশাসক নরসিংদির নিকট দরখাস্ত দেন। তিনি লেখাপড়া জানেননা। তাহার দরখাস্তে তিনি টিপসহি দেন। তাহার দরখাস্তের প্রেক্ষিতে তদন্ত হয়। তদন্তে তিনি স্বাক্ষী দেন।

তিনি তাহার দেয়ার স্বাক্ষ্যে বলেন যে, তিনি কোন তারিখে জেলা প্রশাসকের নিকট আসামীগনের বিরুদ্ধে দরখাস্ত দাখিল করেন তাহা তাহার খেয়াল নাই। দরখাস্ত তিনি নিজে লেখেন নাই। তিনি অন্যকে দিয়া লিখাইয়া টাইপ করাইয়াছেন। তাহাকে উহা পড়িয়া শুনাইলে তিনি উহাতে টিপসহি দেন। দরখাস্তে যাহা লিখা আছে উহাই তাহার বক্তব্য। কোন তারিখে কখন ৬৩,০০০/টাকা আসামীদেরকে দেওয়া হয় তাহা তাহার মনে নাই। অভিযোগ দরখাস্ত তিনি কোন স্বাক্ষীর নাম উল্লেখ করেন নাই। তিনি আসামীগনকে টাকা দেওয়ার বহু পূর্ব হইতেই চিনেন। আসামীরা তাহাদের গ্রামের লোক। আসামীরা তাদের দুই ভাইকে বিদেশে পাঠাইয়াছেন। তাহাদের গ্রামের আশরাফুজ্জামন মাষ্টারের ভাইকে আসামীরা বিদেশে পাঠায় নাই অন্যরা পাঠাইয়াছে। গ্রামের অন্য কোন লোককে আসামিরা বিদেশে পাঠায় নাই। আসামীরা বিদেশে পাঠাইব বলিয়া মদন মৃধার নিকট হইতে টাকা নেয়। (পরে টাকা ফেরত দেয় স্বতস্ফূর্তভাবে বলেন)। আসামীরা তাহার জামাইকে প্রদর্শনী-১ ও ২ দেয় নাই বা তাহারা তার জামাইকে বিদেশে পাঠাইব বলিয়া ৬৬,০০০/-টাকা গ্রহণ করে নাই বা তাহারা ভুয়া আদম বেপারীও নহে মর্মে আসামী পক্ষকে সাজেশন দেওয়া হইলে প্রত্যুত্তরে তিনি বলেন উহা সত্য নহে। তাহার ৩ ছেলে ২ মেয়ে। ছেলেরা গৃহস্থী করে। তাহার ৯(নয়) গন্ডা জমিন আছে। তিনি ঐ (মদ) গন্ডা

জমিই ৪৭,০০০/- টাকা বিক্রি করিয়াছেন শিকদার আলী গংদের নিকট রেজিষ্ট্রী দলিল মূলে বিক্রি করেন। তিনি দলিল তদন্তে দাখিল করেন নাই বা তদন্তের সময় বলেন নাই। তিনি ৪৭,০০০/-টাকায় কোন জমিন বিক্রি করেন নাই বা ৬৬,০০০/-টাকা দেওয়ার যোগ্যতা ও তাহার ছিল না বা তাহার দুই ছেলে ও মেয়ের জামাই আসামীদের বিরুদ্ধে তাহাকে মোকদ্দমা দেন নাই বা তিনি আসামীদেরকে হয়রানী করার অবৈধ উদ্দেশ্যে এই মোকদ্দমা করিয়াছেন মর্মে সাজেশন দেওয়া হইলে তিনি উহা সত্য নহে বলিয়া সাক্ষ্য দেন। বিজ্ঞ জেরায় তিনি আরও বলেন যে আশরাফুদ্দিন মাষ্টারের বাড়ী তাহার বাড়ী হইতে ২/৩ কানি ক্ষেত দূরে অবস্থিত। তিনি তাহার চাচাতো বোনের ছেলে। ইসমাইল নূরুল আলম, শহীদ, আসাদ এবং শফিকুল, বাহেত এর বাড়ী তাহার বাড়ী হইতে ৫/৬ কানি ক্ষেতের ব্যাসার্ধের মধ্যে অবস্থিত। তাহারা এখনও বিদেশী চাকুরী করিতেছেন। আশরাফুদ্দিন মাষ্টার একের পর একে জনকে বিদেশে পাঠাইয়াছেন বলিয়া শুনেন। আশরাফুদ্দিন মাষ্টারের বাড়ীর সম্মুখ আসামীদের জমিন আশরাফুদ্দিন মাষ্টারের চাচাতো ভাইয়েরা ক্রয় করিয়াছে।

পি, ডব্লিউ-২ মোঃ ফিরোজ কবির মিয়া এই মোকদ্দমার নালিশী সংবাদ দায়েরকারী। তিনি তাহার জবানবন্দির বাক্যে বলেন যে, তিনি এই মোকদ্দমার বাদী। তিনি ইং ৪-৬-৯৪ তারিখের জেলা প্রশাসক নরসিংদীর স্মারক নং-নর/জেঃ প্রঃ কাঃ/জে এম/৬-১৩৯/৯৪-৪২০(১) মূলে মোকদ্দমার বিচার প্রাপ্ত হইয়া অত্র মোকদ্দমা দায়ের করেন। জেলা প্রশাসকের উক্ত পত্র প্রদর্শনী ও সিরিজ হিসাবে চিহ্নিত হয়। উক্ত স্মারকের সহিত তদন্ত প্রতিবেদন অভিযোগ সংবাদ ও তদন্ত কালীন সাক্ষীর সাক্ষ্যাদিও প্রাপ্ত হন। তিনি উক্ত সাক্ষ সূত্রে জানিতে পারেন যে, আসামী মোঃ ওয়াহাব আলী মৃধা এবং মুর্শেদ আলী মৃধা সাক্ষ প্রদানের তারিখ অর্থাৎ ২৬-৬-৯৭ ইং হইতে ৫½ বছর আগে ১নং সাক্ষী মোহরের নেছার নিকট হইতে তাহার মেয়ের জামাইকে বিদেশে প্রেরণ করিবে বলিয়া ৬৬,০০০/-টাকা গ্রহণ করেন। আসামীরা কোন রিক্রুটিং এজেন্সীর মালিক বা কর্মকর্তা বা কর্মচারী নহেন। তাহারা টাকা গ্রহণ করা সত্ত্বেও মোহরের নেছার মেয়ের জামাই সিদ্দিকুর রহমানকে বিদেশে প্রেরণ করেন নাই। আসামীরা ইহার ফলে ১৯৮২ সনের ইমিগ্রেশন অর্ডিন্যান্সের ২৩(বি) ধারার বিধান মোতাবেক শাস্তিযোগ্য অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন। তিনি বিধি মোতাবেক আসামীদের বিরুদ্ধে এই মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছেন। নালিশা প্রদর্শনী- ৪ সিরিজ হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে। ইহার পৃষ্ঠা সমূহে পরিস্কার স্বাক্ষরসমূহ তাহার। প্রদর্শন-৪(১), ৪(২), ৪(৩) ও ৪(৪) হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে।

তিনি তাহার জেরায় সাক্ষ্যে বলেন যে, প্রদর্শনী-৩ তে ইহা উল্লেখিত হয় নাই যে, আসামী- গণের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করিতে হইবে। তবে ইহা উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই (স্বতস্ফূর্ত ভাবে বলেন)। সাক্ষী মোহরের নেছা আসামীদেরকে ৬৬,০০০/- টাকা প্রদান করিয়াছিল উহা প্রদর্শনী-৩ সিরিজ ভুক্ত তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ নাই মর্মে আসামীর পক্ষ কর্তৃক সাজেশন দেওয়া হইলে তিনি উহা সত্য নহে বলিয়া সাক্ষ্য দেন। তিনি আরও বলেন যে, প্রদর্শনী-৪ সাক্ষীর নাম ঠিকানা, ঘটনা ও সময় এবং স্থান ও তারিখের বিবরণ উল্লেখ করা হয় নাই। (স্বতস্ফূর্ত ভাবে বলেন তদন্ত প্রতিবেদন

ও তদন্তে উপস্থাপিত অভিযোগ দরখাস্ত মোতাবেক প্রদর্শনী-৪ দায়ের করিয়াছে প্রদর্শনী -৪ তে ইহা উল্লেখিত নাই যে, তিনি তদন্ত প্রতিবেদন ও অভিযোগ দরখাস্ত মোতাবেক নালিশী দরখাস্ত প্রদর্শনী-৪ প্রস্তুত করিয়াছেন। তিনি সম্পূর্ণ বে-আইনীভাবে ও বাহিনীভুক্ত হইয়া এই মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছেন মর্মে সা-জেশন দেওয়া হইলে তিনি উহা সত্য নহে বলিয়া সাক্ষ্য দেন।

পি, ডব্লিউ-৩ ১নং সাক্ষী মহাশয় নেছার আনাই পি, ডব্লিউ-১ হিসাবে মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দেন তিনি তাহার জবানবন্দিতে বলেন যে ১নং সাক্ষী মোসাম্মৎ নেছা তাহার শাশুড়ী হয় আসামীদ্বয় উপস্থিত আছেন। তাহাকে বিদেশে পাঠানোর জন্য তাহার শাশুড়ী জমি বিক্রয় করিয়া ২৬-৯৭ তারিখ থেকে প্রায় ৫½ বছর আগে আসামীদ্বয়কে ৬৬,০০০/-টাকা দিয়াছিলেন আসামীর টাকা গ্রহণ করা সত্ত্বেও তাহাকে বিদেশে পাঠায় নাই। তাহারা চাপ দিলে আসামীদ্বয় তাহাকে একটি পাসপোর্ট প্রদর্শনী-১ এবং একটি ভিসা প্রদর্শনী-২ দেন। পরবর্তীতে প্রকাশ হয় যে, ভিসাটি জাল। তিনি টাকা ফেরত চান। তাহারা আসামী) দেয় নাই। ইহাতে তাহার শাশুড়ী নাসিংদী জেলা প্রশাসকের বরাবরে অভিযোগ দরখাস্ত দেন। টাকা সংগ্রহের জন্য তাহার শাশুড়ী যে মোহাম্মদ আলী বং র নিকট জমি বিক্রয় করিয়াছিল তাহা দেখাইবার জন্য সেই দলিলের সহি মহুরী নকল প্রদর্শনী-৫ দাখিল করিয়াছেন।

জেরার সাক্ষ্যে তিনি বলেন যে, জমি বিক্রয় করিয়া তাহার শাশুড়ী ৪৭,০০০ টাকা সংগ্রহ করেন। প্রদর্শনী-৫ ব্যতিরেকে আর কোন জমিন তাহার শাশুড়ী বিক্রয় করে নাই। দলিলে ২,৫০০/-টাকা মূল্য লিখা আছে (প্রকৃত পক্ষে জমিন রেজিস্ট্রেশন হইবে না জিরা জমিনের বিক্রয় মূল্য কম দেখানো হইয়াছে বলিয়া স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বলেন)। বাকী টাকা তাহার শাশুড়ী ঋণ করিয়া সংগ্রহ করেন। আত্মীয়স্বজনদের নিকট ঋণ করেন। টাকা প্রদান কালে তিনি সাথে ছিলেন। তাহার শাশুড়ী আসামী মুর্শেদ দখার হাতে দেন। ৬৬,০০০/- টাকা এবং এক সাথে দেন। কোন তারিখ তাহার স্মরণ নাই। রেজিস্ট্রী অফিস মুখুর ে.কা. দেয়া হয়। টাকা দেওয়ার সময় তাহার দুই সম্বন্ধী আব্দুল আলীম ও আব্দুল হাকিম তাহার স্ত্রী, ও শ্যালিকা মিনারা বেগমও উপস্থিত ছিলেন। আশরাফুল মাষ্টার সম্পর্কে তাহার সম্বন্ধী। তাহাকে বিদেশে পাঠানোর জন্য আশরাফুলের মাষ্টারের নিকট টাকা দেওয়ার জন্য তাহার শাশুড়ী দিয়াছিল বা পাসপোর্ট ও ভিসাটি আশরাফুল মাষ্টার তাহাকে দেয় এই মর্মে আসামী পক্ষ হইতে সাজেশন দেওয়া হইলে তিনি উহা সত্য নহে বলিয়া সাক্ষ্য দেন। তিনি আরও বলেন যে, আসামীদের পিতা নাম ইমান বখশ। তাহার বড়ী রায়পুরা থানায়। তাহার শাশুড়ী আসামী-দ্বয়কে কোন টাকা পয়সা দেয় নাই মর্মে আসামী পক্ষ হইতে সাজেশন দেওয়া হইলে তিনি উহা সত্য নহে বলিয়া সাক্ষ্য দেন।

পিডব্লিউ-৪ আব্দুল হাকিম তাহার জবানবন্দির সাক্ষ্য বলেন যে, ১নং সাক্ষী মহোদয়ের নেছা তাহার মা। আসামীরা ডকে উপস্থিত আছেন। তাহার ভগ্নিপতি শিহিদুর রহমানকে বিদেশে পাঠানোর নাম করিয়া আসামীদ্বয় তাহার সম্মুখে তাহার মায়ের নিকট হইতে ৬৬,০০০/-টাকা গ্রহণ করে।

জেরায় বাক্যে তিনি বলেন যে, তাহার মা জমিন বিক্রি করিয়া টাকা দেয়। তিনি জমিন বিক্রয়ের তাহার অংশের টাকাও তাহার মাকে দেন। তাহার ভাগে কত টাকা পড়িয়াছিল তাহা তিনি বলিতে পারিবেন না। রেজিষ্ট্রী অফিসে বসিয়া টাকা দেওয়া হয় কখন দেওয়া হয় বলিতে পারিবেন না। ৬৬,০০০/-টাকা তিনি গুনেন নাই। ৫০০ টাকার নোট ছিল। ১৩২ খানা নোট ছিল। তাহার মা ৬৬,০০০/-টাকা আসামী মুর্শেদের হাতে দেন তখন তাহার বুবু সাথে থাকে।
সাবিনা তাহার ভাতিজী। সাবিনা এবং প্রতিবেশী দুলালের মধ্যেকার একটা ঘটনা নিয়া সালিশী হয়। ঐ সালিশীতে আশরাফুল মাষ্টার ১০,০০০ টাকা শাস্তি স্বরূপ আদায় করিয়া সাবিনাকে দেয়। সাবিনা খালি দুরেক দূরে থাকে। ইউনিয়নটি একই। তিনি মিথ্যা সাক্ষ্য দিতেছেন বলিয়া আসামী পক্ষ হইতে সাজেশন দেওয়া হইলে তিনি উহা সত্য নহে বলিয়া সাক্ষ্য দেন।

পি, ডব্লিউ-৫ মোঃ আব্দুস সালাম তিনি তাহার জবানবন্দিতে বলেন যে, তিনি বিগত ১৯৯০ সন হইতে ১৯৯৬ সন পর্যন্ত শিবপুর থানা প্রশাসনে থানা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা হিসাবে কর্মরত ছিলাম। ইং ২৪-২-৯৪ তারিখে থানা নির্বাহী কর্মকর্তার নির্দেশ মোতাবেক তিনি তদন্ত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া প্রদর্শনী-১ মূলে ইং ২৩-৩-৯৪ তারিখে থানা নির্বাহী কর্মকর্তার বরাবরে তাহার স্বাক্ষরিত তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। প্রদর্শনী-৬ এ পরিদৃষ্ট এই স্বাক্ষর তাহার বলে সনাক্ত করেন। প্রদর্শনী-৬(১)। তদন্তকালে তিনি স্থানীয় গন্যমান্য লোকজন, বাদীনী, বাদীনীর মেয়ে [illegible] এবং দুই বিবাদীর উপস্থিতে তাহার তদন্ত কর্ম সম্পাদন করেন। তদন্তের সময় উপস্থিত ব্যক্তিদের স্বাক্ষর/টিপ সহি সম্বলিত কাগজ দেখানো হইল যাহা প্রদর্শনী-৭ হিসাবে চিহ্নিত করা হইয়াছে।

জেরায় বাক্যে তিনি বলেন যে, তিনি থানা নির্বাহী কর্মকর্তার ইং ২৪-২-৯৪ তারিখের নির্দেশ সম্বলিত স্মারক তদন্ত প্রতিবেদনের সহিত নির্বাহী কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। তবে আদালতে উক্ত নির্দেশ সম্বলিত স্মারক দাখিল করেন নাই। তিনি তদন্তের পূর্বে নোটিশ প্রেরণ করেন। বাদীনী ও বিবাদী পক্ষকে নোটিশ দেন। গন্যমান্য ব্যক্তিগনকে কোন নোটিশ দেন নাই। (গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে উভয় পক্ষ তদন্তকালে তদন্তস্থলে নিয়া আসে। স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলেন)। তিনি নোটিশের কপি আদালতে দাখিল করেন নাই (স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলেন যে তাহার সাবেক অফিসে রক্ষিত আছে)। তিনি বাদীনী ও বিবাদীদের বা সাক্ষীদের আলাদা কোন হাজিরা গ্রহণ করেন নাই। তদন্তকালে প্রদর্শনী-৭ ভিত্তিতে তাহাদের হাজিরা গ্রহণ করা হইয়াছে। তদন্ত প্রতিবেদনে উপস্থিত গন্যমান্য ব্যক্তিগনের স্বাক্ষর কলামে বাদী ও বিবাদীদের নাম আছে। তিনি বাদীনির জবানবন্দি মৌখিকভাবে গ্রহণ করেন। তাহার জবানবন্দি লিখিত ভাবে লিপিবদ্ধ করেন নাই। তিনি বিবাদীর জবাব বন্দিও লিখিত ভাবে গ্রহণ করেন নাই। উপস্থিত কোন গন্যমান্য ব্যক্তির বক্তব্যও লিখিত গ্রহণ করেন নাই। গন্যমান্য ব্যক্তি হিসাবে মুর্শেদ এবং তাহাদের স্বাক্ষর প্রদর্শনী-৭ তে রহিয়াছে। প্রদর্শনী-৭ এর শেষ অনুচ্ছেদ খালি রাখিয়া শেষের ৬ জন ব্যক্তির সহি ও একজনের টিপ সহি গ্রহণ করেন যা তিনি আদম বেপারী আসুদ আলী সাহেবের প্রভাবে

প্রস্তাবাধীন হ্যাঁ শেষের অনুচ্ছেদের ভাষা লিপিবদ্ধ করেন যাহাতে কেসটি সাজানো যায় বা বিবাদীগণ পৃষ্ঠা-৭ এর শেষের অনুচ্ছেদে উল্লেখিত বক্তব্য তাহার নিকট তদন্তকালে বলেন নাই মর্মে বাদী পক্ষ কর্তৃক সাজেশন দেওয়া হইলে তিনি উহা সত্য নহে বলিয়া সাক্ষ্য দেন।

অপর দিকে, বিবাদী পক্ষে সাফাই সাক্ষী দেওয়া হয়। উক্ত সাক্ষীদের মধ্যে ডি, ডব্লিউ-১ হিসাবে মোঃ সুলতান উদ্দিন তাহার জবানবন্দির সাক্ষ্যে বলেন যে, তিনি ক্ষতিগ্রস্থ অভিযোগকারী ও আসামীগণকে চিনেন। তাহার বাড়ী ও তাহাদের বাড়ী একই ইউনিয়নে যুক্ত পাশাপাশি গ্রামে অবস্থিত।
পরিসংখ্যান অফিসার কর্তৃক তদন্তের দিন তিনি তাহার গ্রামের বাড়ী অভয়নগরে যাইতে-ছিলেন। ঐ সময় সুন্দরীপাড়া বাসষ্ট্যান্ডে তাহার সহিত সাক্ষাত হয়। সাক্ষাৎকালে তিনি তাহাকে তদন্তে উপস্থিত থাকার জন্য তাহার সহিত বলেন। ঐ দিন ছিল শুক্রবার এবং তারিখ ছিল ৪-৩-৯৪ ইং অনুমান ৯-৩০ টার সময় তাহার সহিত সাক্ষাৎ হয়। তদন্তের সময় তিনি ছাড়াও মতিন ভূইয়া, হাসান সরকার, ছিদ্দিক খাঁ, মুন্সী, আনোয়ার আলী মৃধা, ক্ষতিগ্রস্থ বাদী ও বিবাদী ও আরও লোকজন উপস্থিত ছিল। ক্ষতিগ্রস্থ বাদীপক্ষ ঐ দিন তদন্তের সময় কোন সাক্ষী প্রমাণ তদন্তে হাজির করিতে পারে নাই। তিনি তদন্ত কর্মকর্তার চাহিদার মত তদন্ত কার্যক্রম সংক্রান্ত কাগজে স্বাক্ষর দেন। উপরে খালি ছিল। উক্ত খালি জায়গায় একটি প্যারার মত খালি ছিল। অপরদিকে বিবাদী পক্ষের প্রকৃত সাক্ষ্যও উপস্থাপন করিতে পারেন নাই। প্যারাটি পরে বসানো হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। প্রথম থেকে ঐ প্যারাটি ছিল না। টাকা পয়সা নেওয়া-দেওয়ার কথাও ছিল না।

রাষ্ট্রপক্ষ জেরার সাক্ষ্যে বলেন যে, তিনি গোবিন্দপুরে জনাব মোঃ শফিউদ্দিনের মেয়েকে বিবাহ করিয়াছেন। আসামীরা তাহার মামা শ্বশুরের ঘরের শালা হয়। আত্মীয়তার সম্বন্ধের প্রেক্ষিতে তিনি সাক্ষী দিতে আসিয়াছেন। ক্ষতিগ্রস্থ বাদীনীর নিকট হইতে আসামীরা টাকা নিয়াছেন মর্মে অভিযোগ সংক্রান্তে তিনি সাক্ষী দিতে আসিয়াছেন। জেলা শহরে তিনি নিজে বাড়ী করিয়াছেন। ইং ৪-৩-৯৪ তারিখের পূর্বেও তিনি তদন্তকারী পরিসংখ্যান অফিসার কর্মকর্তাকে অফিসার হিসাবে চিনিতেন। উক্ত পরিসংখ্যান অফিসার কেমন ছিলেন তাহা তিনি জানেন না। তাহার বিবাহের তারিখ মনে নাই তাহার শালা আসামীরা বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোন রিক্রুটিং এজেন্ট নহে। তিনি তদন্ত রিপোর্টে ২টি স্বাক্ষর দিয়াছেন। প্রথম পৃষ্ঠার স্বাক্ষরটি ২নং কলিকে এবং ২য় পৃষ্ঠার স্বাক্ষরটি ১নং কলিকে। তদন্ত কার্যক্রম সংক্রান্ত কাগজে ১টি প্যারা লিখার মতস্থান তাহা স্বাক্ষর স্থানের উপরে খালি ছিল না মর্মে রাষ্ট্র পক্ষ সাজেশন দেওয়া হইলে তিনি উহা সত্য নহে বলিয়া সাক্ষ্য দেন। তদন্ত কার্যক্রমের ঐ শেষ প্যারা ছাড়া আর সব প্যারার বিবৃতি বক্তব্য তিনি পড়িয়া স্বাক্ষর দিয়াছেন। ইং ৪-৩-৯৪ তারিখের পূর্বে তিনি অভিযোগ বা তদন্ত সম্পর্কিত ঘটনা সম্পর্কে কিছু জানিতেন না। তদন্তকারী অফিসার ক্ষতিগ্রস্থ বাদীনীকে তদন্তে সাক্ষী আনার জন্য বাঁধ বাঁধ বলে আসামীগণকে বলে নাই। তিনি তদন্ত কার্যক্রমের সকল বিবরণী জানিয়া

শুনিয়া ও পড়িয়া উহাতে তাঁহার স্বাক্ষর দেন বা আসামীদ্বয় সম্পর্কে তাহার শ্যালক হয় বিধায় মিথ্যা সাক্ষ্য দিতেছে। মর্মে রাষ্ট্র পক্ষ কর্তৃক সাজেশন দেওয়া হইলে তিনি উহা সত্য নহে বলিয়া সাক্ষ্য দেন।

ডি, ডব্লিউ-২ মোঃ আনছ আলী বুধা তাঁহার জবানবন্দির সাক্ষ্যে বলেন যে, তিনি পক্ষগনকে চিনেন। তিনি তদন্তের সময় উপস্থিত ছিলেন। তিনি তদন্ত কার্যক্রমের ১ম পৃষ্ঠার ৪নং স্বাক্ষরকারী এবং ২নং পৃষ্ঠায় তিনি কোন স্বাক্ষর দেন নাই। ইং ৪-৩-৯৪ তারিখ শুক্রবার আযানের পূর্বেই তদন্ত কার্যক্রম শুরু হয়। আসামীরা টাকা নিয়াছে বলিয়া কোন স্বীকারোক্তি ঐ তদন্তকালে তদন্তকালে তদন্তকারী অফিসারের সম্মুখে উপস্থাপিত হয় নাই রাষ্ট্র পক্ষ কর্তৃক জেরার সাক্ষ্যে তিনি বলেন, তাঁহার দাদা নাম আলী মোহাম্মদ বুধা। আসামীর বাপের দাদা ও তাঁহার দাদা একজনই অর্থাৎ অলি মোহাম্মদ বুধা। আসামীরা তাঁহার চাচাতো ভাইয়ের পুত্র। তিনি ক্ষতিগ্রস্ত বাদীনী কর্তৃক আসামীগনকে টাকা পয়সা দিতে দেখেন নাই এবং আসামীগন কর্তৃক তাঁহার নিকট হইতে কোন টাকা পয়সা ঘটনার আগে নিতেও দেখেন নাই। তদন্তের আগে টাকা পয়সা লেন-দেন সম্পর্কে ক্ষতিগ্রস্ত বাদীনী ও আসামীগনের মধ্যে একটি ঘটনা ঘটেছিল বলিয়া শুনিয়াছিলাম। তদন্তকারী কর্মকর্ত ঐ ঘটনার সত্যতা যাচাইয়ের জন্যই তদন্তে গিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার ভাতিজাকে টাকা পয়সা নিবার ব্যাপারে কোন কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করেন নাই। তিনি তদন্ত কার্যক্রম এর সকল বক্তব্য জানিয়া শুনিয়া উহাতে স্বাক্ষর দিয়াছেন বা তিনি আসামীর তাহার ভাতিজা বিধায় ঘটনার বিষয় সত্য জানিয়া শুনিয়া ও মিথ্যা সাক্ষ দিলেন মর্মে সাজেশন দেওয়া হইলে তিনি উহা সত্য নহে বলিয়া সাক্ষ্য দেন।

ডি, ডব্লিউ-৩ মোঃ

ছিদ্দ আলী তাঁহার জবানবন্দির সাক্ষ্যে বলেন যে, তিনি উভয় পক্ষকে চিনেন। তিনি তদন্ত কার্যক্রম সংক্রান্ত কাগজে ৬নং ক্রমিকে স্বাক্ষর দেন। কোন তারিখে তদন্ত হয় খেয়াল নাই তবে বার ছিল শুক্রবার। তদন্ত কার্যক্রম সংক্রান্ত কাগজের ২য় পৃষ্ঠাতে তিনি কোন স্বাক্ষর দেন নাই। তদন্তের সময় আসামীরা টাকা পয়সা নিয়াছে বলিয়া কোন কথাবার্তা হয় নাই বা কেহ বলেন নাই।

রাষ্ট্র পক্ষে জেরার সাক্ষ্যে তিনি বলেন যে, আসামীরা তাঁহার শ্যালক লাগে, তিনি রংপুরে ঠিকানাতে তাঁহার শ্বশুর বাড়ীতে ঘর জামাই থাকেন। তাঁহার শ্বশুর বাড়ী ও আসামীদের বাড়ী কাছাকাছি অবস্থিত। তিনি সাদা কাগজে স্বাক্ষর দেন। উপরে কি লিখা ছিল বা ছিল কিনা তাহা তাঁহার খেয়াল নাই। তদন্তকারী অফিসারের কথামতই তিনি স্বাক্ষর দেন। মামলা লাগছে বলিয়াই তিনি ঘটনার শুনিয়াছেন। তদন্তের পূর্বে আসামীর ও ক্ষতিগ্রস্ত বাদীনীর মধ্যে টাকা পয়সা নিয়া কোন ঘটনা ঘটিয়া ছিল কিনা তাহা তাঁহার জানা নাই। তিনি বছর ৪/৫ আগে ঘটনার কথা সর্ব প্রথম শুনেন। তাঁহার শ্বশুর এবং আসামীর পিতা পরস্পর আপন চাচাতো জেঠাতো ভাই। আসামীদের বাড়ীতেই তিনি ঘর জামাই থাকেন। ঘটনার কথা শুনিয়া তিনি তাঁহার শ্যালকদেরকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা অস্বীকার করেন। তিনি মামলার আগে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছেন বা আসামীরা তাঁহার শ্যালক হয় বিধায় ঘটনা সত্য জানিয়াও মিথ্যা সাক্ষ্য দিলেন মর্মে রাষ্ট্র পক্ষ কর্তৃক সাজেশন দেওয়া হইলে তিনি উহা সত্য নহে বলিয়া সাক্ষ্য দেন।

উপরে বর্ণিত মৌখিক, দালিলিক সাক্ষ্যাদির ভিত্তিতে পর্যালোচনায় দেখা যাউক যে, রাষ্ট্র পক্ষ আসামীদের বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ প্রমান করিতে সমর্থন হইয়াছেন কিনা। পি, ডব্লিউ-১ মোঃ সুলতান উদ্দিন এর সাক্ষী হইতে দেখা যায় যে, তাহার আসামীদ্বয় বাংলাদেশ সরকারের অনুমোদিত কোন রিক্রুটিং এজেন্ট নহে। পাসপোর্ট প্রদর্শনী-১ হইতে দেখা যায় যে, ৫-১১-৯১ ইং তারিখে ইস্যু হইয়াছে এবং বাদীনী ও তাহার পুত্র কন্যা কর্তৃক মোঃ আব্দুর রশিদ মোহাম্মদ আলীর বরাবর ইং ১১-১১-৯১ তারিখে ২৪ শতাংশ জমি ২,৫০০/-টাকাতে বিক্রিত হইয়াছে। এই মূল্য প্রসঙ্গে পি, ডব্লিউ-১ ও তাহার পুত্র, কন্যা, জামাতা কর্তৃক সাক্ষী দেওয়া হইয়াছে যে, দলিলে যাহাই উল্লেখ থাকুক না কেন জমিটি ৪৭,০০০/ টাকায় বিক্রিত করা হইয়াছে এবং তাহাদের সাক্ষী মতে যেহেতু জমিটি রেজিস্ট্রেশন হইবে না সেহেতু কম মূল্য দেখাইয়া বিক্রি করা হইয়াছে। বাকী ১৯,০০০/-টাকা আত্মীয় স্বজনের নিকট হইতে লওয়া হইয়াছে। কাজেই, রাষ্ট্র পক্ষের সাক্ষীদের এই বক্তব্য এই কারণেই বিবেচনা করিতে বাধ্য হইতেছি যে, সাক্ষী পি, ডব্লিউ-৩ সিদ্দিকুর রহমান নামীয় পাসপোর্টটি ও জমি বিক্রয় কাজটি প্রায় একই সময়ের সম্পন্ন হইয়াছে এবং উক্ত তারিখের ব্যবধান মাত্র ৭(সাত) দিন।

অপরদিকে, প্রদর্শনী-৭ যাহা উক্ত পক্ষের কতিপয় সাক্ষগণের উপস্থিতিতে তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক প্রস্তুত করা হইয়াছে উহার বক্তব্য বিবেচনা করা হইলে দেখা যাইবে যে, আসামীগন কর্তৃক বাদীনী পি, ডব্লিউ-১ এর নিকট হইতে তাহার জামাতাকে বিদেশে পাঠানোর জন্য সর্বমোট- ৬১,০০০/-টাকা গ্রহন করা হইয়াছি। এই জব্দ নথির কাগজাদি ও আসামী পক্ষ ও বাদী পক্ষের সাক্ষী একত্রে বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে, একটি মাত্র সত্য প্রতিফলিত হয় যে, আসামীদ্বয় কর্তৃক বিদেশে চাকুরী দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে বাদীনীর নিকট হইতে ৬১,০০০/-টাকা গ্রহণ করিয়াছে কারন, বাদিনীর জামাই সিদ্দিকুর রহমান নামীয় পাসপোর্ট এর তারিখ ও জমি বিক্রির বিষয় এবং টাকা সংক্রান্ত বিষয় এবং অন্যান্য উপস্থিতে ডি, ডব্লিউ এর সাক্ষী ও পি, ডব্লিউ এর সাক্ষীর সাক্ষ্যতা পারস্পরিক সমর্থনযুক্ত ও সামঞ্জস্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। হয়ত: কিছু ব্যতিক্রম থাকতে পারে কিন্তু তাহাতে পি, ডব্লিউ-১ ও আসামীদ্বয়ের মধ্যে টাকা লেনদেনের বিষয়ে কোন সংশয় সৃষ্টি হয় নাই মর্মে আমার বিবেচনায় আসে। আসামীদ্বয় কোন বৈধ রিক্রুটিং এজেন্ট নহে। কাজেই, বিদেশে চাকুরী দেওয়ার প্রলোভনে-পি, ডব্লিউ-১ এর কাছ থেকে টাকা গ্রহণ এবং চাকুরী না দেওয়ার প্রতারনায় শামিল হইয়াছে যাহা ১৯৮২ সনের ইমিগ্রেশন অর্ডিন্যান্সের ২৩(বি) ধারাকে আকৃষ্ট করে। এখানে উল্লেখ্য যে, একটি কুয়েতী সরকারের যে, আভ্যন্তরীন মন্ত্রণালয়ের একটি কাগজ, প্রদর্শনী-২ হিসাবে আসিয়াছে। যাহাকে রাষ্ট্র পক্ষ ভ্যান ভিসা হিসাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। কাজেই, আমি বাদীনী ও আসামী পক্ষের সাক্ষ্যাদি বিবেচনা ক্রমে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বাধ্য হইতেছি যে, আসামীদ্বয় সরকার কোন বৈধ রিক্রুটিং এজেন্ট নহে এবং তাহারা পি, ডব্লিউ-৩ সিদ্দিকুর রহমানকে বিদেশে প্রেরনের কথা বলিয়া ৬৬,০০০/-টাকা গ্রহন করিয়া তাহাকে বিদেশে প্রেরণ করা হয় নাই বিধায় তাহারা ১৯৮২ সনের ইমিগ্রেশন অর্ডিন্যান্সের ২৩(বি) ধারার বিধান

মোতাবেক অপরাধ সংগঠন করিয়াছে যাহা রাষ্ট্র পক্ষ স্বাক্ষী প্রমান দ্বারা প্রমান করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কাজেই, আমি মনে করি তাহারা উপরে বর্ণিত কার্য্যত ১৯৮২ সনের ইনিগ্রেশন অডিন্যান্সের ২৩(বি) ধারা মোতাবেক দোষী সাব্যস্ত যোগ্য এবং তাহাদিগকে প্রত্যেকে ১(এক) বৎসর সশ্রম কারাদন্ড ও ৩৫,০০০/-(পয়ত্রিশ হাজার) টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ে আরও (১) মাসের সশ্রম কারাদন্ড প্রদান করা হইলে ন্যায় বিচার নিশ্চিত হইবে। সুতরাং এইরূপ।

আদেশ

হইল যে,-১নং আসামী মো: ওয়াহাব আলী মৃধা ও (২) আসামী মোর্শেদ আলী মৃধা ১৯৮২ সনের ইমিগ্রেশন অডিন্যান্সের ২৩(বি) ধারায় দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় তাহাদের প্রত্যেককে ১(এক) বৎসর সশ্রম কারাদন্ড ও ৩৫,০০০/-(পয়ত্রিশ হাজার) টাকা জরিমানা এবং জরিমানা অনাদায়ে আরও (১) মাসের সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত করা হইল। মালিক পরোয়ানা জারি করা হউক।

স্বা:
মো: আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,

আই, আর, ও, মামলা নং-৬/১৯৯৪

মো: আবদুল মান্নান,
ওয়ার রক্ষক, রূপালী ব্যাংক লি:,
টান বাজার নারায়ণগঞ্জ। প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) ব্যবস্থাপক,
রূপালী ব্যাংক লি:,
টানবাজার, নারায়ণগঞ্জ।
৫২, এস এম মালেক রোড,

(২) ব্যবস্থাপক পরিচালক,
রূপালী ব্যাংক লি:,
প্রধান কার্যালয়,
৩৪, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা,
ঢাকা। দ্বিতীয় পক্ষগণ

উপস্থিতঃ- জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, (জেলা ও দায়রা জজ), চেয়ারম্যান।
জনাব আলী আকিজ্জাল ফারুক (মালিক পক্ষ), সদস্য।
জনাব ফজলুল হক মন্টু, (শ্রমিক পক্ষ), সদস্য।
রায়ের তারিখ :- ২৭ ১০-৯৮

—রায়—

ইহা ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারার আওতায় আনীত একটি মোকদ্দমা

সংক্ষেপে প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, তিনি ইং ২৭-৫-৭৮ তারিখে দ্বিতীয় পক্ষের তৎকালীন ব্যবস্থাপক কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত হইয়া গুদাম রক্ষক হিসাবে কাজ করিয়া আসিতেছেন। তাহার সর্বসাকুল্যে বেতন ৩১৭৫/- টাকা। তিনি নিয়োগ প্রাপ্তির পর প্রথমে মেসার্স সোহরাব বস্ত্রালয়ের গুদামে কয়েক মাস কাজ করেন। ইহার পর উক্ত পার্টির লেনদেন বন্ধ হইয়া যাওয়ায় তাহাকে দিয়া ব্যাংকের লেজার পোষ্টিং-এর কাজ করানো হইয়াছে। ইহা ব্যতিরেকে তাহাকে দিয়া ব্যাংকে নিজস্ব গোডাউনে কাজ করানো হয় এবং কাজ না থাকিলে ব্যাংকিংয়ে কাজ করানো হইত। মোকদ্দমার সময় তিনি অগ্রিম বিভাগে ভাউচার লিখেন ও পোষ্টিং দিতেন এবং ঋণ বিভাগের মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক ও বাৎসরিক বিবরণী তৈরী করিতেন। যাহার প্রমান দ্বিতীয় পক্ষের কাগজ পত্র পরীক্ষা করিলেই পাওয়া যাইবে। তিনি একজন স্থায়ী শ্রমিক। তাই তাহার চাকুরী ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের বিধান মতে পরিচালিত বিধায় তিনি স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে গন্য হওয়া এবং স্থায়ী শ্রমিকের ন্যায় সকল সুযোগ সুবিধা পাইতে আইনতঃ হকদার। দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক তাহার মাসিক বেতন কর্মচারী হিসাব নং-১২১৬তে জমা করা হইলেও বা তাহাকে স্থায়ী শ্রমিকের ন্যায় ক্যেজুয়েল ছুটি, অসুস্থজনিত ছুটি বাৎসরিক ছুটি, বাৎসরিক ইনক্রিমেন্ট ও বোনাস ইত্যাদি প্রদান করা হইলেও তাহাকে স্থায়ী শ্রমিকের ন্যায় প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হয় নাই। এবং পদোন্নতির ক্ষেত্রেও তাহাকে বিবেচনা করা হয় নাই। তাহার নিয়োগের পর অনেক নতুন গুদাম রক্ষককে নেওয়া হইয়াছে। এমনকি ১৯৯৩ সনে নতুন ষ্টাফ পদে অনেককে নিয়োগ প্রদান করা হইয়াছে এবং অনেককে প্রমোশন দিয়া ইন্সপেক্টর পদে পদোন্নতি দেওয়া হইয়াছে। তিনি ইং ২৭-৫-৭৮ তারিখ নিয়োগ প্রাপ্তির পর থেকে একাধারে চাকুরী করিয়া আসিতে থাকিলেও তাহাকে স্থায়ী শ্রমিকের ন্যায় সকল সুযোগ সুবিধা প্রদান না করায় তিনি দ্বিতীয় পক্ষের নিকট উহা প্রদান করার জন্য বার বার অনুরোধ করেন। কিন্তু ইহাতে কোন ফল না হওয়ায় তিনি ইং ২৭-৫-৭৮ হইতে স্থায়ী শ্রমিকের ন্যায় সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা প্রদান করিবার জন্য দ্বিতীয় পক্ষ গণকে নির্দেশ প্রদান করার আবেদনে অত্র মোকদ্দমা দায়ের করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

দ্বিতীয় পক্ষ ব্যাংক ইহার ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও টানবাজার শাখা, নারায়ণগঞ্জ এর ব্যবস্থাপক কর্তৃক দাখিলী জবাবের ভিত্তিতে অত্র মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হইয়াছে।

সংক্ষিপ্তকারে দ্বিতীয় পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলিতে পারে না এবং পক্ষ দোষে দোষিত। প্রথম পক্ষের নিয়োগ সম্পূর্ন অস্থায়ী ছিল এবং ইং ১৯-২-৯৪ তারিখ উহা বাতিল করা হয়। উক্ত কাল হইতে তিনি ব্যাংকের কোন শ্রমিক নহেন। কারণ তাহার আবেদনের ভিত্তিতে পেমাষ্টার মেসার্স রব মিয়া, ৫২, টানবাজার, নারায়ণগঞ্জ কর্তৃক নিয়োগ দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং তাহার অত্র মোকদ্দমা করিবার কোন অধিকার নাই দ্বিতীয় পক্ষ ব্যাংকের আরও কেস এই যে, মেসার্স সোহরাব বস্ত্রালয়ের হিসাব বন্ধ হইয়া যাওয়ায় উক্ত প্রতিষ্ঠানের গোডাউনে প্রথম পক্ষের নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা শেষ হইয়া যায়। তারপর ব্যাংকের মৌখিক অনুরোধের প্রেক্ষিতে তিনি বিভিন্ন ব্যাংকের

গোডাউনে কাজ করিয়াছেন এবং অবসর সময়ে তিনি ব্যাংকেও কাজ করিতেন। ১২১৬ নম্বর কর্মচারী হিসাব নামে ব্যাংকে কোন হিসাবের অস্তিত্ব নাই। দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক প্রথম পক্ষকে কখনো সাময়িক ছুটি, অসুস্থতাজনিত ছুটি, বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধি ও বোনাস ইত্যাদি কখনো দেওয়া হয় নাই। তাহার বেতন ভাতাদি খাতকের হিসাব হইতে কর্তন করিয়া তাহাকে পরিশোধ করা হইত। যেহেতু প্রথম পক্ষ একজন অস্থায়ী শ্রমিক হিসাবে অস্থায়ী পদের বিপরীতে শ্রমিক হিসাবে কাজ করিয়াছে সেহেতু তিনি ব্যাংকের অন্যান্য স্থায়ী শ্রমিকের ন্যায় পদোন্নতিসহ সকল সুযোগ সুবিধা পাওয়ার হকদার নহেন। ইহা ব্যতিরেকে মোসাস রব মিয়াকে পক্ষভুক্ত না করায় মোকদ্দমাটি পক্ষ দোষে বারিত। কাজেই, তাহার খরচাসহ খারিজ যোগ্য।

বিচার্য বিষয় :

(১) প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারায় রক্ষণীয় কিনা ?

(২) মোকদ্দমাটি পক্ষ দোষে বারিত কিনা ?

(৩) প্রথম পক্ষ ইং ২৭-৫-৭৮ তারিখ হইতে ব্যাংকের অন্যান্য স্থায়ী শ্রমিকের ন্যায় সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা পাইতে হকদার কিনা ?

পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত

বিচার্য বিষয় নম্বর-১, ২ ও ৩:

সংক্ষিপ্তকরণ ও আলোচনার সুবিধার্থে বিচার্য বিষয়গুলি আলোচনার নিমিত্ত একত্রে গৃহীত হইল। ইহা স্বীকৃত যে, প্রথম পক্ষ ইং ২৭-৫-৭৮ তারিখ হইতে মেসার্স সোহরাব মন্ত্রালয়ের অস্থায়ী গোডাউন কিপার হিসাবে দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হন। এবং ইং ১৯-২-৯৪ তারিখ পর্যন্ত তিনি দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে একজন স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে কর্মরত থাকে অপরদিকে দ্বিতীয় পক্ষের বক্তব্য এই যে, তাহার অস্থায়ী নিয়োগ ইং ১৯-২-৯৪ তারিখে বাতিল করা হয় এবং তিনি ব্যাংকের খাতক মেসার্স রব মিয়া কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি দ্বিতীয় পক্ষের কোন শ্রমিক নহেন বিধায় তাহার এই মোকদ্দমা ১৯৬৯ সনের সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারায় রক্ষণীয় নহে।

প্রথম পক্ষ মোঃ আব্দুল মান্নান পি, ডব্লিউ-১ হিসাবে তাহার মোকদ্দমার সমর্থনে সাক্ষ্য দিয়াছেন এবং দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক তাহাকে জেরা করা হইয়াছে। তাহার দাখিলী কাগজাদি যথাক্রমে-প্রদর্শনী-১, ২, ৩, ৩(ক) ও ৪ সিরিজ হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে।

অপরদিকে দ্বিতীয় পক্ষের মোকদ্দমার সমর্থনে নারায়ণগঞ্জ, টানবাজার শাখার প্রিন্সিপাল অফিসার জনাব মোঃ আব্দুর রশিদ কর্তৃক ডি, ডব্লিউ-১ হিসাবে সাক্ষ্য দেওয়া হইয়াছে এবং তাহাকে পিডাব্লিউ-১ কর্তৃক জেরা করা হইয়াছে। তাহার দাখিলী কাগজাদি যথাক্রমে প্রদর্শনী-ক, খ ও গ সিরিজ হিসাবে চিহ্নিত করা হইয়াছে। এক্ষণে দেখা যাইতেছে প্রথম পক্ষ কর্তৃক তাহার মোকদ্দমার সমর্থনে তাহার জবানবন্দিতে কি সাক্ষ্য দেওয়া হইয়াছে। তিনি তাহার জবানবন্দিতে সাক্ষ্যে বলেন যে, ইং ২৭-৫-৭৮ তারিখে প্রদর্শনী-১ মূলে দ্বিতীয় পক্ষের প্রতিষ্ঠানে গোডাউন কিপার পদে নিয়োগ প্রাপ্ত হন। তৎকাল হইতে অদ্যাবধি দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে এক নাগাড়ে কর্মরত আছেন। তিনি নিয়োগ প্রাপ্তির পরে সোহরাব মন্ত্রণালয়ের গোডাউনে ব্যাংকের নির্দেশে কয়েক মাস কাজ করেন। তারপর হইতে অদ্য পর্যন্ত

ব্যাংকের লেজার পোষ্টিং এর কাজ করেন। বর্তমানে তিনি অগ্রিম বিভাগে কর্মরত আছে। তাহার বেতন সর্বসাকুল্যে ৩০৭৫/- টাকা। তাহার মাসিক বেতন সরাসরি ১১১৬ নম্বর ব্যাংক হিসাবে দ্বিতীয় পক্ষ ব্যাংক কর্তৃক জমা করা হয়। তাহার ছুটি, বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধি, বোনাসে ইত্যাদি দ্বিতীয় পক্ষ ব্যাংক কর্তৃক দেওয়া হয়। কার্যে অনুপস্থিতির জন্য দ্বিতীয় পক্ষ প্রদর্শনী-২ মূলে তাহাকে ইং ১৬-১-৮৮ তারিখে নোটিশ জারী করেন। প্রদর্শনী-৩-৩(ক) মূলে তিনি রূপালী ব্যাংক অফিসার/কর্মচারী সমবায় সমিতি লিঃ এর একজন সদস্য। দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে শ্রম আইন ভিত্তিতে তিনি একজন স্থায়ী শ্রমিক হওয়া সত্ত্বেও ব্যাংক তাহাকে পদোন্নতির ব্যবস্থা করিতেছে না এবং প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের সুবিধাও দেওয়া হয় নাই। তিনি যে ব্যাংকের এ্যাডভান্স বিভাগে কাজ করে তাহা প্রদর্শনী-৩ সিরিজ হইতে প্রমান হইবে। প্রদর্শনী-৪ সিরিজ এর অরিজিনাল কল করা হইয়াছে। ব্যাংক কর্তৃক তাহাকে গোডাউন কিপার হিসাবে পরিচয় পত্র (identitycard) দেওয়া হইয়াছে। বিভিন্ন সময়ে তিনি ব্যাংকের নিকট প্রমোন্নতি ও প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের সুবিধা দাবী করিয়াছেন কিন্তু দেওয়া হয় নাই। ইং ১৯-২-৯৪ তারিখে দ্বিতীয় পক্ষ তাহার নিয়োগ বাতিল করিয়াছেন এবং তাহাকে নতুন করিয়া মেসার্স রব মিয়া চাকুরী দিয়াছেন ইহা সত্য নহে বলিয়া স্বাক্ষ্য দেন। তিনি আরও বলেন যে, নিয়োগকাল হইতে অদ্যাবধি ব্যাংকের অধীনে ও নিয়ন্ত্রণে গোডাউন কিপার হিসাবে কর্মরত আছেন। তাহাকে অন্যান্য স্থায়ী শ্রমিকের ন্যায় পদোন্নতির বিবেচনা ও প্রভিডেন্ড ফাণ্ডে সুবিধা প্রদানের নির্দেশ দিতে মর্জি হয়।

ইং ১৯-২-৯৪ তারিখে তাহার নিয়োগ পত্র বাতিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে উহা সত্য নহে বলিয়া তিনি জানান। স্বতঃস্ফূর্তভাবে তিনি বলেন যে, নিয়োগ বাতিলের কোন কাগজ পত্র অদ্যাবধি প্রাপ্ত হন নাই। ইং ১৯-২-৯৪ তারিখের নিয়োগ বাতিল পত্রের অনুলিপি প্রদর্শনী-কতে পরিদৃষ্ট স্বাক্ষর তাহার বলিয়া স্বীকার করেন নাই। মেসার্স রব মিয়া কর্তৃক ইং ১৯-২-৯৪ তারিখে দেয় নিয়োগ পত্র প্রদর্শনী-খতে পরিদৃষ্ট স্বাক্ষর তাহার নহে বলিয়া তিনি স্বাক্ষ্য দেন। তিনি আরও বলেন যে, মেসার্স রব মিয়াকে তিনি পক্ষ করেন নাই। তিনি আরও বলেন যে, তিনি ব্যাংকে কাজ করেন না। তিনি মেসার্স রব মিয়ার গোডাউনে গোডাউন কিপার হিসাবে কাজ করিয়া আসিতেছেন ইহা সত্য নহে। তিনি স্বতস্ফূর্তভাবে বলেন যে, তিনি ব্যাংকের গোডাউন কিপার হিসাবে ব্যাংকের মতে কাজ করেন। তিনি আরও বলেন ব্যাংকের মধ্যে কোন গোডাউন নাই।

অপরদিকে ডি, ডব্লিউ-১ তাহার জবানবন্দির স্বাক্ষ্যে বলেন যে, প্রথম পক্ষ অব্দুল মান্নান ইং ১৯-২-৯৪ তারিখে নারায়ণগঞ্জস্থ টানবাজারস্থ সালেহ বোডস্থ মেসার্স রব মিয়ার অধীনে তাহার দ্বারা নিযুক্ত হইয়া কাজ করিয়া আসিতেছেন এবং তিনি তাহার বেতন ভাতাদি বহন করিয়া আসিতেছেন। প্রথম পক্ষ মেসার্স রব মিয়ার গোডাউনে ব্যাংকের নিকট বন্ধক (হুকীকৃত) মালামাল গোডাউন কিপার হিসাবে দেখাশুনা করিয়া আসিতেছেন। মেসার্স রব মিয়া কর্তৃক ইস্যুকৃত নিয়োগ পত্র, প্রদর্শনী-খ। মেসার্স রব মিয়ার বরাবরে ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত মঞ্জুরী পত্রের শর্ত মোতাবেক প্রথম পক্ষকে নিয়োগ করা হয় এবং তাহার বেতন ভাতাদি ব্যাংক কর্তৃক উক্ত মেসার্স রবের হিসাব হইতে কর্তন করিয়া প্রথম পক্ষের নামীয় হিসাবে ভাউচারের মাধ্যমে জমা করা হয়। প্রথম পক্ষ চেক দিয়া টাকা উত্তোলন করেন। ইহা ২৩-১০-৯৩, ১৭-১-৯৬ এবং ১-৬-৯৪ তারিখের মঞ্জুরী পত্র প্রদর্শনী-গ সিরিজ। প্রথম পক্ষ গোডাউনে কাজ না থাকলে ব্যাংকের অভ্যন্তরে ক্যাশিং এর কাজ করিয়াছেন এবং অগ্রিম বিভাগে নিয়োজিত আছেন। এবং ভাউচার দিয়া পোষ্টিং দেওয়া ও ঋণ বিভাগে মাসিক, ত্রৈমাসিক ও বাৎসরিক বিবরণী তৈরী করিয়া থাকেন মর্মে সাজেশন দেওয়া হইলে তিনি উহা সত্য নহে বলিয়া স্বাক্ষ্য দেন। তিনি আরও বলেন ব্যাংক গোডাউন কিপার বা গোডাউন চৌকিদার নিয়োগ বা তাহাদের নিয়োগ বাতিলের ব্যাপারে ব্যবস্থাপনা পরিচালকের কোন ভূমিকা নাই।

তাঁহার দেয়া স্বাক্ষ্যে তিনি বলেন, গোডাউন কিপার ও গোডাউন চৌকিদার নিয়োগের ভূমিকা পার্টি বা খাতকের থাকে। গোডাউনে যে মালামাল থাকে তাহা ব্যাংকের কাছে বন্ধক থাকে। বা ঐ মালামাল ঋণের অর্থ পরিশোধ না করাতে ব্যাংকের দখলে থাকে। গোডাউনের চাবি ব্যাংকের নিকট রক্ষিত থাকে। খাতক কর্তৃক ঋণের টাকা সম্পূর্ন বা আংশিক জমা প্রদান করা হইলে ব্যাংক ডি ও (ডেলিভারী অর্ডার) ইস্যু করিয়া থাকেন। উক্ত ডি, ও সহ ব্যাংকের অফিসার পার্টি সহ গোডাউনে গিয়া উক্ত অফিসার পার্টির সম্মুখে তাহা খুলিয়া দেয় এবং ডি ওটি গোডাউন কিপারের নিকট হস্তান্তর করেন। গোডাউন কিপার ডি, ও মোতাবেক পার্টিকে মালামাল বুঝাইয়া দেয়। গোডাউন কিপারকে উদ্দেশ্য করিয়াই ডিও লেখা হয়। গোডাউনে একজন চৌকিদারও থাকে। তিনি দেখেন না যে, গোডাউন কিপার ব্যাংক হইতে গোডাউনের চাবি নিয়া গোডাউন খুলিয়া ডিও মোতাবেক পার্টিকে মালামাল সরবরাহ করিয়া পুনরায় গোডাউনে তালা মারিয়া চাবি ব্যাংকের অগ্রিম অফিসারের নিকট ফেরত দেন। মালামাল গোডাউন হইতে বন্ধীকৃত মালামাল হারাইয়া গেলে বা চুরি হইলে বা বিনা ডিওতে মালামাল ডেলিভারি দেওয়া হইলে সেক্ষেত্রে অগ্রিম অফিসার/গোডাউন কিপার দায়ী হয় এবং তালা ভাংগি চুরি হওয়ার ক্ষেত্রে চৌকিদারও দায়ী হইয়া থাকে। তিনি প্রথম পক্ষের চাহিদামত ফিরিস্তি যোগে যে সকল কাগজ দাখিল করা সম্ভব দাখিল করিয়াছেন যাহা সম্ভব নহে ফিরিস্তিতে উহা উল্লেখ করিয়াছেন। গোডাউন কিপারদের হাজিরা ও বেতন রেজিষ্টার ব্যাংক সংরক্ষণ করে না। কোন গোডাউন কিপারের গোডাউনে কোন কাজ না থাকিলে তিনি স্বেচ্ছায় ব্যাংকের অগ্রিম শাখার অফিসারের কাজে সহায়তা করেন এবং ব্যাংকের কাজ করেন। ভাউচার লেখা, ভাউচার পোষ্টিং দেওয়ার কাজও করেন প্রথম পক্ষ স্বেচ্ছায় ব্যাংকের অগ্রিম শাখার বিবরণী, ব্যালেন্সসীট কোন কোন সময় করিয়া থাকেন। সোহরাব মিয়াকে ইং ২৩-১০-৯৩ তারিখে সর্ব প্রথম ঋণ মঞ্জুর করা হয়। প্রদর্শনী-ক ও খ মামলার পরে প্রথম পক্ষকে ভয় দেখাইয়া তৈরী করা হইয়াছে মর্মে সাজেশন দেওয়া হইলে তিনি উহা সত্য নহে বলিয়া স্বাক্ষ্য দেন। সোহরাব মিয়াকে এই মোকদ্দমার স্বাক্ষী মানা হইয়াছে কিনা তাহার জানা নাই। প্রথম পক্ষ ১৯৭৮ সনের ২৭শে মে হইতে অদ্যাবধি একাধারে চাকুরী করিয়া ব্যাংকের অধীনে গোডাউন কিপার হিসাবে বিভিন্ন গোডাউনে কাজ করিয়া আসিতেছেন বা প্রথম পক্ষের ছুটি, বেতন ভাতাদি বোনাস ইত্যাদি ব্যাংক কর্তৃক সত্য গোপন করিয়া মিথ্যা স্বাক্ষ্য দেয় মর্মে সাজেশন দেওয়া হইলে তিনি উহা সত্য নহে বলিয়া স্বাক্ষ্য দেন। জেরার স্বাক্ষ্যে বলেন, তাহাকে যে খাতক কর্তৃক বেতন ভাতা, বোনাস বা ছুটি প্রদান করা হইয়া থাকে তাহার কোন প্রমান আদালতে দাখিল করেন নাই। তবে ঋণ মঞ্জুরীর কাগজ দাখিল করিয়াছেন, যাহা প্রদর্শনী-ঙ সিরিজ।

আমরা ডব্লিউ-১ ও পি ডব্লিউ-১ এর মৌখিক স্বাক্ষ্যাদি এবং দ্বিতীয় পক্ষ ব্যাংক কর্তৃক দাখিলী জবাবের বিবৃতি ও প্রদর্শনী-ক একত্রে বিবেচনা করিলে আমাদের নিকট ইহাই প্রতিয়মান হয় যে দ্বিতীয় পক্ষ ব্যাংক কর্তৃক ইহা স্বীকৃত হইয়াছে যে প্রথম পক্ষ ইং ২৭-৫-৭৮ তারিখ গোডাউন কিপার হিসাবে নিয়োগ প্রাপ্ত হইয়া ইং ১৯-২-৯৪ তারিখ একনাগাড়ে কাজ করিয়াছেন। প্রদর্শনী-২ হইতে দেখা যাইতেছে যে, তাহাকে ইং ৮-১১-৮৭ তারিখ হইতে ১২-১১-৮৭ তারিখ পর্যন্ত দ্বিতীয় পক্ষ ব্যাংক কর্তৃক প্রথম পক্ষের ছুটি মঞ্জুর করা হয়। ইহা ব্যতিরেকে কার্য্যে অনুপস্থিত থাকার জন্য দ্বিতীয় পক্ষ ব্যাংক কর্তৃক প্রথম পক্ষকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হয়। কাজেই, ইং ১৯-২-৯৪ তারিখ পর্যন্ত যে প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে একজন শ্রমিক হিসাবে একনাগাড়ে কর্মরত ছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। রেকর্ড দৃষ্টে দেখা যায় যে প্রথম পক্ষ কর্তৃক অত্র মোকদ্দমা দায়ের করা হইয়াছে ইং ১৩-২-৯৪ তারিখে।

এক্ষনে প্রশ্ন দেখা দিয়াছেন যে, প্রদর্শনী-ক এর প্রেক্ষিতে প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষ ব্যাংকের অধীনে নিয়ন্ত্রনে একজন গোডাউন কিপার না ব্যাংকের খাতক মেসার্স রব মিয়ার অধীনে ও নিয়ন্ত্রনে গুদাম রক্ষক হিসাবে নিয়োজিত আছেন। এই প্রসংগে নথি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রথম পক্ষ নিজেকে দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে অদ্যাবধি একজন শ্রমিক হিসাবে বা গোডাউন কিপার হিসাবে দাবী করিয়া অত্র মোকদ্দমা করিয়াছেন।

অপরদিকে, প্রদর্শনী-খটি এই মোকদ্দমা দায়েরের পরে ইং ১৯-২-৯৪ তারিখে দ্বিতীয় পক্ষ ব্যাংকের নারায়ণগঞ্জ টানবাজারস্থ শাখার ম্যানেজার কর্তৃক ইস্যু করা হইয়াছে। এবং উক্ত চিঠির উপর প্রথম পক্ষের স্বাক্ষর ও গ্রহণ করা হইয়াছে। আবার একইভাবে দেখা যায় যে ইং ১৯-২-৯৮ তারিখে ঐ একই তারিখে মেসার্স রব মিয়ার অধীনে কর্মরত দেখাইয়া একটি নিয়োগ পত্র প্রস্তুত করা হইয়াছে যাহাতে একই ব্যাংকের ব্যবস্থাপক কর্তৃক সাক্ষী হিসাবে স্বাক্ষর দেওয়া হইয়াছে। উক্ত নিয়োগ পত্রের সংশ্লিষ্ট শর্তাদি নিম্নে উদ্ধৃতি হইল :-

---

গুদাম রক্ষক হিসাবে নিয়োগ লাভের জন্য আপনার আবেদনের পরিপ্রেক্ষি নিম্ন বর্ণিত শর্তসাপেক্ষে আপনাকে গুদাম রক্ষক হিসাবে নিয়োগ করা হইল :

(১) আপনার এই নিয়োগ সম্পূর্নরুপে অস্থায়ী ভিত্তিতে প্রদত্ত এবং ৭২ (বাহাত্তর) ঘন্টার নোটিশে ছাটাইযোগ্য। প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কোন টারমিনেশন বেনিফিট (Terminaton Benbit) এই নিয়োগের বেলায় কার্য্যকর হবে না।

(২) রূপালী ব্যাংক লিঃ, টানবাজার শাখার, নারায়ণগঞ্জ এর নিকট প্লেজকৃত/ হাইপথিকেশনকৃত মালামালের নিরাপত্তা বিধানের জন্য আপনি দায়ী থাকবেন।

(৩) প্রচলিত নিয়ম অনুসারে মাসিক ভিত্তিতে প্রতি মাসের শেষ দিনে, আমাদের নির্দেশাধীনে রূপালী ব্যাংক লিঃ, টানবাজার শাখা, নারায়ণগঞ্জ আমাদের হিসাব ডেবিট করে আপনার বেতন প্রদান করবে। যার তহবিল আমাদের দ্বারা সরবরাহ করা হবে।

(৪) আপনার এই নিয়োগের একটি বিশেষ শর্ত এই যে, রূপালী ব্যাংক লিঃ, টানবাজার শাখার নিকট প্রদত্ত মর্গেজ/প্লেজ/হাইপথিকেশনকৃতকৃত গুদামের বিপরীতে প্রদত্ত ঋণ সমন্বয় হলে অথবা উক্ত গুদাম ব্যাংক কর্তৃক ছেড়ে দেওয়া হলে আপনার নিয়োগ স্বাভাবিকভাবেই বাতিল বলে গণ্য হবে। সেক্ষেত্রে আমাদের প্রতিষ্ঠানের অথবা ব্যাংককে আপনার চাকুরীর আত্মিকরণের (Absorbtion)—কোন দাবী আপনি করতে পারবেন না।

(৫) রূপালী ব্যাংক লিঃ, টানবাজার শাখা আমাদের পূর্ব অনুমোদন সাপেক্ষে আপনাকে ছুটি মঞ্জুর অথবা অন্য যে কোন সুবিধাদি প্রদান করতে হবে।

এই নিয়োগ পত্র আপনার নিকট গ্রহণযোগ্য হলে এর দ্বিতীয় কপিতে স্বাক্ষর প্রদান পূর্বক ফেরত দিন

এক্ষনে ডি, ডব্লিউ-১ এর দেওয়া জেরার বক্তব্যাদির আলোকে প্রদর্শনীক ও খ এর শর্তাদি বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে, ব্যাংকের বন্ধককৃত মালামাল ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত ডি ও এর ভিত্তিতে প্রথম পক্ষ গোডাউন হইতে ছাড় দেওয়া হইবে এবং কোন ঘাটতি ত্রুটির জন্য প্রথম পক্ষ ও আত্মিন অফিসার দায়ী থাকিবেন এবং গোডাউনের তালা চাবি একটি প্রথম পক্ষের হেফাজতে থাকিবে।

এই যদি অবস্থা হয় তাহলে প্রথম পক্ষের উপর দ্বিতীয় পক্ষ ব্যাংক ব্যতীত তাহার খাতক মেসার্স রব মিয়ার কোন নিয়ন্ত্রণ থাকার কথা নয়। কারন মেসার্স রব মিয়ার কথা মত প্রথম পক্ষ বন্ধককৃত মালামাল গোডাউন হইতে দিতে বাধ্য নহে। এমতাবস্থায়, স্বভাবিক-ভাবেই ইহা অনুধাবন যোগ্য যে প্রথম পক্ষের উপর ব্যাংকের খাতক মেসার্স রব মিয়ার কোন নিয়ন্ত্রণ ইং ১৯-২-৯৪ তারিখ হইতে সৃষ্ট নাই বরং প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের ব্যাংকের নিয়ন্ত্রনে গুদাম রক্ষক হিসাবে তাহার দায়িত্ব পালন করিয়া আসিতেছেন।

সর্বোপুরি, প্রদর্শনী-৪ সিরিজের ভিত্তিতেও দেখা যায়, যে ইং ৩০-৬-৯৬ তারিখেও প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষ ব্যাংকের নারায়ণগঞ্জ, টানবাজার শাখার কতিপয় হিসাবের সাপ্তাহিক হিসাব বিবরণী প্রস্তুত করা হইয়াছে। কাজেই, প্রদর্শনী-ক ও খ এর এই মোকদ্দমার দাবী সংশ্লিষ্ট কোন কার্যকারিতা নাই মর্মে আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেছি। এবং একই সংগে আমি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেছি যে, তাহার নিয়োগকাল ইং ২৭-৫-৭৮ তারিখ হইতে দ্বিতীয় পক্ষের ব্যাংকের অধীনে একনাগাড়ে স্থায়ী শ্রমিক পদে কাজ করিয়া আসিতেছেন। কাজেই, স্থায়ী শ্রমিকের ন্যায় সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা প্রাপ্যের জন্য তাহার অধিকার জন্মিয়াছে যাহা তিনি ১৯৬৯ সালের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারার বলবৎ করিতে পারেন। তবে শর্ত যে পদোন্নতির বিষয় সম্পূর্ন কর্তৃপক্ষের ইচ্ছাধীন এবং বিধি বিধানাবলীর বিষয়টি কোন শ্রমিক কর্তৃক কেহ পদোন্নতির (এজ এ ম্যাটার অব রাইট) দাবী উত্থাপন করিতে পারেন না বিধায় আমি এই বিষয়ে প্রথম পক্ষের দাবীটি বিবেচনা করিতে অপারগ।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেছি যে যেহেতু প্রদর্শনী-খ এ অত্র মোকদ্দমা প্রসংগে কোন প্রভাব নাই মর্মে উপরে বর্ণিত মতে সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হইয়াছে সেহেতু ব্যাংকের খাতক মেসার্স রব মিয়াকে পক্ষ করার কোন কারণ নাই। কাজেই, মোকদ্দমাটি পক্ষ দোষে বারিত নহে মর্মেও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাইতে পারে। এমতাবস্থায়, উপরে বর্ণিত পর্যবেক্ষণের প্রেক্ষিতে প্রথম পক্ষের দাবী আংশিক মঞ্জুর-যোগ্য মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহন করা যাইতে পারে। বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা করা যাইতে পারে এবং তাহারা ভিন্নমত ঘোষন করিয়া কোন লিখিত মতামত দাখিল করেন নাই। সুতরাং এইরূপ।

আদেশ

হইল যে, অত্র মোকদ্দমাটি দোতরফা শুনানীতে বিনাখরচায় আংশিক মঞ্জুর হইল। অদ্য হইতে ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে প্রথম পক্ষ ইং ২৭-৫-৭৮ তারিখ হইতে একজন স্থায়ী শ্রমিকের ন্যায় যাবতীয় সুযোগ সুবিধা প্রদান করিবার নিমিত্ত দ্বিতীয় পক্ষকে এতদ্বারা নির্দেশ প্রদান করা হইল।

অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হইল

(মোঃ আবদুর রাজ্জাক)
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

অভিযোগ মো: নং-৫৮/৯৪

মো: আবুল হাসেম (রানা)
পিতা-মো: মনর উদ্দীন
গ্রাম মৌচাক, পো: মৌচাক,
থানা কালিয়াকৈর, জিলা গাজীপুর—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) রুবা টেক্সটাইল মিলস লি:
পক্ষে-উহার ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
ঢাকা চেম্বার বিল্ডিং,
৬৫-৬৬, মতিঝিল বা/এ,
(৪র্থ তলা) ঢাকা।

(২) ব্যবস্থাপক
রুবা টেক্সটাইল মিলস লি:
মৌচাক, কালিয়াকৈর, গাজীপুর—দ্বিতীয় পক্ষ।

আদেশের কপি

আদেশ নং-৪১ তারিখ-২১-১০-৯৮

মামলাটি আরও শুনানীর জন্য ধার্য আছে। প্রথমপক্ষ অনুপস্থিত। তাহার বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব আব্দুল কদ্দুস আদালতে উপস্থিত আছেন। তিনি জানান মামলাটি পরিচালনার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ নাই। দ্বিতীয় পক্ষ অনুপস্থিত। মালিক পক্ষে সদস্য জনাব রাশেদ আহমেদ এবং শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব ওয়াজেদুল ইসলাম খান উপস্থিত আছেন। নথি দেখিলাম। নথি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রথম পক্ষ গত ৭-৬-৯৮, ২২-৭-৯৮ এবং ১৪-৯-৯৮ তারিখ অনুপস্থিত ছিলেন। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। কাজেই মামলাটি খারিজ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। সদস্যগণ একমত পোষণ করেন এবং আদেশ নামায় স্বাক্ষর দিয়াছেন। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতি জনিত কারণে খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হইল।

মো: আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,

আই, আর, ও, মামলা নং-৭২/৯৪

মো: হারুন-অর-রশিদ, গুদাম রক্ষক,
রূপালী ব্যাংক লিঃ,
প্রযত্নে-মেসার্স জামালপুর লেদার ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ,
জামালপুর—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) উপ-মহা ব্যবস্থাপক,
রূপালী ব্যাংক লিঃ,
৩৪ দিলকুশা বা/এ,
ঢাকা-১০০০।

(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
রূপালী ব্যাংক লিঃ,
৩৪ দিলকুশা বা/এ,
ঢাকা-১০০০—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ৩৪ তারিখ-৮-১১-৯৮

মামলাটি আদেশের জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত এবং কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। দ্বিতীয় পক্ষের আইনজীবী হাজিরা দিয়াছেন। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব রশিদ আহামেদ ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব ওয়াজেদুল ইসলাম খান উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইলে নথিদৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রথমপক্ষ গত ১৪-৭-৯৮, ৯-৯-৯৮, ৩০-৯-৯৮ এবং ৪-১১-৯৮ তারিখ অনুপস্থিত ছিলেন। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। কাজেই, মামলাটি খারিজ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। সদস্যগণ একমত পোষণ করেন এবং আদেশ নামায় স্বাক্ষর দিয়াছেন। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে, মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতি জনিত কারণে খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মো: আব্দুল মান্নান
চেয়ারম্যান,

আই, আর, ও, মামলা নং-৭৩/৯৪

মোঃ সরওয়ার হোসেন,
গোডাউন কিপার,
রূপালী ব্যাংক লিঃ,
প্রযত্নে-মেসার্স মুন লাইট সিল্ক মিলস লিঃ,
১২৮, মতিঝিল বা/এ, মালেক ম্যানশন,
২য় তলা, ঢাকা—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
রূপালী ব্যাংক লিঃ,
৩৪, দিলকুশা বা/এ,
ঢাকা।

(২) উপ-মহাব্যবস্থাপক,
রূপালী ব্যাংক লিঃ,
লোকাল অফিস,
৩৪, দিলকুশা বা/এ,
ঢাকা—দ্বিতীয়—পক্ষগণ।

উপস্থিত—মোঃ আবদুর রাজ্জাক, (জেলা ও দায়রা জজ), চেয়ারম্যান।
জনাব রশিদ আহাম্মেদ, (মালিক পক্ষ), সদস্য।
জনাব ওয়াহেদুল ইসলাম খান, (শ্রমিক পক্ষ), সদস্য।

রায়ের তারিখঃ-২৬/১০/৯৮

রায়

ইহা ১৯৬৯ সালের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারায় আনিত একটি মোকদ্দমা।

সংক্ষেপে প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, তিনি ইং ১২-৮-৮৪ তারিখ হইতে ২নং ২য় পক্ষ কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত হইয়া দ্বিতীয় পক্ষগণের অধীনে গুদাম রক্ষক হিসাবে চাকুরী করিয়া আসিতেছেন। তাহার মাসিক সর্ব সাকুল্যে ২,৮৩৫/= টাকা ও ১৬/=টাকা হারে দুপুরের খাওয়া বাবদ পাইয়া আসিতেছেন। তিনি দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে একজন স্থায়ী শ্রমিক এবং তাহার চাকুরীর খতিয়ান খুব সন্তোষজনক। ২ নম্বর ২য় পক্ষ তাহাকে অন্যান্য স্থায়ী শ্রমিকের ন্যায় ক্যেজুয়াল ছুটি, অনুস্থতাজনিত ছুটি, বাৎসরিক ছুটি বাৎসরিক ইনক্রিমেন্ট, বোনাস ইত্যাদি প্রদান করেন। এবং তাহার বেতন ও অন্যান্য পাওনা সরাসরি ব্যাংকে তাহার নামের হিসাবে কর্মচারী হিসাব নং-১১১৫২ এ জমা করেন যেমন অন্যান্য স্থায়ী শ্রমিকদের বেতন ভাতাদিও জমা করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহাকে পদোন্নতি ও প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয় নাই। তিনি উক্ত সুবিধাদি প্রাপ্তির লক্ষ্যে দ্বিতীয় পক্ষের নিকট বার বার অনুরোধ করেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। কাজেই, তিনি তাহার কাজ ইং ১২-৮-৮৪ তারিখ হইতে স্থায়ী শ্রমিকের ন্যায় সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা প্রদান করার জন্য দ্বিতীয় পক্ষকে নির্দেশ প্রদান করার আবেদন এই মোকদ্দমা করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

অপরদিকে দ্বিতীয় পক্ষ প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও উপ-মহাব্যবস্থাপক এর স্বাক্ষরে দাখিলী লিখিত জবাবের ভিত্তিতে এই মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হইয়াছে। সাধারণ অস্বীকৃতি জ্ঞাপন পূর্বক এই মর্মে ব্যক্ত করা হইয়াছে যে প্রথম পক্ষের মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারায় রক্ষণীয় নহে।

দ্বিতীয় পক্ষের মোকদ্দমা সংক্ষিপ্তাকারে এই যে, প্রথম পক্ষ সম্পূর্ণ ওয়ার্কচার্জ ভিত্তিতে কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে ব্যাংকের খাতকের হিসাবে মেসার্স মুন লাইট সিল্ক মিলস লিঃ, ১২৮, মতিঝিল বা/এ, ঢাকার এক গোডাউনে গোডাউন কিপার হিসাবে নিয়োগ দেওয়া হয়। প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষ ব্যাংকের কোন শ্রমিক নহেন। ব্যাংকের নিজস্ব মাত্র ৮টি গোডাউন রহিয়াছে এবং ব্যাংকের বাজেটে বরাদ্দে উক্ত গোডাউন কিপার ও গোডাউন চৌকিদারের বেতন ভাতাদি অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে এবং স্থায়ী গোডাউন কিপারদের ঐ পদের বিপরীতে হেড অফিস কর্তৃক নিয়োগ দেওয়া হইয়া থাকে। অপরদিকে প্রথম পক্ষের বেতন ভাতাদি খাতকের হিসাব হইতে খাতক কর্তৃক বহন করা হয়। যেহেতু প্রথম পক্ষ তাহার চাকুরীর শর্তানুসারে ওয়ার্কচার্জ শ্রমিক। কাজেই, তাহার এই মোকদ্দমা ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারার আওতায় রক্ষণীয় নহে বিধায় খরচাসহ খারিজ যোগ্য।

বিচার্য বিষয়

(১) প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারায় রক্ষণীয় কিনা।

(২) প্রথম পক্ষ তাহার নিয়োগকাল হইতে তাহার দাবী মতে স্থায়ী শ্রমিকের ন্যায় পদোন্নতী ও প্রভিডেন্ট ফান্ডের যাবতীয় সকল সুযোগ সুবিধাদি পাইবার হকদার কিনা।

পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত

বিচার্য বিষয় নম্বর-১ ও ২ :

সংক্ষিপ্তকরণ ও আলোচনার সুবিধার্থে উভয় বিচার্য বিষয় দুইটি একত্রে গৃহীত হইল, প্রথম পক্ষ মো: সাবোয়ার হোসেন তাহার মোকদ্দমার সমর্থনে পি, ডব্লিউ-১ হিসাবে সাক্ষ্য দিয়াছেন এবং দ্বিতীয় পক্ষ ব্যাংক কর্তৃক তাহাকে জেরা করা হইয়াছে। তাহার দাখিলী কাগজাদি যথাক্রমে-নিয়োগ পত্রের কপি, প্রদর্শনী-১, তাহার বেতন সংক্রান্ত কর্মচারী হিসাব নম্বর-১১১৫২ এর ভাউচারাদি, প্রদর্শনী-২ সিরিজ, দ্বিতীয় পক্ষ ব্যাংক কর্তৃক তাহার উপর ইস্যুকৃত নোটিশ, প্রদর্শনী-৩ সিরিজ, বেতন বন্ধিতকরণ সম্পর্কে নির্ধারিত কাগজ, প্রদর্শনী-৪ হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে।

অপরদিকে দ্বিতীয় পক্ষ জবাবের সমর্থনে কর্পোরেট ব্যাংকের স্থানীয় কার্যালয়ের সিনিয়র অফিসার জনাব মো: ওসমান গনি কর্তৃক ডি, ডব্লিউ-১ হিসাবে সাক্ষ্য দেওয়া হইয়াছে এবং তাহাকে জেরা করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পক্ষে দাখিলী কাগজাদি যথাক্রমে-প্রথম পক্ষের নিয়োগের আবেদন প্রদর্শনী-ক, নিয়োগ পত্র, প্রদর্শনী-খ, ব্যাংকের খাতক মেসার্স মুন লাইট সিল্ক মিলস লিঃ এর হিসাব হইতে প্রথম পক্ষের বেতন বাবদ ডেবিট সংক্রান্ত বিবরণী (যাহা ১-৯-৮৪ তারিখ হইতে ২৬-১২-৮৪ তারিখ পর্যন্ত) প্রদর্শনী-গ সিরিজ হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে।

পি, ডব্লিউ-১৩এর জবানবন্দি, জেরার সাক্ষ্য এবং উভয় পক্ষের দাখিলী কাগজাদির ভিত্তিতে ইহা স্বীকৃত যে, প্রথম পক্ষ ইং ১২-৮-৮৪ তারিখে দ্বিতীয় পক্ষ ব্যাংক কর্তৃক ওয়ার্কচার্জ ভিত্তিতে মেসার্স ব্লু নাইট মিল্ক ফিলস লি: এর গোডাউনে গোডাউন কিপার হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হইয়াছেন এবং অদ্যাবধি কাজ করিয়া আসিতেছেন। এখন প্রশ্ন দেখা দিয়েছে যে, প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের ব্যাংকের স্থায়ী শ্রমিক না তিনি খাতকের কর্মচারী। ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনে ওয়ার্কচার্জ ভিত্তিতে নিয়োগ বিষয় উল্লেখ নাই। যেহেতু প্রদর্শনী-১ এর ভিত্তিতে গোডাউন কিপার পদে প্রথম পক্ষ নিয়োগ প্রাপ্ত হন এবং তাহার বেতনভাতা, ছুটি ইত্যাদি দ্বিতীয় পক্ষ ব্যাংক কর্তৃক মঞ্জুর করা হইয়া থাকে এবং অদ্যাবধিও তিনি তাহার নিয়োগকৃত কর্মে নিয়োজিত রহিয়াছেন। কাজেই, প্রথম পক্ষ যে দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের (৪) ধারায় বিধান মতে একজন স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে গণ্যযোগ্য ইহাতে কোন দ্বিমত থাকার অবকাশ নাই। ইহা ব্যতিরেকে প্রথম যদি তর্কের স্থলে দ্বিতীয় পক্ষ ব্যাংকের খাতকের নিয়ন্ত্রণাধীন শ্রমিক হইয়া থাকে তৎক্ষেত্রে ব্যাংকের বন্ধককৃত মালামালের খাতকের নির্দেশ মোতাবেকই ব্যাংক হইতে বাহির করিয়া দেওয়ার কথা এবং গুদামের তালাচাবিও খাতকের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকার কথা। কিন্তু বাস্তবতঃ খাতকের পক্ষে প্রথম পক্ষের উপর এইরূপ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নহে। পক্ষান্তরে, ব্যাংকের পক্ষে প্রথম পক্ষের উপর এইরূপ নিয়ন্ত্রণ রাখা ব্যাংকের স্বার্থে প্রয়োজন। কাজেই, প্রথম পক্ষ কোন অবস্থায়ই খাতকের কর্মচারী নহেন বরং দ্বিতীয় পক্ষ ব্যাংকেরই অধীনে একজন স্থায়ী শ্রমিক। বিধি বিধানের আলোকে পদোন্নতির বিষয়টি দ্বিতীয় পক্ষের ইচ্ছাধীন বিষয়। ইহা প্রথম পক্ষ অধিকার হিসাবে দাবী করিতে পারেন না। তবে স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে অন্যান্য শ্রমিকের ন্যায় অন্যান্য অপরাপর সুযোগ সুবিধাদি প্রাপ্তিতে আইনগত কোন প্রতিবন্ধকতা নাই। অতএব, প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারার আওতায় রক্ষণীয় এবং তিনি পদোন্নতির দাবী ব্যতিরেকে অন্যান্য দাবীর প্রাপ্তিতে হকদার রহিয়াছেন মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইল। বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে এবং তাঁহারা ভিন্নমত পোষণ করিয়া লিখিত কোন মতামত দেন নাই। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে-অত্র মোকদ্দমাটি দোতরফা সূত্রে বিনাখরচায় আংশিক মঞ্জুর হইল। অদ্য হইতে ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে প্রথম পক্ষকে ইং ১২-৮-৮৪ তারিখ হইতে একজন স্থায়ী শ্রমিকের ন্যায় যাবতীয় সুযোগ সুবিধা প্রদান করিবার নিমিত্তে দ্বিতীয় পক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হইল।

অত্র রায়ের তিনটি কপি মন্ত্রণালয়ের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মো: আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,

অভিযোগ মামলা নং-২৫/৯৮

মোঃ মোশাররফ হোসেন,
৬/৩ এফ ব্লক, আজিজ মহল্লা,
দুদু মিয়ার বাড়ী, মোহাম্মদপুর,
ঢাকা—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) উপ মহাব্যবস্থাপক,
রূপালী ব্যাংক লিঃ,
আঞ্চলিক কার্যালয়,
৩৪, দিলকুশা বা/এ,
ঢাকা।

(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
রূপালী ব্যাংক লিঃ,
প্রধান কার্যালয়,
৩৪, দিলকুশা বা/এ,
ঢাকা—দ্বিতীয় পক্ষদ্বয়।

আদেশের কপি

আদেশ নং-৩০ তারিখ-৫-১০-৯৮ ইং

মামলাটি কারন দর্শাইবার জন্য ধার্য্য আছে। প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত এবং কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবি হাজিরা দিয়াছেন। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব রশিদ আহম্মদ ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব ওয়াহেদুল ইসলাম খান উপস্থিত আছেন। তাঁহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। নথি দেখিলাম। নথিদৃষ্টে দেখা যায় যে, গত ৩০-৮-৯৮ তারিখে প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত থাকায় কারন দর্শানোর জন্য আদেশ দেওয়া হইয়াছিল। ইহাতে প্রতিয়মান হয় যে, প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। কাজেই, মামলাটি খারিজ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। সদস্যগন একমত পোষন করেন এবং আদেশ নামায় স্বাক্ষর দিয়াছেন। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে-মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতিজনিত কারনে খারিজ করিয়া দেওয়া হইল।

অত্র আদেশের তিন কপি সরকার বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

স্বাঃ-
মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান

মজুরী পরিশোধ মামলা নং ৩৯/৯৫

শাকিরা আক্তার
কার্ড নং-২২৩
খিলগাঁও আনসার কোয়ার্টার
বাড়ী নং-২৩৯ সি, ঢাকা—দরখাস্তকারী

বনাম

(১) জনাব শফিকুর রহমান
চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক
কে বার্ট ক্যাপসন লিঃ
৪৮৪ ডি, আই, টি, রোড
মালিবাগ, থানা-মতিঝিল, ঢাকা।

(২) জনাব সেলাকেত প্রডাকশন ম্যানেজার
কে বার্ট ক্যাপসন লিঃ
৪৮৪ ডি, আই, টি, রোড
মালিবাগ, থানা-মতিঝিল, ঢাকা—প্রতিপক্ষ।

আদেশ কপি

দরখাস্তকারিনী শাকীরা আক্তার কর্তৃক ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনে অনুরোধ সহ দাখিল করা হইয়াছে। তাহার দরখাস্তের ভাষ্য মোতাবেক তিনি প্রতিপক্ষগণের ফ্যাক্টরীতে ইং ১৬-৪-৯৪ হইতে মাসিক ১১৫০- টাকা বেতনে অপারেটর হিসাবে কাজ করিয়া আসিতেছেন। বিগত ১৩-৯-৯৫ তারিখে আগষ্ট/৯৮ মাসের ওভার-টাইম পাওনা দাবী করিলে ২নং প্রতিপক্ষ তাহাকে রিজাইন লেটার দেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করেন এবং পাওনা না দিয়া গালিগালাজ করিয়া ফ্যাক্টরী হইতে বাহির করিয়া দেয়। ইং ২১-৯-৯৫ তাং তিনি তাহার পাওনা পরিশোধ পূর্বক কাজে যোগদান করিবার অনুমতি চাহিয়া ১নং প্রতিপক্ষের বরাবরে এডিসহ রেজিষ্টি ডাক যোগে একটি অনুরোধ পত্র প্রেরণ করেন। (ক) তিনি আগষ্ট/৯৫ ও সেপ্টেম্বর/৯৫ বেতন বাবদ ১৭৭৫/-টাকা (খ) আগষ্ট/৯৫ ও সেপ্টে/৯৫ ১৩ দিনের ওভারটাইম পাওনা ৪০০, টারমিনেশন বেনীফিট ৪ মাসের বেতনসহ এবং ক্ষতিপূরণ বাবদ ১ বৎসরের বেশী কাজ করার জন্য ১ মাসের বেতন ১০৮৫০/-টাকা এবং মামলার খরচ দাবী করিয়া প্রতিপক্ষগণের প্রতি নির্দেশদানের প্রার্থনা অত্র মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছেন।

বিচার্য বিষয়

(১) বাদীনী দাবীকৃত অর্থের হকদার কিনা-

পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত

দরখাস্তকারীনী তাহার দরখাস্তে উল্লেখিত ১০৮৫০ টাকা প্রাপ্য দাবীর সমর্থনে পি, ডব্লিউ ১ হিসাবে সাক্ষ্য দিয়াছেন এবং তাহার দাখিলী কাগজপত্র এবং অনুরোধ পত্র ডাক-রশিদ প্রদর্শনী ১ সিরিজ হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে। এই সকল কাগজ-পত্রাদি পর্যালোচনা

দেখা যায় যে তাহার দাবী সঠিক এবং তিনি তাহার প্রাপ্য ১০,৮৫০ টাকা প্রতিপক্ষগণের নিকট হইতে পাইতে হকদার রহিয়াছেন। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে, অত্র মোকদ্দমাটি এক তরফা শুনানীতে প্রতিপক্ষগণের বিরুদ্ধে বিনা খরচায় মঞ্জুর হইল।

১৯৩৭ সনের মজুরী পরিশোধ বিধি মালার ২২ (১) এর বিধান মোতাবেক দরখাস্ত-কারিনী তাহার প্রাপ্য মজুরী বাবদ ১০,৮৫০ টাকা অদ্য হইতে ৬০ দিনের মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে দরখাস্তকারীর অনুকূলে জমা দানের নিমিত্তে প্রতিপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া গেল। অন্যথায় দরখাস্তকারিনী উক্ত অর্থ ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫ (৫) ধারার বিধান মোতাবেক প্রতিপক্ষের নিকট হইতে আদায় করিতে পারিবেন।

অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

স্বাঃ/—
মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,

মজুরী পরিশোধ মামলা নং ৪১/৯৫

ফিরোজা বেগম
কার্ড নং-১১৭
বিএসটিআই অফিসার্স কোয়ার্টার
বাড়ী নং-১৬৯ সি, ঢাকা।—দরখাস্তকারী।

— বনাম —

১। জনাব শফিকুর রহমান
চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক
কে মার্ট ফ্যাশনস লিঃ
৪৮৪, ডি, আই, টি, রোড
মালিবাগ,
থানা-মতিঝিল, ঢাকা।

২। জনাব বেলায়েত
প্রডাকশন ম্যানেজার
কে মার্ট ফ্যাশনস লিঃ
৪৮৪ ডি, আই, টি, রোড
মালিবাগ, থানা-মতিঝিল, ঢাকা।—প্রতিপক্ষ।

আদেশের কপি

বাদীনী ফিরোজা বেগম কর্তৃক মজুরী পরিশোধ আইনে ১৫(২) ধারায় প্রতিপক্ষগনের বিরুদ্ধে আনীত হইয়াছে অত্র মোকদ্দমাটি। তাহার দরখাস্তের ভাষ্য মোতাবেক প্রতিপক্ষগনের ফ্যাক্টরীতে ২২-২-৯৫ তারিখ হইতে অপারেটর হিসাবে কাজ করিয়া আসিতেছিলেন। দরখাস্তকারিনী কর্তৃক ১৩-৯-৯৫ বিগত আগষ্ট মাসের টাকা ওভারটাইম পাওনা ২নং প্রতিপক্ষের নিকট চাওয়া হইলে তাহাকে রিজাইন লেটার দেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করা হয় এবং গালিগালাজ করিয়া পাওনা না দিয়া ফ্যাক্টরী হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হয় তিনি তাহার পাওনা পরিশোধ পূর্বক কাজে যোগদান করিবার অনুমতি চাহিয়া ২১-৯-৯৫ তারিখে এডিসহ দরখাস্ত করেন এবং ইহাতে কোন ফল না হওয়ায় তিনি আগষ্ট/৯৫ ও সেপ্টেঃ/৯৫ এর ১৩ দিনের বেতন ১৭০০ টাকা এবং ৩,৪০০/- টাকা টারমিনেশন বেনিফিট ৪ মাসের বেতনের সমান ৪,৬০০/- টাকা এবং ক্ষতি পূরন বাবদ ৩,৪৫০/- টাকা একুনে ১৩১৫০/- টাকা দাবীতে প্রতিপক্ষগণের বিরুদ্ধে এই মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছেন।

বিচার্য বিষয়

(১) দরখাস্তকারীনী এই মোকদ্দমায় কোন প্রতিকার পাইতে পারেন কিনা ?

পর্যালোচনা সিদ্ধান্ত

দরখাস্তকারীনী তাহার অনুযোগ পত্র ও পোষ্টাল রশিদ প্রদর্শনী ১ সিরিজ হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে। পি, ডব্লিউ ১ এর প্রদত্ত সাক্ষ্য এবং দাখিলি কাগজাদির ভিত্তিতে আমি এই সিদ্ধান্ত উপনীত হইতে বাধ্য হইয়াছি যে, দরখাস্তকারিনীর দাবী যথার্থ হইয়াছে। কাজেই তিনি তাহার দাবী মোতাবেক প্রতিপক্ষের নিকট হইতে ১৩,১৫০/- টাকা পাইতে হকদার রহিয়াছে। সুতরাং এইরূপ-

আদেশ

হইল যে, অত্র মোকদ্দমা একতরফা শুনানীতে প্রতিপক্ষে বিরুদ্ধে বিনা খরচায় মঞ্জুর হইল।

১৯৩৭ সনের মজুরী পরিশোধ বিধিমালার ২২(১) এর বিধান মতে দরখাস্তকারিনী তাহার প্রাপ্য মজুরী বাবদ ১৩১৫০/- টাকা অদ্য হইতে ৬০ দিনের মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে দরখাস্তকারিনীর অনুকূলে জমা দানের নিমিত্ত প্রতিপক্ষগনকে নির্দেশ দেওয়া গেল। অন্যথায় দরখাস্তকারিনী উক্ত অর্থ ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫(৫) ধারার বিধান মোতাবেক প্রতিপক্ষের নিকট হইতে আদায় করিতে পারিবে।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের প্রেরন করা হউক।

স্বা/
(মোঃ আবদুর রাজ্জাক)
চেয়ারম্যান।

ফৌজদারী মোকদ্দমা নং-৪৯/১৯৯৫

যো: নুরুজ্জামান
প্রযত্নে- আব্দুর রউফ

বাসা নং-৫৮৫, রোড নং ৫, সেকশন—৭
মিরপুর, ঢাকা-১২১৬। —বাদী।

বনাম

(১) মো: ইকবাল হোসেন,
ব্যবস্থপনা পরিচালক,
এক্সপো ড্রেস লি:,
১/সি নিউ বেলী রোড
থানা-রমনা, ঢাকা-১০০০।

(২) মো: তৈফুর রহমান,
জেনারেল ম্যানেজার,
এক্সপো ড্রেস লি:,
হোল্ডিং নং-১/এ, (দোতলা),
সেকশন ৭, থানা-পল্লবী,
মিরপুর, ঢাকা-১২১৬।

বর্তমান ঠিকানা:-

চৌধুরী বাড়ী, গ্রাম-নারায়ন হাট,
পো: নারায়নহাট, থানা-ফটিকছড়ি,
জেলা-চট্টগ্রাম।—আসামীগন।

উপস্থিত:- মো: আব্দুর রাজ্জাক, (জেলা দায়রা জজ), চেয়ারম্যান।
জনাব রশিদ আহামদ, (মালিক পক্ষ), সদস্য।
জনাব ওয়াজেদুল ইসলাম খান, (শ্রমিক পক্ষ), সদস্য।

রায়ের তারিখ:- ২৩/১১/৯৮

রায়

ইহা ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৫৪ ও ৫৫ ধারার বিধান মতে আসামীগনের উপর শাস্তির আবেদনে আনীত একটি মোকদ্দমা।

নালিশকারীর মোকদ্দমা সংক্ষিপ্তকারে এই যে, আসামীগন কর্তৃক নালিশকারীকে তাহার স্থায়ী শ্রমিকের পদে বে-আইনীভাবে কাজ করা হইতে বিরত রাখায় তিনি আসামীগনের বিরুদ্ধে অত্রাদালতে আই,আর,ও, মোকদ্দমা নং-৪০/৯৫ দায়ের করেন। উক্ত মোকদ্দমাতে ইং ২১-৮-৯৫ তারিখে প্রদত্ত একতরফা রায় মোতাবেক তাহাকে বকেয়া মজুরী প্রদান সহ চাকুরীতে যোগদান করিতে দেওয়ার নিমিত্ত ২য় পক্ষ আসামীগনের উপর নির্দেশ প্রদান করা হয়। রায় অনুযায়ী ইং ২৩-৮-৯৫ তারিখে আসামীগনের নিকট যোগদান চাহিলে তাহারা

তাহাকে কাজ দেন নাই। তিনি ইং ২৬-৮-৯৫ তারিখে রেজিষ্ট্রার্ড ডাকযোগে আসামীগনের নিকট কাজে যোগদান পত্র প্রেরন করেন। ইহার পর ইং ৫-১০-৯৫ তারিখে রেজিষ্ট্রার্ড ডাকযোগে তিনি পুনরায় আর একটি যোগদান পত্র প্রেরন করেন। কিন্তু আসামীগন কর্তৃক রায় তামিল করা হয় নাই বিধায় তিনি আসামীগনের বিরুদ্ধে শাস্তি আরোপের প্রার্থনায় এই মোকদ্দমা আনয়ন করেন।

অত্রাদালত হইতে আসামী-মো: ইকবাল হোসেন, এক্সপো ড্রেস লিমিটেড এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং মো: তৈমুর রহমান, জেনারেল ম্যানেজার এর বিরুদ্ধে প্রসেস ইস্যু করা হইলে ১নং আসামী আদালতে আত্ম সমর্পন করত: ইং ২০-৭-৯৬ তারিখে জামিন গ্রহন করেন। অপরদিকে ২নং আসামীর বিরুদ্ধে ক্রোক-হুলিয়া-জারী করিয়া এবং খবরের কাগজে বিজ্ঞপ্তি দিয়াও আদালতে উপস্থিত করানো সম্ভব হয়নি। অত:পর ইং ৫-১-৯৮ তারিখে উভয় আসামী অনুপস্থিত ও পলাতক থাকায় তাহাদের অনুপস্থিতিতে ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৫৪ ও ৫৫ ধারায় অভিযোগ গঠন করা হয়। নালিশকারী কর্তৃক অভিযোগ সমর্থনে পি, ডব্লিউ-১ হিসাবে স্বাক্ষ্য দেওয়া হইয়াছে এবং তাহার দাখিলী কাগজাদি যথাক্রমে প্রদর্শনী-১, ২ ও ৩ হিসাবে চিহ্নিত করা হইয়াছে। এহেন পরিস্থিতিতে স্বাক্ষ্য বিশ্লেষন ও সিদ্ধান্তের নিমিত্ত নিম্নবর্ণিত বিচার্য বিষয় নির্ধারিন করা হইল।

বিচার্য বিষয়

(১) আসামীদ্বয় ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৫৪ ও ৫৫ ধারায় কোন অপরাধ সংঘটন করিয়াছে কিনা ?

(২) আসামীগন পরস্পর দোষী সাব্যস্ত হইলে তাহাদের কে কি প্রকার শাস্তি পাইতে পারে ?

বিশ্লেষন ও সিদ্ধান্ত

উভয় বিচার্য বিষয় সংক্ষিপ্তকরন ও আলোচনার সুবিধার্থে একত্রে গৃহীত হইল। নালিশকারী কর্তৃক পি, ডব্লিউ-১ হিসাবে তাহার নালিশের দরখাস্ত সমর্থনে যে সাক্ষ্য দেওয়া হইয়াছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল:-

আমি এই মোকদ্দমার বাদী। আসামীগনের অধীনে চাকুরীরত অবস্থায় আমার কাজ বন্ধ করিয়া দেওয়ায় আমি আই, আর, ও মোকদ্দমা নং-৪০/৯৫ দায়ের করি। ইহা উক্ত মোকদ্দমার আরজির কপি প্রদর্শনী-১। এই মোকদ্দমার শুনানী অন্তে ইং ২১-৮-৯৫ তারিখে প্রদত্ত আদালতের রায় মোতাবেক আমাকে উক্ত তারিখ হইতে ৪৫ দিনের মধ্যে বকেয়া মজুরী প্রদান সহ কাজে যোগদানে গ্রহনের জন্য দ্বিতীয় পক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হয়। ইহা উক্ত রায়ের সত্যায়িত কপি। প্রদর্শনী-২। এই রায় পাওয়ার পরে আমি রায়ের কপি সহ আসামীর নিকট যাইয়া রায় বাস্তবায়নের জন্য। কিন্তু রায় বাস্তবায়ন না করায় আমি ইং ২৬-৮-৯৫ তারিখে লিখিতভাবে রায় বাস্তবায়নের জন্য লিখিতভাবে আবেদন করি। ইহা উক্ত আবেদনের অনুলিপি। প্রদর্শনী-৩। আসামীগন কর্তৃক অত্রাদালতের ইং ২১-৮-৯৫ তারিখের রায় তামিল না করায় তাহারা ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৫৪/৫৫ ধারার শাস্তিযোগ্য অপরাধ করিয়াছে। আমি আসামীদের শাস্তি প্রার্থনা করি।"

উপরে উদ্ধৃত সাক্ষ্যের আলোকে দেখা যায় যে, অত্রাদালতের আই, আর, ও, মোকদ্দমা নং-৪০/৯৫ এর আরজি মোতাবেক এক্সপো ড্রেস লিঃ পক্ষে উহার ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও উহার জেনারেল ম্যানেজার কে পক্ষ করা হইয়াছে। অর্থাৎ অত্র মোকদ্দমার আসামীগনই যে, ঐ মোকদ্দমাতে পদের ভিত্তিতে পক্ষ ছিলেন ইহা সুস্পষ্ট। ১নং আসামী আদালতে আত্ম সমর্পন করিয়া চার্জ শুনানীর কাল হইতে অনুপস্থিত। প্রদর্শনী-২ হইতে প্রতিয়মান হয় যে, উক্ত মোকদ্দমা ইং ২১-৮-৯৫ তারিখে একতরফা শুনানীতে গৃহীত হয় এবং বকেয়া মজুরীসহ নালিশকারীকে ৪৫ দিনের মধ্যে কাজে যোগদান করিতে দেওয়ার জন্য দ্বিতীয় পক্ষ আসামীগণের উপর অত্রাদালত কর্তৃক নির্দেশ দেওয়া হয়। অত্রাদালতের উক্ত নির্দেশ না মানার কারণেই অত্র মোকদ্দমার উদ্ভব হইয়াছে। প্রদর্শনী-৩ হইতে দেখা যায় যে, নালিশকারী কর্তৃক ইং ২৬-৮-৯৫ তারিখে ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নিকট বকেয়া মজুরী-সহ কাজে যোগদান দিবার জন্য লিখিত আবেদন করা হয়।

আসামীদের এহেন পরিস্থিতিতে ইহা উল্লেখ করা যায় যে, ১নং আসামী অত্র মোকদ্দমাতে আদালত হইতে জামিন লওয়ার পর আর অভিযোগ গঠন বা সাক্ষ্য গ্রহনের সময় আদালতে উপস্থিত হয় নাই/আসে নাই। একতরফা ডিক্রীর বিষয় তিনি কিছু জানিতেন না বা নালিশকারী কর্তৃক ইং ২৬-৮-৯৫ তারিখে বকেয়া মজুরী সহ কাজে যোগদান চাওয়া হয় নাই এই মর্মেও কোন বক্তব্য আসামীদের তরফ হইতে আদালতে দেওয়া হয় নাই।

প্রসংগত উল্লেখ্য যে, বিচার্য বিষয় সম্পর্কে বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইতে মালিক পক্ষের সদস্য জনাব রশিদ আহমেদ কর্তৃক একটি মতামত দাখিল করা হয় যাহা হুবহু নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা

সূত্রঃ- ফৌজদারী মোকদ্দমা নং-৪৯/১৯৯৫

মোঃ নুরুজ্জামান, বাদী

বনাম

(১) মোঃ ইকবাল হোসেন
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
এক্সপো ড্রেস লিঃ
১/সি, নিউ বেলী রোড
রমনা-ঢাকা-১০০০।

(২) মোঃ তৈফুর রহমান
জেনারেল ম্যানেজার
এক্সপো ড্রেস লিঃ
হোল্ডিং নং-১/এ(দোতলা)
সেকশন-৭, থানা-পল্লবী
মিরপুর, ঢাকা।

বর্তমান ঠিকানাঃ-
চৌধুরীবাড়ী, গ্রাম-নারায়নহাট
পোঃ নারায়নহাট, থানা-ফটিকছড়ি,
জেলা-চট্টগ্রাম।

বিষয়:- সাক্ষ্যের মতামত :-

সূত্র:- আলোচ্য সূত্রে বর্ণিত ফৌজদারী মামলা নং-৪৯/৯৫ অত্র আদালতের আই আর ও মামলা নং- ৪০/৯৫ রায় বাস্তবায়িত না হওয়ার কারণে রুজুকৃত এই মামলার উপরেবর্ণিত অভিযুক্তদের ১৯৬৯ সালের আই আর ও এর ৫৪ ও ৫৫ ধারার শাস্তি চাওয়া হয়েছে।

পর্যালোচনা :-

মামলাটি সংক্ষেপে হচ্ছে অত্র মামলার বাদী এ আদালতে আইআরও মামলা নং ৪০/৯৫ দায়ের করেন। ঐ মামলা একতরফাভাবে আসামীদের বিরুদ্ধে রায় হয়। এ আইআরও মামলার দ্বিতীয় পক্ষ হিসাবে দেখানো হয়:- উদ্ধৃত

১। এক্সপো ড্রেস লিঃ
পক্ষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক
১/সি বেইলী রোড
থানা-রমনা, জিলা-ঢাকা।

২। ব্যবস্থাপনা পরিচালক
এক্সপো ড্রেস লিঃ
বিল্ডিং নং-১/এ দোতলা
সেকশন-৭, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬।

৩। জেনারেল ম্যানেজার
এক্সপো ড্রেস লিঃ
বিল্ডিং নং-১/সি দোতলা
সেকশন-৭, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬।

ঐ মামলার আরজীতে বাদীর মৌখিক দাবী কোথাও উল্লেখ নাই যে বাদী যে কারখানায় চাকুরী করতেন তা কোথায় অবস্থিত এবং কে তাকে কাজে যোগদান করতে দেন নি। এখানে শুধু তিনটি ঠিকানা দেয়া আছে তন্মধ্যে প্রথমোক্ত দুটি ব্যবস্থাপনা পরিচালকের ঠিকানা এবং দ্বিতীয়টি জেনারেল ম্যানেজারের ঠিকানা।

ঐ আইআরও মামলা উপরে উদ্ধৃত তিনের বিরুদ্ধে রায় হয়। উক্ত তিনের মধ্যে ১নং বিবাদী এক্সপো ড্রেস লিঃ একটি জড় পদার্থ হিসাবে এর পক্ষে রায় বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। তাই রায় বাস্তবায়নের দায়িত্ব দৃশ্যত বর্তায় ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও জেনারেল ম্যানেজার পদবীতে অধিষ্ঠিত লোকদের উপর।

তাই স্বাভাবিকভাবে রায় কার্যকর না করার জন্য ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও জেনারেল ম্যানেজারের বিরুদ্ধে অত্র মামলা নং-৪৯/৯৫ দায়ের করা হয়েছে। কিন্তু বাদীর আরজি, মৌখিক সাক্ষ্য বা কোন দলিল তথ্য দিয়ে বলা বা প্রমাণ করা হয়নি যে জনাব মোঃ ইকবাল হোসেন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও জনাব মোঃ তৈয়বুর রহমান জেনারেল ম্যানেজার এর সাথে এক্সপো ড্রেস লিঃ এর সাথে আদৌ কোন সম্পর্ক রয়েছে কিনা? বাদী তার আরজির ৪নং অনুচ্ছেদে বলেছেন "বাদী বাধ্য হয়ে ২৬-৮-৯৫ ইং তারিখে রেজিস্টার্ড ডাকযোগে আসামীগণের নিকট কাজে যোগদান পত্র প্রেরণ করেন। আসামীগণ ইহাতেও কর্ণপাত না করায় বাদী ৫-১০-৯৫ ইং তারিখে পুনরায় রেজিস্টার্ড ডাকযোগে আসামীগণের নিকট কাজে যোগদান পত্র প্রেরণ করেন। কিন্তু ইহাতেও আসামীগণ তার [illegible] করেন নাই। তার এ বক্তব্যের

স্বপক্ষের কোন পোষ্টাল রশিদ প্রদর্শনী-হিসাবে আদালতে দাখিল করেন নি। এমনকি আদালতে সাক্ষ্যদানের সময় তার কাছে কোন পোষ্টাল রশিদ নেই বলে সরাসরি স্বীকার করেছেন। পোষ্টাল রশিদ নেই কেন বা কেন দাখিল করতে পারেন নি সে প্রসংগে কোন বক্তব্য দেন নি। তাই এ রায়ের কপি আদৌ পাঠানো হয়েছে কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। অন্যদিকে অত্র মামলা ও আসামীগনের বিরুদ্ধে একতরফাভাবে শুনানী হচ্ছে। অতএব, এ রায়ের বিষয়ে আসামীগন যে জ্ঞাত বিষয়টি সন্দেহাতীতভাবে প্রমানীত হয়নি।

অন্যদিকে অত্র মামলার আরজিতে ২নং আসামীর বর্তমান ঠিকানা দেয়া আছে "বর্তমান ঠিকানার চৌধুরীবাড়ী, গ্রাম-নারায়নহাট, পোঃ-নারায়নহাট, থানা-ফটিকছড়ি, জেলা-চট্টগ্রাম।" উপরে উদ্ধৃত ঠিকানা অভিযোগেও বাদী দিয়েছে সে ঠিকানায় নেই। বর্তমান ঠিকানা একটি গ্রামের ঠিকানা, সেখানে এখনও কেরোসিন সভ্যতা বিরাজিত। তাই এ ঠিকানায় কোন কারখানা থাকার কথা নয়। তাই ২নং আসামীর এ মামলায় সম্পৃক্ততার আদৌ কোন প্রমান নেই।

মামলার কোন স্তরে কোন মৌখিক বা দলিল সমার্থক সাক্ষ্যও প্রদান করা হয়নি। ফৌজদারী মামলায় এমনকি ৩০২ ধারায় অভিযুক্ত আসামীদের অপরাধ সংঘটনের প্রাসংগিক সাক্ষ্য থাকিলেও সরাসরি বা প্রত্যক্ষদর্শি সাক্ষ্য না থাকলে অভিযোগ হতে খালাস দেওয়ার অসংখ্য নজির এ দেশের বিজ্ঞ আদালতে রয়েছে।

মতামত ঃ-

বর্ণিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আসামীগনের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমানীত হয়নি বিধায় তাদেরকে অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রদান করাই যথার্থ বলে আমি দৃঢ়ভাবে মত পোষণ করি। তাই অত্র মামলার আসামীদেরকে মামলা হতে অব্যাহতি প্রদান করা যায়।"

স্বা/ঃ
(রশিদ আহমদ) ১২-১১-৯৮
মহাব্যবস্থাপক (কঃ স)
বিজেএমসি
সদস্য-৩য় শ্রম আদালত।

মালিক পক্ষের বিজ্ঞ-সদস্য কর্তৃক আসামীগন প্রসংগে যে পর্যবেক্ষণ এবং মতামত দেওয়া হইয়াছে উহার সহিত আমি আমার উপরে প্রদত্ত পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে ১নং আসামী প্রসংগে তাহার মতামতের সহিত একমত পোষণ করিতে অপারগতা জ্ঞাপন করিতেছি। তবে ২নং আসামী মোঃ তৈয়বুর রহমানের অবস্থান সম্পর্কে বা কোম্পানীর সহিত তাহার কি সম্পর্ক সেই সম্পর্কে নালিশকারী সঠিক ঠিকানা দিতে না পারায় যে সন্দেহের সৃষ্টি হইয়াছে তৎভিত্তিতে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বাধ্য হইতেছি যে, উক্ত তৈয়বুর রহমান আদালতের নির্দেশ লংঘন করার প্রশ্ন উঠে না। কাজেই, তাহাকে অত্র মোকদ্দমার দায় হইতে অব্যাহতি দেওয়া যাইতে পারে। শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ-সদস্যের সহিত আলোচনা হইয়াছে। আমার মতের সহিত দ্বিমত পোষণ করিয়া তৎকর্তৃক কোন লিখিত মতামত দাখিল করা হয় নাই। কাজেই, উপরে বর্ণিত সাক্ষ্যাদি ও বিজ্ঞ-সদস্যদের মতামত বিবেচনাক্রমে আমি এক্ষণে এই সিদ্ধান্তে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেছি যে, ১নং আসামী ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসাবে ইচ্ছাকৃতভাবে অত্র আদালতের রায় কার্যকর না করায় তিনি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৫৪ ধারার প্রথম বাক্যের মত একটি অপরাধ করিয়াছেন বিধায় তাহাকে ১ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড

এবং ৫০০ (পাঁচশত) টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ৫ (পাঁচ) দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইলে উপযুক্ত শাস্তি নিশ্চিত করা হইবে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে-আসামী মো: ইকবাল হোসেন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জানিসে পপাডককে ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৫৪ ধারায় অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় তাহাকে ১ (এক) মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০০ (পাঁচশত) টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ৫ (পাঁচ) দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল। অত্র দণ্ড অত্র আদালতে আত্মসমর্পণের তারিখ বা গ্রেফতারের তারিখ হইতে কার্যকর হইবে। তৎমোতাবেক শাস্তির পরওয়ানা জারী করা হউক। ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৫৪ ধারায় আসামীকে শাস্তি প্রদান করায় উক্ত আইনের ৫৫ ধারায় তাহার বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ হইতে তাহাকে অব্যাহতি প্রদান করা হইল। ২নং আসামী মো: তৈফুর রহমানকে তাহার বিরুদ্ধে ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশে ৫৪ ও ৫৫ ধারায় আনিত অভিযোগ হইতে তাহাকে অব্যাহতি প্রদান করা হইল।

অত্র রায়ের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

(মো: আবদুর রাজ্জাক)
জেলা ও দায়রা জজ
চেয়ারম্যান,

ফৌজদারী কেস নং-৫৪/৯৫

তাহেরা বেগম, অপারেটর, কার্ড নং-৯৬,
প্রযত্নে ইমাম রহমত খান, (কাঠ স্টোর)
মধ্য বাড্ডা বাজার, গুলশান, ঢাকা। বাদী।

বনাম

(১) এম, এ, জলিল, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
লোটাস এ্যাপারেলস লিঃ,
ফ্যাক্টরী ইউনিট নং-১,
৩৭৯, ইষ্ট রামপুরা ডি আইটি রোড,
ঢাকা-১২১৯।

(২) নসির, লাইন চীফ,
লোটাস এ্যাপারেলস লিঃ,
ফ্যাক্টরী ইউনিট নং-১
৩৭৯, ইষ্ট রামপুরা ডি আইটি রোড,
ঢাকা-১২১৯। ——আসামীগন।

আদেশ কপি

আদেশ নং-৩০ তারিখ-১৭-১১-৯৮

মামলাটি চার্জ শুনানীর জন্য ধার্য আছে। বাদিনী তাহেরা বেগম ও জামিনপ্রাপ্ত আসামী নং-(১) এম, এ, জলিল ও (২) মুনীর অনুপস্থিত। নথি দেখিলাম। বাদিনী গত ১৭-১২-৯৭, ৩১-৩-৯৮ ১৯-৫-৯৮, ৩১-৬-৯৮ এবং ১-৯-৯৮ তারিখ অনুপস্থিত ছিলেন। ইহাতে প্রতিয়মান হয় যে, বাদিনী মামলাটি চালাইতে অনাগ্রাহী। কাজেই আসামীগনকে ফৌজদারী কার্য বিধির ২৪৭ ধারার আওতায় অব্যাহতি দেওয়া যাইতে পারে। সুতরাং,

আদেশ

হইল যে- আসামী (১) এম, এ, জলিল ম্যানেজিং ডাইরেক্টর (২), (মুনীর) নাইন চীফ লোটাস এ্যাপারেলস লি: কে ফৌজদারী কার্য বিধির ২৪৭ ধারার আওতায় অত্র মামলার অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইল। তাহাদিগকে জামিন নামার দায় হইতে মুক্ত করা গেল।

অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মো: আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,

ফৌজদারী মামলা নং: ৫৫/৯৫

নাসরীন,
কার্ড নং-৭৫,
৯৪, হাসছান বিলটোরীচুলা,
উত্তর বাড্ডা ঢাকা। —বাদী

বনাম

(১) এম, এ, জলিল, ম্যানেজিং ডিরেক্টর,
লোটাস এ্যাপারেলস লি:,
ফ্যাক্টরী ইউনিট নং-১,
৩৭৯, ইষ্ট রামপুরা, ডিআইটি রোড
ঢাকা-১২১৯।

(২) মনীর, নাইন চীফ,
লোটাস এ্যাপারেলস লি:
ফ্যাক্টরী ইউনিট নং-১,
৩৭৯, ইষ্ট রামপুরা। ডিআইটি রোড
ঢাকা-১২১৯। —আসামীগণ।

আদেশ কপি

৫০

১৭-১১-৯৮

মামলাটি চার্জ শুনানীর জন্য ধার্য আছে। বাদীনী নাসরীন ও জামিনপ্রাপ্ত আসামী নং (১) এম, এ জলিল, (২) মুনীর অনুপস্থিত। নথি দেখিলাম। বাদিনী গত ৩১-৩-৯৮ ১৯-৫-৯৮, ৩০-৬-৯৮ এবং ১-৯-৯৮ তারিখ অনুপস্থিত ছিলেন। ইহাতে প্রতিয়মান হয় যে, বাদিনী মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। কাজেই, আসামীগণের ফৌজদারী কার্য বিধির ২৪৭ ধারা অনুসারে অব্যাহতি দেওয়া যাইতে পারে। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে-আসামী নং-(১) এম, এ, জলিল ম্যানেজিং ডিরেক্টর, (২) মুনির, নাইট চীফ লোটাস এ্যাপারেল লিঃ কে ফৌজদারী কার্য বিধির ২৪৭ ধারার আওতায় অত্র মামলার অভি-যোগের দায় হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইল। তাহাদিগকে জামিন নামার দায় হইতে মুক্ত করা গেল।

অত্র আদেশের জাবেদা কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মো: আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,

ফৌজদারী মামলা নং-৫০/৯৯

নাসিমা
কার্ড নং-১৫৮,
৯৪, হাসহার বিবিটোলা,
উত্তর বাড্ডা ঢাকা। —বাদী

বনাম

(১) এম, এ, জলিল, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
লোটাস এ্যাপারেলস লিঃ,
ফ্যাক্টরী ইউনিট নং-১,
৩৭৯, ইষ্ট রামপুরা ডিআইটি রোড
ঢাকা-১২১৯।

(২) মুনীর, নাইট চীফ,
লোটাস এ্যাপারেলস লিঃ,
ফ্যাক্টরী ইউনিট নং-১,
৩৭৯, ইষ্ট রামপুরা ডিআইটি রোড,
ঢাকা-১২১৯ —আসামীগণ।

আদেশের কপি

৩০

১৭-১১-৯৮

মামলাটি চার্জ শুনানীর জন্য ধার্য আছে। বাদিনী নাসিমা ও জামিনপ্রাপ্ত আসামি নং (১) এম, এ, জলিল (২) মুনীর অনুপস্থিত। নথি দেখিলাম। বাদিনী গত ৩১-৩-৯৮, ১৯-৫-৯৮ ৩০-৬-৯৮, এবং ১-৯-৯৮ তারিখ অনুপস্থিত ছিলেন। ইহাতে প্রতিয়মান হয়ে, বাদিনী মামলাটি চালাইতে অনাগ্রাহী। কাজে, আসামীগণের ফৌজদারী কার্য বিধির ২৪৭ ধারা অনুসারে অব্যাহতি দেওয়া যাইতে পারে। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে-আসামী নং (১) এম, এ, জলিল, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, (২) মুনীর, লাইনচীপ লোটাস এ্যাপারেলস লিঃ কে ফেজদারীর কার্য বিধির ২৪৭ ধারার আওতায় অত্র মামলার অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইল। তাহাদিগকে জামিন নামার দায় হইতে মুক্ত করা গেল।

অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

(মো: আব্দুর রাজ্জাক)
চেয়ারম্যান

মজুরী পরিষদ মোকদ্দমা নং-১২/৯৬

মো: শফিউদ্দিন,
পিতা মৃত মো: হাসিম উদ্দিন,
গ্রাম আহাকী, ডাকঘর-নীলনগর,
থানা গাজীপুর, জেলা গাজীপুর। —দরখাস্তকারী।

বনাম

(১) সামহো বাংলাদেশ লিঃ
পক্ষে-উহার ব্যবস্থাপনা পরিচালক
৩৪, বেচারাম দেউরী, ঢাকা।

(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
সামহো বাংলাদেশ লিঃ
৩৪ বেচারাম দেউরী,—প্রতিপক্ষগণ।

উপস্থিত : মো: আব্দুর রাজ্জাক, (জেলা ও দায়রা জজ),
চেয়ারম্যান, দ্বিতীয় শ্রম আদালত ঢাকা।

রায়ের তারিখ-২৯-১১-৯৮

রায়

১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫(২) ধারার আওতায় চাকুরী অবসান জনিত প্রাপ্য বাবদ ৭৩৮০০ টাকা মজুরী ও ক্ষতিপূরন বাবদ ১৮,৫৪০ টাকা একুনে ৯২,২৫০। টাকা পরিশোধের নির্দেশ দ্বিতীয় পক্ষকে আদেশ দানে দরখাস্তকারী কর্তৃক অত্র মোকদ্দমা দায়ের করা হইয়াছে।

দরখাস্তকারীর মোকদ্দমা সংক্ষিপ্তকারে এই যে, তিনি ইং ৩-৯-৮৭ তারিখ প্রতিপক্ষের অধীনে কালিয়াকৈর, মৌচাকস্থ কারখানায় স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে চাকুরীতে যোগদান করেন। তাহার সর্বশেষ মাসিক বেতন ছিল ২৭০০ টাকা। তাহাকে ইং ২৫-৮-৯৫ তারিখ ঢাকা অফিসে বদলি করা হয়। তিনি শিফট ইনচার্জ, উৎপাদন সহকারী, ষ্টোর কিপার ও ক্লার্ক হিসাবে বেতন সীট তৈরীর যত গুরুত্ব পূর্ণ দায়িত্ব পালন করিতে হইত কিন্তু তিনি কোন প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করিতেন না। এমতাবস্থায় ইং ৩০-১০-৯৫ তারিখ তাহাকে চাকুরী হইতে টারমিনেট করা হয়। টারমিনেশন বেনিফিট না দেওয়ায় তিনি ইং ৫-২-৯৬ তারিখ শেষ বারের মত রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে লিগাল নোটিশ এর মাধ্যমে উহা দাবী করেন। তাহার দাবী মতে নোটিশ পে ৪ মাস×২৭০০ টাকা-১০,৮০০ টাকা, গ্রাচুইটি বা ক্ষতিপূরন ৮ বৎসর চাকুরীর জন্য ২ মাস হারে ১৬×২৭০০ টাকা ৪৩,২০০ টাকা, বোনাস প্রতি বৎসর ২×২৭০০-৫,৪০০ টাকা, অর্জিত ছুটি প্রতি বৎসর ২০ দিন×৮-১৬০×৮-১৪,৪০০ টাকা একুনে ৭৩,৮০০ টাকা যাহা প্রতিপক্ষ তাহাকে দিতে বাধ্য রহিয়াছে এবং তিনি ক্ষতিপূরন বাবদ ১৮,৪৫০ টাকা দাবী করেন। তৎমোতাবেক তিনি অত্র মোকদ্দমা দায়ের করেছেন।

প্রতিপক্ষ কর্তৃক লিখিত জবাবের ভিত্তিতে অত্র মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হইয়াছে। দরখাস্তকারীর নালিশ বক্তব্যকে সাধারণ অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করত: এই মর্মে উক্তি করা হইয়াছে যে, অত্র মোকদ্দমা তামাদিতে বারিত এবং ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনে দরখাস্তকারী সুপার ভাইজার হিসাবে কোম্পানীর পক্ষে ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক কর্তৃত্বে দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন বিধায় ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ১(৬) ক ও (খ) ধারায় বারিত। দরখাস্তকারী কর্তৃক প্রয়োজনীয় কোটফি প্রদান না করায় নালিশ দরখাস্তটি সরাসরী খারিজ যোগ্য বটে।

প্রতিপক্ষের সুনির্দিষ্ট মোকদ্দমা সংক্ষিপ্তকারে এই যে, দরখাস্তকারীকে ইং ৩-৯-৮৭ তারিখের আবেদনের প্রেক্ষিতে সুপারভাইজার পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। তাহার ক্ষমতা ছিল উর্দ্ধতন, ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক কর্তৃত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিহিসাবে দায়িত্ব পালন করিত। দরখাস্তকারী কর্তৃক প্রতিপক্ষের নিকট ইং ১৭-১২-৯১ ইং ৪-৭-৯১ তারিখে তাহার দায়িত্ব পালন সংক্রান্ত পত্র হইতে ইহা স্পষ্ট প্রমান হইবে যে, তিনিউৎপাদন ও তাঁতী গণের ব্যবস্থাপনা পরিচালনা ও প্রশাসনের দায়িত্ব পালন করিতেন। ইহা ব্যতিরেকে উদ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট দরখাস্তকারী কর্তৃক শ্রমিক ও মিল ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত পত্রসমূহ যথা ৬-৯-৯০ইং ১৩-৩-৯৮ ৯-২-৯৩ ইং, ৩০-৩-৯৩ইং, ১৩-৪-৯৩ইং, ১৫-২-৯৫ইং, ১৭-২-৯৫ইং, ও ১৮-২-৯৫ইং তারিখ হইতেও ইহা প্রমান হইবে যে, তিনি ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক কর্তৃত্বে নিয়োজিত ছিলেন। তাহার চাকুরীর খতিয়ান খারাপ ছিল। তাহাকে ইং২৫-৮-৯৫ তারিখের পত্রের মাধ্যমে ঢাকা অফিসে বদলী করা হয়। ঢাকা অফিসে কর্মরত থাকা অবস্থায় ইং ৩০-১০-৯৫ তারিখের পত্র দ্বারা ইং ১-১১-৯৫ তারিখ হইতে তাহার চাকুরীর অবসান করা হয়।

তিনি উহা মানিয়াও নিয়াছেন। তাহার চাকুরী অবসানের পর অশরীরে প্রতিপক্ষের হিসাব বিভাগে উপস্থিত হইয়া ইং ৮-১১-৯৫ তারিখ ভাউচারে দস্তখত করতঃ তাহার অক্টোবর ৯৫ মাসের বেতন এবং অন্যান্য সমুদয় পাওনাদি বুঝিয়া নিয়া গিয়াছেন। ইহার পরেও তিনি অন্যায় লোভের বসবর্তি হইয়া ইং৫-২-৯৬ তারিখ প্রতিপক্ষ বরাবরে টারমিনেশন জনিত তথাকথিত পাওনা দাবী করিয়া লিগ্যাল নোটিশ প্রেরন করেন। প্রতিপক্ষের আইনজীবি ইং১৮-২-৯৬ উক্ত লিগ্যাল নোটিসের জবাবে জানাইয়া দেন যে, তিনি তাহার আইনানুগ পাওনা বুঝিয়া নিয়াছেন। এমতাবস্থায়, তাহার মোকদ্দমাটি প্রতিপক্ষের অনুকূলে খরচসহ খারিজ করিয়া দেওয়ার জন্য আবেদন করা হইয়াছে।

বিচার্য বিষয়:-

(১) নালিশ দরখাস্তের জন্য দরখাস্তের জন্য দরখাস্তকারীকে কোর্ট ফি প্রদানের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা ?

(২) দরখাস্তকারী ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের শ্রমিকের সংজ্ঞাভুক্ত কিনা?

(৩) দরখাস্তটি তামাদিতে বারিত কিনা ?

(৪) দরখাস্তকারী তাহার প্রার্থিত মতে অবসান জনিত মজুরী বাবদ ৭৩,০০০ টাকা ও ক্ষতিপূরন বাবদ ১৮,৪৫০ টাকা একুনে ৯২,২৫০ টাকা পাইতে আইনত হকদার কিনা ?

পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত:

বিচার্য বিষয় নম্বর ১, ২, ৩ ও ৪:-

সংক্ষিপ্তকরন এবং আলোচনার সুবিধার্থে সকল বিচার্য বিষয়গুলি একত্রে গৃহীত হইল

প্রথমেই ইহা উল্লেখ করিতে হইবে যে, দরখাস্তকারী তাহার মোকদ্দমার সমর্থনে পি,ডব্লিউ-১ হিসাবে সাক্ষ্য দিয়াছেন এবং তাহার দাখিলী কাগজাদি যথা ইং ২৩-৮-৯৫ তারিখে বদলীর আদেশ, প্রদর্শনী-১, ইং ৩০-১০-৯৪ তারিখে চাকুরীর অবসান জনিত আদেশ, প্রদর্শনী-২ প্রদর্শনী-৩ ইং ৫-২-৯৬ তারিখের লিগাল নোটিশ, প্রদর্শনী ৪ রেজিষ্ট্রী ডাক রশিদ এবং প্রতিপক্ষ কর্তৃক ইং ১৮-২-৯৬ তারিখের লিগাল নোটিশের প্রেক্ষিতে প্রদত্ত জবাব, প্রদর্শনী ৫ হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে।

অপরদিকে প্রতিপক্ষ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সিলিহর এক্সিকিউটীভ হিসাবে কর্মরত জনাব এ,কে,এম আলাউদ্দিন কর্তৃক ডি,ডব্লিউ -১ হিসাবে সাক্ষ্য দেওয়া হইয়াছে এবং প্রতিপক্ষ কর্তৃক দাখিলী কাগজাদি যথা ইং ১৪-১০-৯৫ তারিখের দরখাস্তকারী কর্তৃক বেতন গ্রহণের ভাউচার এর ফটোকপি, প্রদর্শনী-ক, ১(ক), ইং ৮-১১-৯৫ তারিখে গৃহীত বেতনের ভাউচারের ফটোকপি, প্রদর্শনী ১(ক) ও ১(ক)(১) হিসাবে চিহ্নিত করা হইয়াছে। যাহার মূল কপি পরবর্তিতে ইং ১৮-১১-৯৮ তারিখে জুডিশিয়াল নোটিশ হিসাবে গ্রহন করিবার জন্য দরখাস্ত যোগে দাখিল করা হইয়াছে। দরখাস্তকারী কর্তৃক ইং ১৩-৪-৯৩, ৩০-৩-৯৩, ১০-৭-৯২, ১৭-২-৯৫, ১০-৮-৯২, ৯-২-৯৩ এবং ৬-৯-৯০ইং তারিখের সুপারিশমূলক প্রদর্শনী-খ সিরিজ, ইং ৮-১১-৯৫ তারিখ দরখাস্তকারী কর্তৃক টারমিনেশন বেনিফিট গ্রহন সংক্রান্ত ভাউচার, প্রদর্শনী-গ, মোকদ্দমায় স্বাক্ষ দেওয়ার জন্য ১৫-২-৯৮ তারিখের ক্ষমতা পত্র প্রদর্শনী-ঘ, ইং ১৭-১২-৯১ তারিখে প্রতিপক্ষ কর্তৃক দরখাস্তকারীর বরাবরে তাঁত পরিচালনা সংক্রান্ত নির্দেশনা, প্রদর্শনী-ঙ, দরখাস্তকারী কর্তৃক প্রতিপক্ষ বরাবরে ২৫-১০-৯৪ইং

তারিখে তাহাদের পরিদর্শন ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ সংক্রান্ত পত্র, প্রদর্শনী-চ, পে-মেন্ট রেজিষ্ট্রার সীট প্রদর্শনী-ছ, সিরিজ, ইং ২৫-৮-৮-৯৫ তারিখে ঢাকা অফিসে বদলী সংক্রান্ত আদেশ, প্রদর্শনী-ঘ, ইং ৩০-১০-৯৫ তারিখে দরখাস্তকারীর চাকুরী অবসান বা টারমিনেশন নোটিশ, প্রদর্শনী-ঙ এবং দরখাস্তকারী কর্তৃক নিগ্রান নোটিশের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিপক্ষ কর্তৃক ইং ১৮-২-৯৬ তারিখের জবাব প্রদর্শনী-ঞ হিসাবে চিহ্নিত করা হইয়াছে।

নালিশী দরখাস্তে কোর্টফি সংক্রান্ত জবাবে আপত্তি উত্থাপিত হওয়ার প্রেক্ষিতে শুনানী গ্রহণ কালে দরখাস্ত কারী কর্তৃক নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবি কর্তৃক এইমর্মে বক্তব্য রাখা হয় যে, শ্রম আদালত কোন নালিশী দরখাস্তে বা সমন বা নোটিশ জারীর ফি বাবদ কোন কোর্ট ফি দেওয়া হয় না। এমনকি রায় ও আদেশের সার্টিফিকেট কপি গ্রহণের জন্য কোন কোর্টফি দেওয়া হয় না। তিনি আরো বক্তব্য রাখেন যে যেহেতু শ্রম আদালতের চেয়ারম্যানকেই মজুরী পরিশোধ আইনের বিচার করিতে হইতেছে কাজেই, নালিশী দরখাস্তের জন্য কোন কোর্টফি দেওয়ার প্রয়োজন নাই। কারণ ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৫ ধারার বিধান মতে শ্রম আদালতের শ্রম আদালত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং চেয়ারম্যানগণ কর্মে ব্যাপৃত রহিয়াছে। উক্ত আইনের ৩৬(৪) ধারার বিধানাবলী মোতাবেক কোন শ্রম আদালত কর্তৃক বিচার্য নালিশী দরখাস্তে কোন কোর্টফি দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। দরখাস্তকারীর বিজ্ঞ আইনজীবির বক্তব্যের বিপরীতে প্রতিপক্ষের নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবী আরেকোন গ্রহণযোগ্য বক্তব্য রাখেন নাই। কাজেই, ১নং বিচার্য বিষয় দরখাস্তকারীর অনুকূলে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলাম।

প্রদর্শনী-খ সিরিজ বা প্রদর্শনী-চ হইতে ইহাই প্রমান হয় যে দরখাস্তকারী ম্যানেজারিয়াল অথবা প্রশাসনিক দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলো। কারন তিনি যে, কোন শ্রমিক বা কর্মচারী কে চাকুরী দেওয়া বা তাহার ছুটি দেওয়া বা তাহাদের বিরুদ্ধে শৃংখলামূলক ব্যবস্থা করিতে পারিতেন তাহার এমন কোন কাগজাদি প্রতি পক্ষ কর্তৃক উপস্থাপন করা হয় নাই। বরং ডি ডব্লিউ ১ তাহার জেরার স্বাক্ষ্যে বলেন যে, সুপারভাইজার, ষ্টোরকিপার বা একাউন্টেন্ট কেহই কারখানার কোন শ্রমিক বা কর্মচারীকে চাকুরী দিতে পারিতেন না বা ছুটিও দিতে পারিতেন না। কাজেই, দরখাস্তকারীর ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের শ্রমিক সংজ্ঞাভুক্ত একজন ব্যক্তি। সুতরাং তাহার মোকদ্দমা রক্ষণীয় হইতে কোন আইনগত প্রতিবন্ধকতা নাই বিধায় ২নং বিচার্য বিষয়টি দরখাস্ত কারীর অনুকূলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল।

৩ নম্বর বিচার্য বিষয়টি নালিশী দরখাস্তের জবাবে তামাদি প্রশ্নটি উত্থাপিত হইলে যুক্তিতর্ক কালে এই বিষয়ে কোন যুক্তি প্রদর্শন করা হয় নাই। কাজেই, এই বিচার্য বিষয়টিও দরখাস্ত-অনুকূলে গৃহীত হইল।

নালিশী দরখাস্তের বক্তব্য মোতাবেক-দরখাস্তকারীর বক্তব্য এই যে, তাহার সর্বশেষ মাসিক বেতন ছিল ২৭০০ টাকা। কিন্তু তিনি এই মর্মে কোন কাগজাদি দাখিল করেন নাই। বরং পি, ডব্লিউ ১ হিসাবে তিনি সাক্ষ্য দিয়াছেন যে, প্রথমে তাহাকে ২০০০ মাসিক মজুরী প্রদান করা হইত এবং তিনি প্রদর্শনী (ক), ১(ক) মূল বেতন গ্রহন করিতেন। উক্ত প্রদর্শনী ক হইতে দেখা যায় যে, তিনি ২০০০ টাকা হিসাব বেতন গ্রহন করিতেন যাহা তিনি তাহার জেরার সাক্ষ্যে স্বীকার করেছেন। ভাউচারগুলি প্রদর্শনী ক, ১(ক) হিসাবে সনাক্ত করিয়াছেন এবং তিনি জেরার সাক্ষ্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি ২০০০ টাকা বেতন

গ্রহণ করিতেন। প্রদর্শনী-গ হইতে দেখা যাইবে, দরখাস্তকারী টারমিনেশন বেনিফিট বাবদ ২৮০০০ টাকা বুঝিয়া পাইয়াছেন। প্রদর্শনী-গতে পরিদৃষ্ট যে স্বাক্ষর উহা তিনি অস্বীকার করেন। কিন্তু প্রদর্শনী খ সিরিজে প্রদত্ত স্বাক্ষর এমনকি প্রদর্শনী ক(১) ও(১)ক(১) এর স্বাক্ষরসমূহ একত্রে মিলাইলে খালি চক্ষেই ইহা স্পষ্টতঃ প্রতিয়মান হইবে যে, প্রদর্শনী-ক, ১(ক), এবং ১(ক)(১)তে একই ব্যক্তির স্বাক্ষর অর্থাৎ দরখাস্তকারীর। ইহা ব্যতিরেকে প্রদর্শনী-ক, ১(ক) প্রতিপক্ষ কর্তৃক ভাউচার দাখিল করা উহাতে পরিদৃষ্ট স্বাক্ষর দরখাস্তকারীর যদি নাই হইত। যাহে তবে তিনি যুক্তিতর্ক শুনানীকালে তাহার উক্ত স্বাক্ষরের সহিত প্রদর্শনী-গতে পরিদৃষ্ট স্বাক্ষর জনা হস্তাক্ষর বিশারদের নিকট পরীক্ষার জন্য দরখাস্ত দাখিল করিতে পারিতেন। কাজেই প্রদর্শনী-গ বিবেচনাক্রমে দেখাযায় যে, দরখাস্তকারীর তাহার চাকুরী টারমিনেশন সংক্রান্ত সকল প্রাপ্যাদি সুবিধা পাইয়াছেন। যেহেতু তিনি অত্র মোকদ্দমার কোন টারমিনেশন সংক্রান্ত সকল প্রাপ্যাদি সুবিধা পাইয়াছেন। যেহেতু তিনি অত্র মোকদ্দমার কোন টারমিনেশন সংক্রান্ত কোন মজুরী বা ক্ষতিপূরণ বাবদ কোন প্রাপ্য পাইতে হকদার নহেন। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে, অত্র মোকদ্দমাটি দোতরফা শুনানীতে খারিজ করা হইল।

অত্র রায়ের অনুলিপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান

ফৌজদারী কেস নং-৯৩/৯৯

আনোয়ারা প্রযত্নে-নাজমা শেখ
২০০, শান্তিবাগ, মালিবাগ,
ঢাকা-১২১৭—বাদী।

বনাম

সিরাজ উদ্দিন আহমদ
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
হাতারা গার্মেন্টস লিঃ,
১১/৩, চৌধুরী মালঞ্চনার রোড,
মতিঝিল বা/এ, ঢাকা
থানা-মতিঝিল—আসামী।

আদেশের কপি

আদেশ নং-২১ তারিখ-২৬-৯-৯৮

মামলাটি চার্জ শুনানীর জন্য ধার্য আছে। বাদীনী অনুপস্থিত এবং কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। জামিনপ্রাপ্ত আসামী সিরাজ উদ্দিন আহমদ অনুপস্থিত। নথি দৃষ্টে দেখা যায় বাদিনী গত ৩১-৩-৯৮, ২৬-৫-৯৮ ও ২৮-৭-৯৮ তারিখ অনুপস্থিত ছিলেন।

ইহাতে প্রতিয়মান হয় যে, বাদীনি মামলা চালাইতে অনাগ্রহী। কাজেই আসামী ফৌজদারী কার্য বিধির ২৪৭ ধারার আওতায় অত্র মামলায় অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি দেওয়া যাইতে পারে। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে-আসামী সিরাজ উদ্দিন আহামদ, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, হান্নানা গার্মেন্টস লি: কে ফৌজদারী কার্যবিধির ২৪৭ ধারার আওতায় অত্র মামলায় অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইল।

অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মো: আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,

মজুরী পরিশোধ মামলা নং-১৩/৯৬

মৃত মো: নুরুল ইসলাম,
অবসর প্রাপ্ত কুটি মাস্টার
পিতা-মৃত মো: ইদ্রিস মিয়া,
গ্রাম-প্যারাপাড়া, ডাক-মুরারী পাড়ুপাড়া,
থানা-মহেশপুর, জেলা-ঝিনেদা
তাহার উত্তরাধিকারীগন নিম্নো রূপ:

(১) মিসেস শিরীন ইসলাম স্ত্রী
(২) নাসিয়া ইসলাম বেবী, কন্যা
(৩) নাদিয়া ইসলাম দোলন, কন্যা
(৪) আজিজুল ইসলাম শাহীন, পুত্র
(৫) আবেদুল ইসলাম সবুজ, পুত্র
(৬) নাঈমা ইসলাম মুক্তা, কন্যা—দরখাস্ত কারী

বনাম

(১) বাংলাদেশ অভ্যন্তরীন নৌ পরিবহন কর্পোরেশন পক্ষে ইহার চেয়ারম্যান।

(২) মহা-ব্যবস্থাপক (বানিজ্য) বানী শাখা
বাংলাদেশ অভ্যন্তরীন নৌ পরিবহন কর্পোরেশন
৫, দিলকুশা মতিঝিল বা/এ, ঢাকা—প্রতিপক্ষগন।

উপস্থিত:—মো: আব্দুর রাজ্জাক, (জেলা ও দায়রা জজ),
চেয়ারম্যান, দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা

ও

মজুরী পরিশোধ কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।
রায় তারিখ:—১৭-৯-৯৮

রায়

ইহা ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫ (২) ধারায় বর্তমান দরখাস্তকারীগন পরবর্তী মো: নুরুল ইসলাম কর্তৃক আনিত একটি দরখাস্ত।

উক্ত দরখাস্ত বর্ণিত মোকদ্দমা সংক্ষিপ্ত এই যে, বর্তমান দরখাস্তকারীগনের পূর্ববর্তী মো: নুরুল ইসলাম ইং ২৪-৯-৫৯ ইং তারিখে প্রতিপক্ষের চাকুরীতে যোগদান করিয়া ইং ১-২-৯৪ তারিখে বাজ সারেং হিসাবে চাকুরী হইতে অবসর প্রাপ্ত হন। তাহার সর্বশেষ মূল মজুরী ছিল ৩৩০০/০০ টাকা। প্রতিপক্ষের ইং ২৮-১০-৯৫ তারিখের পত্রের মাধ্যমে তাহার আনুতোষিক নির্ধারিত হয় ২,২৪,৪০০ টাকা। অপরদিকে প্রতিপক্ষের ইং ২১-১১-৯৫ তারিখের দাবী সংক্রান্ত ছাড়পত্র মোতাবেক ১৮টি ঘাটতি কেস বাবত ডেবিট নোট মূলে ২,৪১,৭৫৬.৬৪ টাকা দরখাস্তকারীর নিকট হইতে কর্তন করিবার নির্দেশ দেওয়া হয়। তিনি চাকুরীতে থাকা কালীন সময়ে উক্ত ডেবিট নোটের বিষয় অবহিত ছিলেন না। তাহাকে উক্ত ঘাটতি কেস সম্পর্কে কোন লিখিত তলব বা তদন্ত করা হয় নাই বা তাহাকে আত্ম-পক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগ দেওয়া হয় নাই। তিনি উক্ত ইং ২১-১১-৯৫ তারিখের দাবী সংক্রান্ত পত্রের প্রতিবাদ করিয়া ইং ২৬-১১-৯৫ তারিখে প্রতিপক্ষ বরাবর একটি প্রতিবাদ পত্র প্রেরণ করেন। পরবর্তীতে তাহার নিয়োজিত আইনজীবির মাধ্যমে তাহার পাওনা দাবী করিয়া ইং ২২-১১-৯৫ তারিখে তিনি একটি রেজিষ্টার্ড ডাকযোগে লিগ্যাল নোটিশ প্রেরণ করেন এবং কোন প্রতিকার না পাইয়া বাধ্য হইয়া এই মোকদ্দমা দায়ের করিতে বাধ্য হন। মোকদ্দমা চলিত অবস্থায় মৃত্যু বরন করায় তাহার ওয়ারিশ বর্তমান দরখাস্তকারীগন কর্তৃক এই মোকদ্দমা পরিচালিত হইতেছে।

প্রতিপক্ষগন পক্ষে ইহার চেয়ারম্যান জনাব শহীদুল ইসলামের স্বাক্ষরে দাখিলী জবাবের ভিত্তিতে এই মোকদ্দমাতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হইয়াছে। অন্যান্য সাধারণ আপত্তির মধ্যে এইরূপ আপত্তি উত্থাপন করা হইয়াছে যে, অত্র মোকদ্দমা তামাদি দোষে বারিত বিধায় খারিজ যোগ্য। প্রতিপক্ষের সুনির্দিষ্ট মোকদ্দমা সংক্ষিপ্তাকারে এই যে, দরখাস্তকারী ৩৩ বৎসর ৬ মাস ২০ দিন চাকুরীকালের জন্য আনুতোষিক বাবত ৩,৩০০×২×৩৪=২,২৪,৪০০/০০ টাকা প্রাপ্য হন। কিন্তু দরখাস্তকারী ঘাটতি জনিত কেসে জড়িত থাকায় ইং ২১-১১-৯৫ তারিখের দাবী সংক্রান্ত পত্র মূলে তাহার নিকট হইতে ২,৪১,৭৫৬.৬৪ টাকা দাবী আদায়ে নির্দেশ হয়। দরখাস্তকারী মো: নরুল ইসলামের প্রাপ্য ২,২৪,৪০০/০০ টাকার সহিত উক্ত দাবীকৃত অর্থ সমন্বয় করিলেও দরখাস্তকারীর নিকট প্রতিপক্ষের ১৭,৩৫৬.৬৪ টাকা পাওনা থাকে।

কর্তনের পূর্বে দরখাস্তকারী নুরুল ইসলামকে শো-কজ, নোটিশ/চার্জশীট করা এবং তিনি জবাবও দাখিল করিয়াছেন। অতঃপর তদন্ত মূলে তিনি দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় কর্তনের আদেশ হয়। কতক কেস ঘাটতি সংক্রান্ত বিভাগীয় সার্কুলারের ভিত্তিতে তাহার হিস্যা মোতাবেক কর্তন করা হয়। দরখাস্তকারী ইং ২১-১১-৯৫ তারিখের ছাড়পত্র গ্রহনের ৬ মাসের মধ্যে মোকদ্দমা না করায় মোকদ্দমা তামাদিতে বারিত। উপরোক্ত অবস্থাধীনে মোকদ্দমাটি খারিজ যোগ্য।

বিচার্য বিষয় :

(১) দরখাস্তকারীর দাবীকৃত ২,২৪,৪০০ টাকা ফেরত পাইতে হকদার কিনা।

(২) দরখাস্তকারীর মোকদ্দমা তামাদিতে বারিত কিনা।

পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত

বিচার্য বিষয় নম্বর ১ ও ২ :

উভয় বিচার্য বিষয় সংক্ষিপ্তকরন ও আলোচনার সুবিধার্থে একত্রে গৃহিত হইল

ইহা স্বকৃতি যে, দরখাস্তকারীগনের পূর্ববর্তী নুরুল ইসলাম প্রতিপক্ষের অধীনে চাকুরী করিয়া ইং ১-২-৯৪ তারিখে বার্ষ সারেং হিসাবে চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করেন এবং তিনি অবসরজনিত আনুতোষিক বাবদ ২,২৪,৪০০/০০ টাকা প্রাপ্য হন। দরখাস্তকারীগনের পূর্ববর্তী নুরুল ইসলামের বক্তব্য এই যে, চাকুরী কালীন সময়ে তাহাকে কোন আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়া ইং ২১-১১-৯৫ তারিখের দাবী সংক্রান্ত পত্র মূলে ঘাটতি কেসের অজুহাতে তাহার প্রাপ্য ২,২৪,৪০০/০০ টাকা অবৈধভাবে কর্তন করা হইয়াছে। অপরদিকে প্রতিপক্ষের বক্তব্য এই যে, যথাযথ চাজসীট ও তদন্তের মাধ্যমে ও ঘাটতি কেস সংক্রান্ত সারকুলারের ভিত্তিতে যথাযথ ভাবে কর্তন করা হইয়াছে। মৃত দরখাস্তকারী নুরুল ইসলামের পুত্র আজিজুল ইসলাম পি, ডব্লিউ-১ হিসাবে দরখাস্ত সমর্থনে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন এবং তৎকর্তৃক দাখিলী কাগজাদি যথা-প্রতিপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত ২৮-১০-২৫ তারিখের আনুতোষিক বিবরণী, ২১-১১-৯৫ তারিখের দাবী সংক্রান্ত ছাড়পত্র, মৃতক দরখাস্তকারী নুরুল ইসলামের ২১-১১-৯৫ তারিখের কর্তন ফেরত প্রর্থনা সম্বলিত দরখাস্ত, ইং ২২-১-৯৬ তারিখের কর্তন ফেরত সংক্রান্ত উকিল নোটিশ যথাক্রমে-প্রদর্শনী-১, ২, ৩, ৪ হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে।

পক্ষান্তরে, বি, আই, ডব্লিউ, টি, সি এর নারায়নগঞ্জস্থ কার্যালয়ের ম্যানেজার (বহর) জনাব নাছির উদ্দিন ভূঞা কর্তৃক ডি, ডব্লিউ-১ হিসাব প্রতিপক্ষ পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করা হইয়াছে এবং প্রতিপক্ষের দাখিলী কাগজাদি যথাক্রমে-প্রদর্শনী-ক হইতে চ সিরিজ হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে।

এক্ষনে, পর্যালোচনা/ ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের সুবিধার্থে উভয় পক্ষের সাক্ষ্যাদির ভিত্তিতে দাবী কোস সংক্রান্ত কাগজাদি বিবরণ নিম্নে বর্ণিত ছকে প্রদর্শিত হইল :

ক্রমিক নং.	বাদীর পূর্ণ বিবরণ	শো-কজ চার্জসীট	জবান বন্দি	তদন্ত প্রতিবেদন	মূল্য আদায় ও সন্তুষ্টীকরণ পত্র	ডেবিট নোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
(১)	ইনভয়েস নং-ডিওয়াইএ/১১৭ তারিখ-১১-২-৮৬ দাবী/২৫/৮১-৮২ ডেবিট নোট নং-৭৭ তারিখ-৩১-৩-৮২ কর্তন টাকা-৩,৫০২/০২	..	..	..	..	..	প্র:চ
(২)	ইনভয়েব নং-১৪১ তারিখ ২৫-১০-৮৫ দাবী/কে/৬৩/৮১-৮২ ডেবিট নোট নং-১৬৫ তারিখ-২০-২-৮৮ কর্তনকৃত টাকা-১৩,৩৭৩/৪৫	প্র:ক-৫	..	..	..	..	প্র:চ(১)

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
(৩)	ইনভয়েস নং-২১৭/১৯ তারিখ-২৬-১১-৮১ দাবী/কে/১২৬/৮১-৮২ ডেবিট নোট নং-১৭৯ তাং-১০-৩-৮৮ কর্তনকৃত টাকা-১৪,৭৯৯/৩০	ব:ক-৪	..	..	..	..	ব:চ(২)
(৪)	ইনভয়েস নং-৩৪/৬৯ তারিখ-১৪-৭-৮২ দাবী/এম/৬/৮২-৮৩ ডেবিট নোট নং-৯/৯ তাং-১-৭-৮৯ কর্তনকৃত টাকা-৪৭,৪১১/২১	ব:ক	ব:খ	ব:গ	ব:ঘ	ব:ঙ	ব:চ(৩)
(৫)	ইনভয়েস নং-৫০/৬১ তারিখ-১৭-৪-৮৩ দাবী/এম/৬৯/৮২-৮৩ ডেবিট নোট নং-৫৯ তারিখ-১৭-৮-৮৯ কর্তনকৃত টাকা ২,৬৯৯/২১						ব:চ(৪)
(৬)	ইনভয়েস নং-চালনা/৩২ তাং-১০-৭-৮৭ দাবী/এম/১/৮৭-৮৮ ডেবিট নোট নং-১৯৯ তাং-২২-১১-৮৯ কর্তনকৃত টাকা-৯,৯০৪/৩১	ব:ক-৫	..	..	ব:ঘ-১	ব:ঙ(১)	ব:চ-(৫)
(৭)	ইনভয়েস নং-১৬/৮৩ তারিখ-২৩-৪-৮৬ দাবী/ঘি/৩০/৮৫-৮৬ ডেবিট নোট নং-২৫৯ তারিখ-২২-১-৯০ কর্তনকৃত টাকা ৫,৩৫৬/১৩	ব:ক-৬	...	ব:গ-১	ব:ঘ(২)	ব:ঙ(২)	ব:চ(৬)
(৮)	ইনভয়েস নং-চলনা-৮৬/৪৩ তারিখ-১৬-১১-৮৭ দাবী/এম/৪২/৮৭-৮৮ ডেবিট নোট নং-৪৪৪ তারিখ-৩০-১০-৯০ কর্তনকৃত টাকা-৯,৬৬১/৮৬	..	..	..	..	..	ব:চ(৭)

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
(৯)	ইনডরেস নং-৩০/৪৭ তারিখ-১৭-৫-৮৮ দাবী/কে/৭/৮৮/৮১ ডেবিট নোট নং-৪৫৯ তারিখ-১-১১-৯০ কর্তনকৃত টাকা-১২,৩১৪/৭৮	..	..	..	..	..	প্র:চ(৮)
(১০)	ইনডরেস নং-৪৯ তারিখ-৪-৮-৮৮ দাবী/কে/৩০/৮৮-৮৯ ডেবিট নোট নং-৫৩৬ তারিখ-২২-১২-৯০ কর্তনকৃত টাকা-১২,০৬৮/১৩	..	..	..	..	..	প্র:চ(৯)
(১১)	ইনডরেল নং-৭ তারিখ-২-১-৮৯ দাবী/এম/২৪/৮৮-৮৯ ডেবিট নোট নং-৬০৪ তারিখ-২২-১-৯১ কর্তনকৃত টাকা-৬,৫৩৭-৪৯	..	..	..	..	..	প্র:চ(১০)
(১২)	ইনডরেস নং-৬৮ তারিখ-১৮-১১-৮৮ দাবী/কে/৪২/৮৮-৮৯ ডেবিট নোট নং-৬১১ তারিখ-২৩-১-৯১ কর্তনকৃত টাকা-৮০২৪/৮৭	..	..	..	..	=	প্র:চ(১১)
(১৩)	ইনডরেস নং-১৩/৩৪ তারিখ-৪-২-৮৯ দাবী/কে/৫৯/৮৮-৮৯ ডেবিট নোট নং-৩৫০ তারিখ-২৯-১-৯১ কর্তনকৃত টাকা ১০,৩৮৬/৯৯	..	..	..	..	..	প্র:চ(১২)
(১৪)	ইনডরেস নং-৬৩/৬৮ তারিখ-৩-৯-৮৭ দাবী/কে/২২/৮৭-৮৮ ডেবিট নোট নং-১৯৯/৯১ তারিখ-১৫-৩-৯১ কর্তনকৃত টাকা-৮৪৪.৫০	..	..	..	..	..	প্র:চ(১৩)

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
(১৫)	ইনভয়েস নং-পি এল এন/৮ তারিখ-৯-১২-৮৭ দাবী/এম/৩২/৮৬-৮৭ ডেবিট নোট নং-৩২৩ তারিখ-৯-১০-৯১ কর্তনকৃত টাকা-৪,১৬৩/৪৪	..	..	..	..	..	প্রঃচ(১৪)
(১৬)	ইনভয়েস নং-১১/৮২ তাং-৮-২-৮৮ দাবী/বি/২৬/৮৭-৮৮ ডেবিট নোট নং-৩২৫ তাং-৪-৮-৯২ কর্তনকৃত টাকা-১৩,৪৫৭/৮৪		প্রঃক(১)	প্রঃখ(২)	প্রঃগ(৩)	প্রঃঘ(৪)	প্রঃচ(১৫)
(১৭)	ইনভয়েস নং-২/৬৬ তারিখ-৪-১-৮৮ দাবী/বি/২০/৮৭-৮৮ ডেবিট নোট নং-৩৩১ তারিখ ৯-৮-৯২ কর্তনকৃত টাকা-২৪,৫০১/০৯		প্রঃক(২)	প্রঃখ(২)	প্রঃগ(৩)	প্রঃঘ(৪)	প্রঃচ(১৬)
(১৮)	ইনভয়েস নং-১১৩ তারিখ-৫-৯-৮১ দাবী/এম/৪৮/৮১-৮২ ডেবিট নোট নং-১০৪ তারিখ ২৪-১২-৮৭ কর্তনকৃত টাকা-৩৫,৯৫৯/৯০	..	..	..	..	..	প্রঃচ(১৭)

উপরে উদ্ধৃত ছক হইতে ইহা পরিলক্ষিত হইতেছে যে, মোট ১৪টি ঘাটতি কেসের মধ্যে ৪, ৫, ৭, ১৬, ও ১৭ নম্বর ক্রমিকে বর্ণিত ৫টি কেসে শোকজ (চার্জশীট) ও তদন্ত হইয়াছে। ২ এবং ৩নং ক্রমিকের দাবী কেসে শো-কজ (চার্জশীট) পরিদৃষ্ট হইলেও উহা মৃতক বস্তু-দাতাকারীর উপর জারী হইয়াছিল কিনা তৎসংক্রান্ত কোন নথির বা কাগজাদি বা উহার ভিত্তিতে কোন তদন্ত অনুষ্ঠান হইয়াছিল তাহাও আদালতে দাখিল হয় নাই। এই প্রসংগে ডি, ডব্লিউ-১ জনাব নাছির উদ্দিন ভুইয়া কর্তৃক তাহার জেরায় সাক্ষ্যে এই মর্মে সাক্ষ্য দেওয়া হইয়াছে যে মোট আঠারোটি ঘাটতি কেসের মধ্যে ৭টি কেসে শো-কজ আছে। উক্ত ৭টি কেসের মধ্যে ২টি শোকজ প্রদর্শনী-ক(৩), ক(৪) মৃতক নুরুল ইসলামের উপর জারী হয় নাই। বাকী ১১টা কেসে মৃতক নুরুল ইসলামের উপর কোন শো-কজ চার্জশীট জারী করা হয় নাই। শো-কজ বিহীন ১১টি এবং শো-কজ জারী বিহীন ২টি মোট ১৩টি ঘাটতি কেসে কর্পোরেশনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক টাকা কর্তন করা হইয়াছে।

উপরে বর্ণিত সাক্ষ্যাদি বিবেচনা ও বিশ্লেষনে ইহাই প্রতীয়মান হইতেছে যে, ৪, ৬, ৭, ১৬, ও ১৭ ব্যতিত ছকের অন্যান্য ক্রমিকে বর্ণিত দাবীগুলির কর্তন আইনানুগ নহে কারন ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ১০(১) ধারা ও ১৯৩৭ সনের মজুরী পরিশোধ বিধিমালার ১৪ বিধিতে বর্ণিত বিধানাবলী মোতাবেক কৈফিয়ত তলব ও শুনানী ব্যতিরেকে কোন কর্তন অন্য কোন প্রকারে সমর্থনীয় নহে। কাজেই, ছকের ১-৩, ৫,৮, ৯-১৫ ও ১৮টি ক্রমিকে বর্ণিত ১৩টি ঘাটতি কেসসমূহ সংশ্লিষ্টে ১,৪১,৩১৮/০৬ টাকার বিপরীত দরখাস্তকারীর ২,২৪,৪০০/০০ টাকা কর্তন আইনানুগ নহে তবে ছকের ৪, ৬, ৭, ১৬, ১৭ নম্বর ক্রমিকে বর্ণিত দাবী কেসসমূহ সংশ্লিষ্টে ১,০০৪৩০/৫৮ টাকার কর্তন যথাযথ মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। এমতাবস্থায়, কর্তকৃত ২,২৪,৪০০/০০ টাকা হইতে কর্তন যোগ্য ১,০০৪৩০/৫৮ টাকা এবং প্রদর্শনী-২ এর ভিত্তিতে অন্যান্য কর্তন বাদ দিয়া যে পরিমাণ অর্থ দাড়ঁায় উহাই দরখাস্ত কারীগন ফেরত পাইতে হকদার রহিয়াছেন। প্রদর্শনী-২ হইতে পরিদৃষ্ট হইতেছে যে, প্রতিপক্ষ কর্তৃক দাবী সংক্রান্ত ছাড়পত্র ইস্যু করা হয় ইং ২১-১১-৯৫ তারিখে এবং দরখাস্তকারীগনের পূর্ববর্তী মৃতক নুরুল ইসলাম কর্তৃক অত্র যোকদ্দমা দায়ের করা হয় ইং ১৯-৫-৯৬ তারিখে অর্থাৎ ১৫২ দিনের মাথায়। কাজেই, যোকদ্দমাটি তামাদিতে বারিত নহে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহিত হইল। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে-অত্র যোকদ্দমায় দোতরফা শুনানীতে বিনাখরচায় আংশিক মঞ্জুর হইল। ১৯৩৭ সনের মজুরী পরিশোধ বিধি মালার ২২ (১) ধারার বিধান মোতাবেক দরখাস্তকারীর আবু তোহিত হইতে কর্তনকৃত ২,২৪,৪০০/০০ টাকা হইতে কর্তন যোগ্য ১,০০৪৩০/৫৮ টাকা ও প্রদর্শনী-২ এর ভিত্তিতে অন্যান্য কর্তন বাদে যে পরিমান অর্থ দাড়ঁায় উক্ত অর্থ অদ্য হইতে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে প্রতিপক্ষগনকে নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে দরখাস্তকারীগনের অনুকূলে জমা প্রদানের নিমিত্ত নির্দেশ দেওয়া হইল। অন্যথায় দরখাস্তকারীগন উক্ত অর্থ ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫ (৫) ধারার বিধান মোতাবেক প্রতিপক্ষগন হইতে পাবলিকও ডিমান্ড হিসাবে আদায় করিতে পারিবেন।

অত্র রায়ের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক

স্বা/:
মো: আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,

আই, আর, ও মোকদ্দমা নং-১৫/৯৬

সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক,
মাদারীপুর জেলা সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি
(রেজিঃ নং-৩৪৭০),
কাওরাকান্দি ফেরীঘাট
থানা-শিবচর, জেলা-মাদারীপুর—আপীলকারী।

বনাম

(১) সভাপতি আঃ রব মিয়া
সাধারণ সম্পাদক আঃ খালেক
বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়ন
(রেজিঃ নং-বি-৪৯৪)
প্রধান কার্যালয় :
৪৬/এ, টয়েনবী সার্কুলার রোড,
ওয়ারী থানা-মুত্রাপুর, জেলা-ঢাকা।

(২) রেজিষ্ট্রার ট্রেড অব ইউনিয়ন
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম পরিদপ্তর
৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা—প্রতিপক্ষ।

উপস্থিত-মো: আবদুর রাজ্জাক, (জেলা ও দায়রা জজ), চেয়ারম্যান।
জনাব রশিদ আহামেদ, (মালিক পক্ষ) সদস্য
জনাব ওয়াজেদুল ইসলাম খান, (শ্রমিক পক্ষ), সদস্য।

রায়ের তারিখ:-৩০-১১-৯৮ ইং

রায়

ইহা ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারায় আওতায় দরখাস্তকারী সভাপতি/সাধারন সম্পাদক, মাদারীপুর জেলা সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি রেজিঃ নং-৩৪৭০), কাওরাকান্দি ফেরীঘাট থানা-শিবচর, জেলা-মাদারীপুর কর্তৃক ১নং দ্বিতীয় পক্ষের ইউনিয়নটি যে সকল শাখা কমিটি গুলিয়াছে তাহা বন্ধ করার নিমিত্ত এবং দ্বিতীয় পক্ষে ইউনিয়নটি ১৯৯১ সনের শিল্প সম্পর্ক (সংশোধনী) আইনের ৩(ক)/(X1) ধারার বিধানাবলী লংঘ এবং আইনের পরিপন্থী কার্যাবলী সম্পাদনের কারনে উক্ত ইউনিয়নটি অবৈধ মর্মে এবং ১নং দ্বিতীয় পক্ষের ইউনিয়নটির বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনগত পদক্ষেপ গ্রহনের জন্য ২নং প্রতিপক্ষের প্রতি আদেশ দেওয়ার আবেদন দায়ের করা হইয়াছে।

প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা সংক্ষিপ্তকারে এই যে, তাহাদের ইউনিয়নটি মাদারীপুর জেলার বিভিন্ন সড়ক মহাসড়কে চলাচলকারী বাস মিনিবাস মালিকদের দ্বারা গঠিত এবং বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক রেজেষ্ট্রীকৃত। ১নং প্রতিপক্ষের ইউনিয়নটি পরিবহন শ্রমিকদের একটি রেজিষ্ট্রার্ড ট্রেড ইউনিয়ন এবং ২নং প্রতিপক্ষ প্রথম পক্ষ ও দ্বিতীয় পক্ষসহ তাহার এখতিয়ারাধীন ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রন করিবার বৈধ অধিকারী। ১নং ২য়:

পক্ষ চরম বে-আইনী ভাবে ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ ও ১৯৯৩ সনের শিল্প সম্পর্ক (সংশোধনী) আইন এর বিধি বিধান লংঘন করিয়া দেশের বিভিন্ন স্থানে একাধিক শাখা কমিটি গঠন করিয়া চাঁদাবাজী, রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন এর কর্তৃত্ব গ্রহন করত প্রথম পক্ষ ইউনিয়নের সদস্যদের কাছ থেকে জোরপূর্বক চাঁদা আদায় এবং সমগ্র দেশব্যাপী চাঁদাবাজীর মত অন্যায় ও অবৈধ কর্মকান্ড চালাইয়া যাইতেছে। তাহারা আঞ্চলিক ইউনিয়ন হওয়া সত্বেও ফেডারেশনের ন্যায় দেশব্যাপী কর্মতৎপরতা চালাইয়া শিল্প সম্পর্কিত আইনের বিধি বিধান লংঘন করিয়া প্রথম পক্ষের আইনগত অধিকার হরন ও লংঘন করিয়া চলিয়াছে। প্রতিটি অঞ্চলে শিল্প সম্পর্ক (সংশোধনী) আইন ১৯৯৩ এর ধারা ৩(ক)/(IX)এ সমস্ত যানবাহনকে তিনটি পৃথক শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে যথা-(১) বাস ও মিনিবাস এক শ্রেণীভুক্ত (২) ট্রাক ও ট্যাংকলরী এক শ্রেণীভুক্ত এবং তিন অটোটেম্পো ও টেক্সিকে অন্য শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে এবং কোন একটি অঞ্চলে শুধুমাত্র উপরে বর্নিত তিনটি শ্রেণীর যে কোন একটি শ্রেণীর সমস্ত যানবাহন কমিটিকে রেজিষ্ট্রেশনের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে গন্য করা হইয়াছে। ইহা ব্যতিরেকে প্রতিটি অঞ্চলে রেজিষ্ট্রার্ড ইউনিয়ন থাকা সত্বেও ১নং ২য়: পক্ষের শাখা কমিটি তাহাদের সদস্য নয় এমন শ্রমিকদের কাছ থেকেও জোরপূর্বক চাঁদা আদায় করিয়া থাকে। সায়েদাবাদ অন্তঃজেলা সড়ক পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়ন রেজিঃ নং-ঢাকা-৩২৭৩, মুন্সীগঞ্জ জেলা সড়ক পরিবহন ইউনিয়ন, রেজিঃ নং-৩০২৫, মাদারীপুর জেলা সড়ক পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিঃ নং-১৪৭, শরিয়তপুর জেলা বাস মিনিবাস পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিঃ নং-৩৪৭১, নামক কয়েকটি সংগঠন থাকা সত্বেও ১নং ২য়: পক্ষের ইউনিয়নটি সায়েদাবাদ আন্তঃজেলা বাস টার্মিনালে চাঁদাবাজির জন্য শাখা প্রনয়ন করে এবং দেশের দক্ষিন ও উত্তরাঞ্চলের আঞ্চলিক প্রায় ১০টি ইউনিয়নভুক্ত সদস্য গাড়ীগুলি হইতে ১নং ২য়: পক্ষ বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়নটি অবৈধভাবে লেভী/চাঁদা আদায় করিয়াছে যাহার পরিমান প্রতি গাড়ী হইতে ৩০/, ৪০/, ৬০/, টাকা হারে আদায় করিয়াছেন। প্রথমতঃ ঢাকা-মাওয়া তাজতলা সড়ক পরিবহন শ্রমিক কমিটি নামে ২৫/ টাকা, দ্বিতীয়তঃ বেতগাঁও সড়ক পরিবহন শ্রমিক কমিটি নামে ১০/ টাকা, তৃতীয়তঃ মাওয়া সড়ক পরিবহন শ্রমিক নামে ২০/, টাকা, চতুর্থতঃ শিবচর সড়ক পরিবহন শ্রমিক কমিটি নামে ২৫/ টাকা করে সর্বমোট ৮০/ টাকা করিয়া দৈনিক প্রতি শ্রমিকের থেকে জোর পূর্বক আদায় করিয়া থাকেন শাখা কমিটির সদস্য না হওয়া সত্বেও ১নং ২য়: পক্ষ দৈনিক এইরূপ সন্ত্রাস সৃষ্টি করিয়া লক্ষ লক্ষ টাকা নিরীহ শ্রমিকদের কাছ থেকে জোরপূর্বক আদায় করিয়া সমগ্র দেশব্যাপী এক ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করিয়াছে। বিষয়টি ২নং ২য়: পক্ষকে জনানো সত্বেও ২নং ২য়: পক্ষ ১নং ২য়: পক্ষের বিরুদ্ধে কোন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করেন নাই। কাজেই, প্রথম পক্ষ কর্তৃক ১নং ২য়: পক্ষের বিরুদ্ধে অত্র মোকদ্দমা করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

১নং দ্বিতীয় পক্ষ ও ২নং ২য়: পক্ষ কর্তৃক পৃথক পৃথক লিখিত দাখিলী জবাবের ভিত্তিতে অত্র মোকদ্দমা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হইয়াছে।

১নং দ্বিতীয় পক্ষের সুনির্দিষ্ট মোকদ্দমা এই যে, ১নং দ্বিতীয় পক্ষ ইউনিয়নটি বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়ন হিসাবে ইং ২৪-১১-৫৬ তারিখে নিবন্দন লাভ করে (রেজিঃ বি-৪৯৪)। ইউনিয়নটির অনুমোদিত সংবিধানের ৪নং ধারা অনুযায়ী ঢাকা অথবা ঢাকা হইতে ঢাকার বাহিরে যাতায়াতকারী বে-সরকারী বাস, ট্রাক, ও ট্যাংকলরী, মিনিবাস কোষ্টার, টেক্সী, টেম্পো প্রভৃতি মটরযানের ও কর্তৃক পক্ষের অধীনে কর্মরত ১৮ বৎসর বা উর্দ্ধ যে কোন শ্রমিক কার্য নির্বাহী কমিটির অনুমোদনক্রমে ইউনিয়নের সদস্য পদ লাভ করিতে পারে। তদনুযায়ী তাহাদের ট্রেড ইউনিয়নের সদস্যগন কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

কার্য নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে শাখা অফিস আঞ্চলিক অফিস এবং শাখা কমিটি পরিচালনা করিতে পারেন এবং ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের নিকট হইতে ইউনিয়ন কর্তৃক নির্ধারিত চাঁদা ও লেভী আদায় করিতে পারেন। তদনুযায়ী ইউনিয়নটি তাহার কার্যক্রম বৈধ ভাবে পরিচালনা করেন।

সুতরাং ১নং দ্বিতীয় পক্ষ ইউনিয়নটির অর্জিত অধিকার (Vestad Right) কেন্দ্র করিয়া প্রতিপক্ষ কর্তৃক কোন প্রশ্ন করিবার এখতিয়ার নাই। কাজেই, অত্র মোকদ্দমাটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারার বিধান দ্বারা বারিত বিধায় চলিতে পারে না।

২নং দ্বিতীয় পক্ষের দাখিলী জবাব মতে তাহাদের বক্তব্য এই যে, ১নং দ্বিতীয় পক্ষের ইউনিয়নটি ২নং ২য়: পক্ষ কর্তৃক ইং ২৪-১১-৫৬ তারিখে নিবন্ধনকৃত এবং তাহাদের অনুমোদিত সংবিধান অনুযায়ী তাহার চাকা হইতে চাকার বাহিরে যাতায়াতকারী বেসরকারী বাস, ট্রাক, টেন্কর, লরী, মিনিবাস, কোষ্টার, টেম্পো প্রভৃতি মটরযান ও তাহার কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্মরত যে কোন শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্য পদ লাভ করিবার বিধান রহিয়াছে। ২নং দ্বিতীয় পক্ষের বক্তব্য ১নং পক্ষ অনুমোদিত সংবিধান অনুযায়ী বিভিন্ন স্থানে কার্য কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে শাখা অফিস, আঞ্চলিক অফিস এবং কমিটি অফিস পরিচালনা করিতে পারেন এবং ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের নিকট হইতে ইউনিয়ন কর্তৃক চাঁদা ও লেভী আদায় করিতে পারেন।

অতঃপর ইং ১১-৮-৯৬ তারিখ রক্ষনীয় প্রশ্নে দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক একটি দরখাস্ত দেওয়া হয় যাহাতে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, প্রথম পক্ষ কর্তৃক ঘোষনার দাবীতে অত্র মোকদ্দমা করার উহা অত্র আদালতের এখতিয়ার বহির্ভূত। কাজেই, রক্ষনীয় বিষয় শুনানী গ্রহন করার নিমিত্ত একটি দরখাস্ত দায়ের করা হয় এবং উহার অনুলিপি প্রথম পক্ষ কর্তৃক সহি স্বাক্ষরক্রমে গ্রহন করা হইয়াছে।

বিচার্য বিষয়:-

(১) প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারায় রক্ষনীয় কিনা,

পর্যবেক্ষন ও সিদ্ধান্ত

আলোচনার প্রারম্ভে বিচার্য বিষয় সম্পর্কে মালিক পক্ষের বিজ্ঞ-সদস্য জনাব রশিদ আহমদ কর্তৃক যে পর্যবেক্ষন সহ একটি লিখিত মতামত প্রদান করা হইয়াছে তাহার সংশ্লিষ্ট অংশ নিম্নে উল্লেখ করা হইল:-

---

১৯৯৩ সনের শিল্প সম্পর্ক (সংশোধনী) আইন এর ৩ (ক) /(IX) ধারারলংঘনের দায়ে ৩৪ ধারার মামলা করেছেন।

মামলার আরজিতে বর্ণিত আইনের বিধান লংঘন করে বিভিন্ন স্থানে শাখা কমিটি গঠন করে জোর পূর্বক চাঁদা আদায় করেছে। শিল্প সম্পর্ক (সংশোধনী) আইনের ১৯৯৩ এর ৩(ক)/(IX) ধারা লংঘন করে যানবাহনের শ্রেণী বিন্যাস ব্যতিরেকে সকল যানবাহনে ও উহাদের শ্রমিককে একত্রিত করে আইন বিরোধী অপকর্মে লিপ্ত রয়েছে। তাহাদের মামলার

বিন্যাস ও রিজিওনের কথা থাকলেও তারা সমগ্র বাংলাদেশ ভিত্তিক সকল যানবাহনের জন্য ইউনিয়ন গঠন করেছে যা বে-আইনী। (২) তারা বে-আইনী ভাবে শাখা কমিটি গঠন করেছে, (৩) অবৈধ ও জোরপূর্বক চাঁদা আদায় করেছে।

তাদের অভিযোগের সমুদয় বিষয় শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ ১৯৬১ এর ১০ ধারার বি, সি, ও এই উপধারায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তাই আবেদনকারী উক্ত ধারায় রেজিষ্টার অব ট্রেড ইউনিয়নের নিকট আবেদন করতে পারেন। চাঁদা আদায়ের বিষয়টি ও ইউনিয়নের গঠনতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত বিধায় ১০ ধারার আওতাধীন। তারা জোর পূর্বক যদি চাঁদা আদায় করে থাকে তবে তা ফৌজদারী আইন অনুযায়ী শাস্তি যোগ্য অপরাধ। তাই তারা ফৌজদারী মামলার আশ্রয় নিতে পারেন।

বর্ণিত অবস্থায় পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য মামলাটি বর্তমান স্তরে ও প্রেক্ষাপটে আই আর ও এর ৩৪ ধারা অনুযায়ী রক্ষনীয় নয় বিধায় খারিজ যোগ্য।"

নালিশা দরখাস্তের বক্তব্যের ভিত্তিতে ও বিজ্ঞ-সদস্যর মতামতের সহিত আমি আরেকটুকু যোগ করিয়া বলিয়া চাই যে, ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারার বিধান মোতাবেক কোন মোকদ্দমা রক্ষনীয় করিতে হইলে যিনি মোকদ্দমা আনয়ন করেন তাহাকে অবশ্যই ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ২ (XXVIII) ধারার সংজ্ঞা মতে একজন শ্রমিক হইতে হইবে। যিনি মালিকের সংজ্ঞায় পরিবেন না এবং তাহার নিয়োগের শর্ত ব্যক্ত হউক বা অব্যক্ত হউক শিক্ষানবিশ হিসাবে কোন প্রতিষ্ঠান বা শিল্পে নিযুক্ত আছেন এইরূপ ব্যক্তি হইতে হইবে। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে প্রথম পক্ষ কোন শ্রমিকের সংজ্ঞাভুক্ত ব্যক্তি নহে। ইহা ব্যতিরেকে নালিশ দরখাস্তের শেষাংশে প্রর্থনা কলামে যে, সকল প্রার্থনা করা হইয়াছে তাহা প্রথম পক্ষ কর্তৃক দ্বিতীয় পক্ষের উপর প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দাবী করা হইয়াছে। কিন্তু শ্রম আদালত ১৯৬০ সনের শিল্প সম্পক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারার বিধান মোতাবেক অর্জিত বা আইনের দ্বারা প্রদত্ত অধিকার কার্যকরনের আদেশ দান ব্যতিরেকে নতুন ভাবে অধিকার প্রতিষ্ঠা করার কোন আদেশ দেওয়ার এখতিয়ার সংরক্ষণ করেননা। এই প্রসংগে চেয়ারম্যান বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড-বনাম-শ্রম আদালত খুলনা, ১৯৮১ বিএলডি (এডি)-৪৯ এ প্রদত্ত নজিরের অনুসরন করা যাইতে পারে। কাজেই, আমি ও মালিক পক্ষের বিজ্ঞসদস্যের সহিত একমত পোষন করিয়া বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, প্রথম পক্ষের মোকদ্দমাটি ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারার আওতায় রক্ষনীয় নহে। উল্লেখ্য যে, শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ-সদস্যের সহিত বিষয়টি নিয়া আলোচনা করা হইতে তিনি দ্বিমত পোষন করেন নাই এবং দ্বিমত পোষন করিয়া কোন লিখিত মতামত দাখিল করিবেন না বলিয়া আদালতকে জ্ঞাত করেন। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে,-অত্র মোকদ্দমা শুনানীতে রক্ষনীয় নহে মর্মে খারিজ করা হইল।

অত্র রায়ের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

স্বাঃ-
মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান

আই, আর, ও, মামলা নং-২১/৯৬

বঙ্গবন্ধু এভিনিউ হকার্স সমিতি (রেজি: নং-১২৪২),
প্রতিনিধিত্বে-ইহার সাধারণ সম্পাদক জনাব মো: মজলুর রহমান
বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, থানা-মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন,
ঢাকা বিভাগ,
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
৯, বিজয় নগর, ঢাকা-১০০০।

(২) আবদুল জব্বার, প্রাক্তন সভাপতি,
বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, হকার্স সমিতি,
বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, মতিঝিল,
ঢাকা-১০০০।

(৩) জনাব নুরুল ইসলাম মঞ্জু
প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক,
বঙ্গবন্ধু এভিনিউ হকার্স সমিতি,
বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, মতিঝিল,
ঢাকা-১০০০—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং-১৯ তারিখ- ৭-৯-৯৮ইং

প্রথম পক্ষ মামলাটি প্রত্যাহার করিবার জন্য দরখাস্ত দিয়াছেন। দ্বিতীয় পক্ষগণ উপস্থিত। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব আনোয়ারুল আফজাল ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব ফজলুল হক মন্টু উপস্থিত আছেন। আহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। প্রথম পক্ষের বক্তব্য শুনিলাম প্রথম পক্ষকে মামলাটি প্রত্যাহার করিবার অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে। সদস্যগণ একমত পোষণ করেন এবং আদেশ নামায় স্বাক্ষর দিয়াছেন। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে-প্রথম পক্ষকে মামলাটি প্রত্যাহার করিবার অনুমতি প্রদান করা হইল।

অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মো: আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,

আই, আর, ও, কেস নং-২৪/৯৬

হাসান সরদার, বিল্ডিং ২২/এ ডি রোড
রেলওয়ে কলোনী, শাহজাহানপুর, ঢাকা'—প্রথম পক্ষ।

বনাম

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
রবিন ক্যাপস লিঃ;
জনতা ভবন,
১/১ পূর্ব কমলাপুর—দ্বিতীয় পক্ষ।

আদেশের কপি

আদেশ নং-২১ তারিখ-২৪-১১-৯৮

মামলাটি শুনানীর জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত। তাঁহার আইনজীবী সময়ের দরখাস্ত দিয়াছেন। দ্বিতীয় পক্ষের আইনজীবী হাজিরা দিয়াছেন। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব রশিদ আহামেদ ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব ওবায়দুল ইসলাম খান উপস্থিত আছেন। তাঁহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। নথি দেখিলাম এবং উভয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবীগণের বক্তব্য শুনিলাম। নথিদৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রথম পক্ষ গত ৭ ১-৯৮, ২৪-২-৯৮, ১৯-৪-৯৮; ২-৬-৯৮, ১৪-৭-৯৮, ১২-৮-৯৮ এবং ২৮-৯-৯৮ তারিখে অনুপস্থিত ছিলেন। ইহাতে প্রতিয়মান হয় যে, প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। এমতাবস্থায় সময়ের দরখাস্ত অগ্রাহ্য হইল। প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতিজনিত কারণে মামলাটি খারিজ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। সদস্যগণ একমত পোষণ করেন এবং আদেশ নামায় স্বাক্ষর দিয়াছেন। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে—মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতিজনিত কারণে খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মো: সফদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,

মজুরী পরিশোধ মোকদ্দমা নং-২৪/৯৩

আমিনুর রহমান,
পিতা-এ, মালেক,
প্রযত্নে-নাজমা আক্তার,
২০০ শান্তিবাগ, ঢাকা—প্রথম পক্ষ।

বনাম

স্নো হোয়াইট গার্মেন্টস লিঃ,
১, ডি, আই, টি রোড,
হাজীপাড়া, রামপুরা,
থানা-সবুজবাগ, ঢাকা
প্রতিনিধিত্বে-ইহার
ব্যবস্থাপনা পরিচালক। —দ্বিতীয় পক্ষ।

আদেশের কপি

আদেশ নং-২২ তারিখ-৭-১০-৯৮ইং

মামলাটি শুনানীর জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ উপস্থিত হইয়া মামলাটি প্রত্যাহার করিবার জন্য দরখাস্ত দিয়াছেন। দ্বিতীয় পক্ষের আইনজীবী হাজিরা দিয়াছেন। শুনিলাম। দ্বিতীয় পক্ষের কোন আপত্তি নাই। কাজেই, প্রথম পক্ষকে মামলাটি প্রত্যাহার করিবার অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে-প্রথম পক্ষকে মামলাটি প্রত্যাহার করিবার অনুমতি প্রদান করা হইল।
অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,

আই, আর, ও, কেস নং-২৫/৯৯

রোকন, অপারেটর, কার্ড নং-১০,
৫৮/২৮ মুগদাপাড়া, ঢাকা। —দরখাস্তকারী।

বনাম

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
জমিল ফ্যাশন লিঃ,
কানডা ভবন,
১/১ নর্থ কমলাপুর। —প্রতিপক্ষ।

আদেশের কপি

আদেশ নং-২২ তারিখ-২৪-১১-৯৮

মামলাটি শুনানীর জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত। তাহার আইনজীবী সময়ের দরখাস্ত দিয়াছেন। দ্বিতীয় পক্ষের আইনজীবী হাজিরা দিয়াছেন। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব রশিদ আহামেদ ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব ওয়াহেদুল ইসলাম খান উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। নথি দেখিলাম এবং উভয় পক্ষের আইনজীবীগণের বক্তব্য শুনিলাম। নথিদৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রথম পক্ষ গত ৭-১-৯৮, ২৪-২-৯৮, ১৯-৪-৯৮ ২-৬-৯৮, ১৪-৭-৯৮, ১২-৮-৯৮ এবং ২৮-৯-৯৮ইং তারিখ অনুপস্থিত ছিলেন। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। এমতাবস্থায় প্রথম পক্ষের

আইনজীবী কর্তৃক হাজিরা সময়ের দরখাস্ত অগ্রাহ্য করা হইল। কাজেই, প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতিজনিত কারণে মামলাটি খারিজ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। সদস্যগণ একমত পোষণ করেন এবং আদেশনামায় স্বাক্ষর দিয়াছেন। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে-প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতিজনিত কারণে মামলাটি খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মো: আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,

আই. আর. ও. কেস নং-১০/১৯৯৬

হাবিবুর রহমান হাওলাদার,
পিতা-এ, খালেক,
প্রযত্নে-মাহফুজা আক্তার,
১০০, খিলগাঁও, ঢাকা। —প্রথম পক্ষ

বনাম

প্রো. হোয়াইট গার্মেন্টস লি:
১, ডি, আই, টি রোড,
হাজীপাড়া, রামপুরা,
থানা-সবুজবাগ, ঢাকা।
প্রতিনিধিত্বে-উহার ব্যবস্থাপনা পরিচালক। —দ্বিতীয় পক্ষ

আদেশের নকল

আদেশ নং-২৭ তারিখ-৮-১০-৯৮

মামলাটি আদেশের জন্য ধার্য আছে। উভয় পক্ষ অনুপস্থিত এবং কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব উইং কমান্ডার এম, এ, আজিজ খান (অব:) এবং শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব হাবিবুর রহমান আকন্দ উপস্থিত আছেন। তাঁহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। নথিদৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রথম পক্ষ গত ৭-১০-৯৮ তারিখ মামলাটি প্রত্যাহার করার জন্য দরখাস্ত দিয়াছেন। দ্বিতীয় পক্ষের আপত্তি নাই। কাজেই, প্রথম পক্ষকে মামলাটি প্রত্যাহার করিবার অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে। সদস্যগণ একমত পোষণ করেন এবং আদেশ নামায় স্বাক্ষর দিয়াছেন। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে- প্রথম পক্ষকে মামলাটি প্রত্যাহার করিবার অনুমতি প্রদান করা হইল।

অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মো: আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,

অভিযোগ কেস নং–৩১/৯৮

মোঃ সেকান্দর আলী,
প্রযত্নে-শাহ আলম,
গ্রাম-কাটনারপাড়া,
থানা+জেলা-বগুড়া। — প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
লোগান মার্কেটিং কোম্পানী
১২-১৪ ল্যান্ড মার্ক বিল্ডিং
গুলশান–২, ঢাকা-১২১২।

(২) এরিয়া ম্যানেজার,
লোগান মার্কেটিং কোম্পানী
রংপুর। —দ্বিতীয় পক্ষদ্বয়

আদেশের কপি

আদেশ নং-২২ তারিখ--৮-১১-৯৮

মামলাটি আদেশের জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত এবং কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। দ্বিতীয় পক্ষের আইনজীবী হাজিরা দিয়াছেন। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব হামিদ আহমেদ ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব ওয়াজেদুল ইসলাম খান উপস্থিত আছেন। তাঁহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। নথি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রথম পক্ষ গত ৩১-৮-৯৮ ২০-৯-৯৮, ১২-১০-৯৮ এবং ২৭-১০-৯৮ তারিখ অনুপস্থিত ছিলেন। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। কাজেই, মামলাটি খারিজ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। সদস্যগণ একমত পোষণ করেন এবং আদেশ নামায় স্বাক্ষর দিয়াছেন। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে-মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতিজনিত কারনে খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,

মজুরী পরিশোধ মামলা নং-৩১/৯৬

সামছুল হক,
গ্রাম-মোহাম্মদপুর, পোঃ মোহনপুর,
থানা-মতলব, জেলা চাঁদপুর—
প্রথম পক্ষ/দরখাস্তকারী।

বনাম

(১) বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্পোরেশন,
প্রতিনিধিত্বে-ইহার চেয়ারম্যান,
৫, দিলকুশা বা/এ, মতিঝিল,
ঢাকা-১০০০।

(২) মহা-ব্যবস্থাপক (বাণিজ্য)
যাত্রী শাখা, বি, আই, ডাব্লিউ, টি, সি,
৫, দিলকুশা বা/এ, মতিঝিল,
ঢাকা-১০০০—প্রতিপক্ষদ্বয়।

উপস্থিতঃ-মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, (জেলা ও দায়রা জজ),
-চেয়ারম্যান, দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা ও
মজুরী পরিশোধ কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।

রায়ের তারিখঃ-২৭/৩/৯৮

রায়

ইহা ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫(২) ধারার আনিত একটি দরখাস্ত। দরখাস্তকারীর বক্তব্য সংক্ষিপ্তাকারে এই যে, তিনি প্রতিপক্ষ প্রতিষ্ঠানে ইং ৩০-৮-৫৫ তারিখে স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে কার্যে যোগদান করতঃ ইং ৩১-১২-৯৪ তারিখে বার্জ সারেং (কোড নং-৮৪১৯৫) হিসাবে চাকুরী হইতে অবসর প্রাপ্ত হন। তাহার শেষ বেতন থাকে ২,৮৫০.০০ টাকা। তিনি আনুতোষিক বাবদ প্রাপ্য হন ২,০১,২৪০/০০ টাকা। প্রতিপক্ষগণ কর্তৃক ঘাটতির অজুহাতে ইং ২১-১১-৯৫ তারিখের দাবী সংক্রান্ত ছাড়পত্রের মাধ্যমে তাহার প্রাপ্য আনুতোষিক হইতে ১,১১,২১৫/৬৫ টাকা বে-আইনী ভাবে কর্তন করিয়া রাখা হয়। ঘাটতির জন্য চাকুরীরত অবস্থায় তাহাকে প্রতিপক্ষগন কর্তৃক কোন প্রকার চার্জশীট বা আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হয় নাই। উক্ত কর্তনের বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ করেন এবং সর্বশেষ রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে তাহার এ্যাডভোকেটের মাধ্যমে অবৈধ কর্তনের টাকা ফেরত চাহিয়া প্রতিপক্ষ বরাবরে লিগ্যাল নোটিশ প্রেরণ করেন। তাহার অবসর গ্রহণের পরে দীর্ঘ কাল ধরিয়া প্রতিপক্ষ পেই পিছু করিয়া তাহাকে ঘুরাইয়া অবশেষে ইং ২১-১১-৯৫ তারিখে তাহার পাওনাসমূহ হইতে উক্তরূপ অন্যায় কর্তন করিয়া পরিশোধ করেন। তিনি ইহাতে মর্মাহত হইয়া গ্রামের বাড়ীতে চলিয়া যান এবং বার্ধক্যজনিত কারণে শারিরীক ভাবে অসুস্থ হইয়া পড়েন। ফলে অত্র দরখাস্ত করিতে তাহার অনিচ্ছাকৃত বিলম্ব ঘটে। বিলম্ব মওকুফ করতঃ অবৈধভাবে কর্তনকৃত ১,১১,২১৫/৬৫ টাকা ক্ষতিপুরন ফেরতের প্রার্থনায় তিনি এই মোকাদ্দমা করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

বাংলাদেশ আভ্যন্তরীন নৌ-পরিবহন কর্পোরেশন এর পক্ষের সচিব ও জেনারেল ম্যানেজার (কমার্শিয়াল) জনাব মো: মাজহারুল হক এর যৌথ স্বাক্ষরে দাখিলী জবাবের ভিত্তিতে অত্র মোকদ্দমা প্রতিদাখিতা করা হইয়াছে। পতিপক্ষে অন্যান্য আপত্তর মধ্যে মূল আপত্তি এই যে, দরখাস্তকারীর মোকদ্দমা তামাদিতে বারিত। ইহা ব্যতিরেকে পতিপক্ষের সুনির্দিষ্ট মোকদ্দমা এই যে, বি, আই, ডব্লিউ, টি, সির নিজস্ব সার্কুলার মোতাবেক প্রতিটি ঘাটতি ১৫,০০০/০০ টাকার নীচে হইলে বিভাগীয় সিদ্ধান্তক্রমে এবং ইহার উর্দ্ধে হইলে তদন্তক্রমে ডেবিট নোট ইস্যুর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর নিকট হইতে হিস্যা মোতাবেক ঘাটতির টাকা আদায় করিয়া থাকেন। দরখাস্তকারী পরিবহনজনিত ১৭টি ঘাটতি কেসের সংগে জড়িত ছিলেন। তাহাকে চার্জসীট প্রদান করা হয়। তিনি ইহার জবাব দেন। তাহাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিয়া তদন্তের মাধ্যমে তিনি দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় সকলের ন্যায় আনুপাতিক হিস্যা হিসাবে তাহার নিকট ১,১১,২১৫/৬৫ টাকার দাবী ডেবিট নোট ইস্যুর মাধ্যমে আদায় করা হইয়াছে। কাজেই, দরখাস্তকারী ঘাটতিজনিত কর্তনের টাকা ফেরত পাইতে পারেন না বিধায় তাহার মোকদ্দমা খরচাসহ খারিজযোগ্য।

বিচার্য বিষয়:

(১) অত্র মোকদ্দমা তামাদিতে বারিত কিনা ?

(২) দরখাস্ত কারী দাবী মতে কর্তনের টাকা ফেরত পাইতে হকদার কিনা?

পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত:

বিচার্য বিষয় নম্বর ১ ও ২

সংক্ষিপ্তকরন আলোচনার সুবিধার্থে উভয় বিচার্য বিষয় দুইটি একত্রে গৃহীত হইল। ইহা স্বীকৃত যে, দরখাস্তকারীর অনুকূলে ২,০১,২৪০/-টাকা আনুতোষিক হিসাবে মঞ্জুর হয় এবং ১৭টি ঘাটতি কেস সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে ১,১১,২১৫.৬৫ টাকা কর্তন করা হয়। দরখাস্তকারীর দাবী উক্ত কর্তন আইনানুগ ও বিধিবিধান সম্মত নহে বিধায় তিনি উক্ত অর্থ ফেরত পাইতে হকদার। অপরদিকে প্রতিপক্ষের বক্তব্য হইতেছে যে, কর্তন আইনানুগ ও বিধি সম্মত।

দরখাস্তকারী সামসুল হক পি, ডব্লিউ-১ হিসাবে সাক্ষ্য দিয়াছেন এবং তাহার দাখিলী কাগজাদি যথাক্রমে-চাকুরীর খতিয়ান বহি, প্রদর্শনী-১, আনুতোষিক বিবরণী প্রদর্শনী-২, দাবী সংক্রান্ত ছাড়পত্র, প্রদর্শনী-৩, উকিল নোটিশ প্রদর্শনী-৪ ও রেজিষ্ট্রি রশিদ, প্রদর্শনী-৫ হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে প্রতিপক্ষ পক্ষে বি, আই, ডব্লিউ, টি, সির প্রধান কার্যালয়ের সহ-ব্যবস্থাপক (দাবী) জনাব মো: বেলায়েত কর্তৃক ডি, ডব্লিউ-১ হিসাবে সাক্ষ্য প্রদান করা হইয়াছে এবং প্রতিপক্ষের পক্ষে দাখিলী কাগজাদি যথাক্রমে প্রদর্শনী ক সিরিজ হইতে চ সিরিজ ভুক্তে চিহ্নিত করা হইয়াছে। পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে মোকাদ্দমার সংশ্লিষ্ট কাগজাদির বিবরণ এক আকারে নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

ক্রমিক নং	ঘাটতির বিবরণ	নোটিশ/ চার্জশীট	জবাব	জবাব খন্ডন	তদন্ত প্রতিবেদন	মূল্য আদায় ও সতর্কীকরণপত্র	ডেবিট নোট
(১)	ইনভয়েস নং তারিখ-দাবী/ কেস-দাবী/এম/১৮/৭৬ ডেবিট নোট নং ৩৬ তারিখ-২৯-৪-৭৮ কর্তনকৃত টাকা-৫৩৩/৮২	..	...	..	...	...	প্রঃচ
(২)	ইনভয়েস ৪১ তাং-১৬- ৩-৮৪ দাবী/কেস/দাবী/ দে/১/৮৪-৮৫ ডেবিট নোট নং-৬৩ তারিখ-২৪-৩-৮৫ কর্তনকৃত টাকা-৮২৮০/০০	.	---	---	..	..	প্রঃচ(১)
(৩)	ইনভয়েস নং-৫৫৫/১৮০৪২ তারিখ-১৬ ১০-৭৯ দাবীকেস দাবী/পি/১৪/৭৯-৮০ ডেবিট নোট নং-৭ তাং-২-৭-৮৩ কর্তনকৃত টাকা-৫২৫০/৮৪	..	..	—	..	..	প্রঃচ (২)
(৪)	ইনভয়েস নং-২৫/৯৯ তারিখ-৯-১-৮৭ দাবীকেস নং-দাবী/বাদা/কে এ/কে ৯৫/৮৬/৮৭ ডেডিট নোট নং-৩২৮ তারিখ-২০-২-২০ কর্তনকৃত টাকা-৩৫২১/২৭	..	..	..	..	—	প্রঃচ(৩)

(৫)	ইনভয়েস নং-৫২/৭৫ তারিখ-৩০-১০-৮৬ দাবী কেস নং-দাবী/বাদা কে এ/কে ১৬/৮৩-৮৭ ডেবিট নোট নং-১৭৭ তারিখ—৮-৩০-৯০ কর্তনকৃত টাকা-২১৩৮/০৭	..	—	..	..	..	প্রঃচ(৪)
(৬)	ইনভয়েস নং-৮/৯৯ তারিখ-৮-২-৮৮ দাবীকেস নং-দাবী/বাদা/ কেএ/কে/৩৩/৮৭-৮৮ ডেবিট নোট নং-৪২৬ তারিখ-২৬-১০-৯১ কর্তনকৃত টাকা-১২,৬১১/৫৩	..	..	...	প্রঃঘ	..	প্রঃচ(৫)
(৭)	ইনভয়েস নং-৫৪/৮০ তারিখ-২৬-১০-৮৮ কেস নং-দাবী/বাদা/কেএ/ কে/৩৬/৮৮-৮৯ ডেবিট নোট নং-৬০৬ তারিখ-২২-১-৯১ কর্তনকৃত টাকা ৫০০১/৬৫			...	প্রঃঘ(১)	..	প্রঃচ(৬)
(৮)	ইনভয়েস নং-চালনা/৮৭/৩৪ তারিখ-১৬-১১-৮৭ কেস নং-দাবী/বাদা/কে এ/ এস/৪৩/৮৭/৮৮ ডেবিট নোট নং-১৪৬ তারিখ-১২-৩-৯১ কর্তনকৃত টাকা-৫৬৪৭/৬১	প্রঃক-৩	প্রঃ খ-৩ স্বত্বত প্রঃ খ-১	প্রঃ গ	প্রঃ ঘ-২	প্রঃ ঙ	প্রঃচ(৭)

ক্রমিক নং	ঘাটতির বিবরণ	শোকজ/ চার্জসীট	জবাব	জবাব বলি	তদন্ত প্রতিবেদন	মূল্য আদায় ও সতর্কী করণ পত্র	ডেবিট নোট
(৯)	ইনভয়েজ নং চালনা/১০৯/৫৯ তারিখ-২৪-১০-৮৫ কেস নং-দাবী/খাদ্য/কে এ/ এস/১৫/৮৫/৮৬ ডেবিট নোট নং-১৬৫ তারিখ-১৯-৩-৯১ কর্তনকৃত টাকা-১০,৪২৫/২৮	প্রঃক-৩	প্রঃ খ-৩ বক্তব্য প্রঃ খ-৩-১	প্রঃ গ ৩	--	প্রঃঙ-১	প্রঃচ(৮)
(১০)	ইনভয়েস নং-চালনা/৯ তাঃ-১১-১১-৮৫ কেস নং-দাবী/খাদ্য/কে এ/ পি/৪/৮৫-৮৬ ডেবিট নোট নং-১৬৮ তাঃ ১৯-৩-৯১ কর্তনকৃত টাকা-১২,৮১৩/৪৮	প্রঃ ক-২	প্রঃখ-২ বক্তব্য প্রঃ খ-২(১)	--	প্রঃ ঘ-৪	প্রঃ ঙ-২	প্রঃ চ(৯)
(১১)	ইনভয়েস নং চালনা/৪/৬১ তারিখ কেস নং-দাবী/খাদ্য/কে এ/প্রঃক-১ এস/৩৩/৮৫-৮৬ ডেবিট নোট নং-৩১৩ তারিখ ২০-৫-৯১ কর্তনকৃত টাকা-১৮,০৯১/৮৪		প্রঃ খ-১ বক্তব্য প্রঃ খ-১(১)	..	প্রঃ ঘ-৫	প্রঃঙ-৩	প্রঃচ(১০)

(১২) ইনভয়েস নং-২৭/৪৬ তারিখ-২৯-৩-৮৬ কেস নং-দাবী/খাদ্য/কে এ/ এস/৩/৮৬-৮৭ ডেবিট নোট নং-৫৫২ তারিখ-২৭-৮—৯১ কর্তনকৃত টাকা-৬৫৫৮/৫০	ঐ	—	—	প্রঃ-ক-৬	—	ঐ(১০)
(১৩) ইনভয়েস নং-১০৩/ তারিখ-৭-৭-৮৭ কেস নং-বিএ ডিপি/কে এ/ এস/৩/৮৯-৯০ ডেবিট নোট-৬৪৮ তারিখ-১৯-১০-৯১ কর্তনকৃত টাকা-৮১৮/৩২		...	..	..	..	প্রঃ চ(১১)
(১৪) ইনভয়েস নং-২৬/৪ তারিখ-১৭-৫-৮৮ কেস নং-খাদ্য/কে এ/শে/ ৪/৮৮-৮৯ ডেবিট নোট নং-১৭৪ তাং-১৫-৪-৯২ কর্তনকৃত টাকা-৭,১৯৬/২৮		..	:	..	প্রঃক-৭	প্রঃচ(১৩)
(১৫) ইনভয়েস নং-১৮/৪৮ তারিখ-৮-৬-৮৮ কেস নং-খাদ্য/কে এ/কে ১৫/৮৮/৮৯ ডেবিট নোট নং ১৮২ তারিখ-১৯-৪-৯২ কর্তনকৃত টাকা-১০,০৫৪/৮২		...	..	..	প্রঃ ক-৮	প্রঃ চ(১৪)

ক্রমিক নং	ঘাটতির বিবরণ	শোকজ/ চার্জশীট	চুক্তি	জবাবদি	তদন্ত প্রতিবেদন	মূল্য আদায় সতর্কীকরণ পত্র	ডেবিট নোট
(১৬)	ইনভয়েস নং-২২/৫৯২০ তারিখ-৮-১২-৯১ কেস নং-সিমেন্ট/কে এ/কে/ ১/৯১- ৯২ ডেবিট নোট নং-৪৬৭ তাং-৪-১২-৯২ কর্তনকৃত টাকা-১,২৩৪/৬২		প্রঃ ক-৩ দস্তখত প্রঃ ক-১	...	..	..	প্রঃ চ(১৫)
(১৭)	ইনভয়েস নং-৪০/৭৬ তারিখ-৬-১০-৯২ কেস নং-সিমেন্ট/কেএ/ কে/১১/৯২/৯৩ ডেবিট নোট নং-২৫ তাং-১১-১১-৯৩ কর্তনকৃত টাকা-৮৬৬/৯৮	প্রঃ ক- দস্তখত প্রঃ ক-১	প্রঃ খ দস্তখত প্রঃ-খ(১)	...	প্রঃ ঘ-৩	প্রঃ ঙ-৪	প্রঃ চ(১৬)

উপরোক্ত ছক হইতে ইহাই প্রতীয়মান হইতেছে যে ছকের ১৭, ১১,১০,৯,৮,ও ১৬ নম্বর ক্রমিকে বর্ণিত দাবী কেসসমূহের বিপরীতে যথাক্রমে-প্রদর্শনী-ক, ক(১), ক(২), ক(৩) এবং ৮ নম্বর ক্রমিকের বিপরীতে একই দাবী কেস সংক্রান্ত ক(৪) ও ক(৫) দুইটি ও ১৬ নম্বর ক্রমিকে দরখাস্তকারী বরাবরে ৬টি চার্জসীট হইয়াছে দেখা যায়। উল্লেখ্য যে, প্রদর্শনী-ক(৪) ও প্রদর্শনী-ক(৫) একই বিষয়বস্তু সম্বলিত বিধায় প্রতিপক্ষের দরখাস্তের ভিত্তিতে প্রদর্শনী-ক(ক)এক্স পাঙ্ক করা হইল। এই প্রসংগে আরও উল্লেখ্য যে, প্রদর্শনী ক(৬) ১৬ নম্বর ক্রমিকে বর্ণিত দাবী কেস সংক্রান্তে প্রদর্শনী-ক(৬) দরখাস্তকারীর নিকট জারী হইয়াছিল তাহার রশিদ বা অন্যকোন কাগজাদি অত্র আদালতে দাখিল করা হয় নাই।

অপরদিকে বর্ণিত ছকে ১৭,১১,১০,৯ ৮ নম্বর ক্রমিকে বর্ণিত দাবী কেসসমূহ দরখাস্তকারী কর্তৃক প্রদর্শনী-খ,খ(১) খ(২), খ(৩), খ(৪) ও খ(৫) মূলে জবাব প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য, প্রদর্শনী-খ(৪) ও খ(৫) এর বিষয়বস্তু একই বিধায় প্রতিপক্ষের দরখাস্তের ভিত্তিতে প্রদর্শনী-খ(৪) এক্স-পাঙ্ক করা হইল। উপরে বর্ণিত ৫টি কেসে তদন্তান্তে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হইয়াছে এবং মূল্য আদায় ও সতর্কীকরন পত্র এবং ডেবিট নোট ওইস্যু করা হইয়াছে। এতদব্যতিত উক্ত ৫টি কেসে জড়িত অর্থের পরিমান ৪৭,৮৪৫·২১ টাকা যাহা আইনতঃ ও বিধিমতে কর্তনকৃত হইয়াছে দেখা যায় ইহা ব্যতিরেকে, অপরাপর ১২টি কেস যাহার বিবরন ছকে-১,২,৩,৪,৫,৬,৭,১২,১৩,১৪,১৫ ও ১৬ নম্বর ক্রমিকে বিবৃতি হইয়াছে উহার মধ্যে ৬,৭,১২,১৪, ও ১৮ নম্বর ক্রমিকে বর্ণিত কেসসমূহের বিপরীতে তদন্ত প্রতিবেদন যথাক্রমে প্রদর্শন ঘ(১), ঘ(৬), ঘ(৭) ও ঘ (৮) ব্যতিরেকে আর কোন কাগজাদি আদালতে উপস্থাপিত হয় নাই যাহা হইতে ইহা প্রমান হইবে না যে, ঐ সকল তদন্তকৃত কেসের বিপরীতে দরখাস্তকারীকে চার্জসীট বা শোকজ করা হইয়াছিল বা শুনানীর সুযোগ দেওয়া হইয়াছিল। কাজেই, আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বাধ্য হইতেছি যে, উপরে বর্ণিত ১২টি কেসে সর্বমোট ৬৩,৩৭০·৪৪ টাকা যে কর্তন করা হইয়াছে তাহা বিধি সম্মত ও আইন সম্মত নহে। কারন ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ১০(১) ধারা ও ১৯৩৭ সনের মজুরী পরিশোধ বিধিমালার ১৪ ধারার বিধি বিধান মতে চার্জসীট বা শোকজ ও শুনানী দিয়া কর্তন করিবার আবশ্যকতা রহিয়াছে। আইনগত ও বিধি মত উক্ত আবশ্যকতা প্রতিপক্ষের কোন সারকুলার প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত দিয়া উপরে বর্ণিত আইনগত চাহিদা অবসান ঘটানো যায় না কাজেই, আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বাধ্য হইতেছে যে, দরখাস্তকারী উপরে বর্ণিত ১২টি কেসে কর্তনকৃত ৬৩,৩৭০/৪৪ টাকা ফেরত পাইতে হকদার রহিয়াছেন। প্রসংগত উল্লেখ্য যে, পি, ডব্লিউ-সামসুল হক কর্তৃক অতিরিক্ত বেতন খাতে কর্তনকৃত ৯১০৬/-টাকা ফেরত প্রদানের প্রার্থনা তিনি প্রত্যাহার করেন বিধায় এই সম্পর্কে আলোচনা নিস্প্রয়োজন।

তাছাড়া প্রা ইহা উল্লেখ করিতে হয় যে, প্রতিপক্ষের ইং ২১-১১-৯৫ তারিখে পত্র প্রদর্শনী-২ এর ভিত্তিতে ১,১১,২০৫·৬৫ টাকা কর্তন সম্পর্কিত দাবী করা হয়। নালিশা দরখাস্তের ৮ অনুচ্ছেদের বক্তব্য মোতাবেক দরখাস্তকারী উক্তরূপ কর্তনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন এবং ৯ অনুচ্ছেদ মোতাবেক তিনি কর্তন সম্পর্কের ন্যায্য কোন প্রতিকার না পাইয়া গ্রামের বাড়ী চলিয়া যান এবং বার্ধক্য জনিত কারনে শারিরীকভাবে অসুস্থ হইয়া পড়েন। কাজেই, ইহার পর তিনি রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে প্রদর্শনী-৪ ও ৫ ভিত্তিতে কর্তনের অর্থ ফেরত চাহিয়া উকিল নোটিশ প্রেরণ করেন।

অপরদিকে প্রতিপক্ষের দাখিলী জবাবের ১৪(খ) অনুচ্ছেদের শেষাংশে ইহা উল্লেখিত হইয়াছে যে, দরখাস্তকারী তাহার অবসরকালীন পাওনা ২,০১,২৪০/-টাকা হইতে ১,১৮,২৯·৬৫ টাকা পরিশোধ করিয়া বাকী টাকা কর্পোরেশন হইতে গ্রহন করেন। কিন্তু এই

বাকী টাকা কবে এবং কোন তারিখে দরখাস্তকারীকে পরিশোধ করা হইয়াছে সেই সম্পর্কে কোন কাগজাদি প্রতিপক্ষ কর্তৃক আদালত সম্মুখে দাখিল করা হয় নাই। কাজেই, ইহা উল্লেখ্য যে, কর্তন ফেরত সম্পর্কে দরখাস্তকারী কর্তৃক নালিশী দরখাস্তের ৮ ও ৯ নম্বর অনুচ্ছেদে যে, বক্তব্য ব্যক্ত করা হইয়াছে তাহা যথেষ্ট যথার্থতা রহিয়াছে।

ফলতঃ দরখাস্তকারী কর্তৃক ইং ১৪-৮-৯৬ তারিখে অত্র মোকদ্দমা দায়ের পেক্ষিতে যে স্বল্প সময়ের বিলম্ব রহিয়াছে উহা মার্জনা যোগ্যমর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহনে বাধ্য হইতেছি। সুতরাং এইরূপ

আদেশ

হইল যে-অত্র মোকাদ্দমা দোতরফা শুনানীতে বিনাখরচায় আংশিক মঞ্জুর হইল। ১৯৩৭ সনের মজুরী পরিশোধ বিধিমালার ২২(১) ধারার বিধান মোতাবেক দরখাস্তকারীর আনুতোষিক হইতে কর্তনকৃত অর্থের মধ্যে ৬৩,৩৭০/৪৪ তেষট্টি হাজার তিনশত সত্তর টাকা চুয়ান্ন পয়সা অদ্য হইতে ৬০(ষাট) দিনের মধ্যে প্রতিপক্ষগনকে নিম্নস্বাক্ষরকারী কার্যালয়ে দরখাস্তকারীর অনুকূলে জমা প্রদানের নিমিত্ত নির্দেশ দেওয়া হইল অন্যথায় দরখাস্তকারী উক্ত অর্থ ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫(৫) ধারার বিধান মোতাবেক প্রতিপক্ষগন হইতে পাবলিক ডিমান্ড হিসাবে আদায় করিতে পারিবেন।

অদ্য রায়ের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

(মোঃ আব্দুর রাজ্জাক)
চেয়ারম্যান

অভিযোগ কেস নং ৩২/৯৬

মোঃ লোকমান হোসেন,
প্রযত্নে মোঃ জয়নাল আবেদিন,
করিম লেদার, ১৮৩, হাজারীবাগ ঢাকা। —১ম পক্ষ

বনাম

ম্যানেজিং ডাইরেকটর,
সোসাল মার্কেটিং কোম্পানী
১২-১৪, ল্যান্ড মার্ক বিল্ডিং
গুলশান-২, ঢাকা--১২১২।

(২) এরিয়া ম্যানেজার,
সোসাল মার্কেটিং কোম্পানী
রংপুর। — দ্বিতীয় পক্ষ।

আদেশের কপি

আদেশ নং- ২২, তারিখ ৮-১১-৯৮

মামলাটি আদেশের জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত এবং কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। দ্বিতীয় পক্ষের আইনজীবী হাজিরা দিয়াছেন। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব রশিদ আহমেদ ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব ওয়াজেদুল ইসলাম খান উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। নথিদৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রথম পক্ষ গত ৩১-৮-৯৮, ২০-৯-৯৮, ১২-১০-৯৮ এবং ৯৭-১১-৯৮ তারিখ অনুপস্থিত ছিলেন। ইহাতে প্রতিয়মান হয় যে, তিনি মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। কাজেই, মামলাটি খারিজ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। সদস্য গণ একমত পোষন করেন এবং আদেশনামায় স্বাক্ষর দিয়াছেন। সুতারাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে, মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুউপস্থিতিজনিত কারণে খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হইল।

(মোঃ আবদুর রাজ্জাক)
চেয়ারম্যান।

অভিযোগ কেস নং-৩৩/১৯৯৬

মোঃ আবুল বাসার
প্রযত্নে মোঃ আনছার আলী দেওয়ান,
পোষ্ট বালাহিরচর গ্রাম বালাহিরচর,
থানা গজারিয়া জেলা মুন্সিগঞ্জ —প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
সোসাল মার্কেটিং কোম্পানী
১২-১৪ লেন্ড মার্ক বিল্ডিং,
গুলশান-২, ঢাকা-১২১২।

(২) এরিয়া ম্যানেজার,
সোসাল মার্কেটিং কোম্পানী
রংপুর। —দ্বিতীয় পক্ষ।

আদেশের কপি

২২

১২-১১-৯৮

মামলাটির প্রথম পক্ষের কারণ দর্শাইবার জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত এবং কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী হাজিরা দিয়াছেন। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব রশিদ অহমেদ ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব ফজলুল হক মন্টু উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। নথি দেখিলাম এবং দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ আইন জীবীর বক্তব্য শুনিলাম। নথি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রথমপক্ষ গত ২৪-৬-৯৮, ৩১-৮-৯৮, ২০-৯-৯৮, ১৫-১০-৯৮, এবং ২৭-১০-৯৮ তারিখ অনুপস্থিত ছিলেন। ইহাতে প্রতিয়মান হয় যে, প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। কাজেই মামলাটি খারিজ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। সদস্যগণ একমত পোষন করেন এবং আদেশ নামায় স্বাক্ষর দিয়াছেন। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে-মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতি জনিত কারনে খারিজ করা হইল।

অত্র মামলায় তিনটি কপি সাকারের বরাবরে প্রেরণ করা হইল।

(মোঃ আব্দুর রাজ্জাক)
চেয়ারম্যান

অভিযোগ কেস নং-৩৪/৯৬

মোঃ ফরিদ উদ্দিন,
পিতা খায়ের উল্লাহ,
গ্রাম ইসলামপুর,
পোঃ পেয়ারাগাদ্দা,
থানা মিঠাপুকুর
জেলা রংপুর —প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
সোসাল মার্কেটিং কোম্পানী
১২-১৪, ল্যাণ্ড মার্ক বিল্ডিং
গুলশান-২, ঢাকা ১২১২।

(২) এরিয়া ম্যানেজার,
সোসাল মার্কেটিং কোম্পানি রংপুর —দ্বিতীয় পক্ষগণ।

আদেশের কপি

২৯

১২-১১-৯৮

মামলাটি প্রথম পক্ষের কারণ দর্শাইবার জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত এবং কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবি হাজিরা দিয়াছেন। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব রশিদ আহামেদ এবং শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব ফজলুল হক মন্টু উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। নথি দেখিলাম এবং দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর বক্তব্য শুনিলাম। নথি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রথম পক্ষ গত ২৪-৬-৯৮, ৩১-৮-৯৮ ২০-৯-৯৮, ১২-১০-৯৮ এবং ২৭-১০-৯৮ তারিখ অনুপস্থিত ছিলেন। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। কাজেই, মামলাটি খারিজ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। সদস্যগণ একমত পোষন করেন এবং আদেশনামায় স্বাক্ষর দিয়াছেন। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে, মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতিজনিত কারণে খারিজ করা হইল।

অত্র মামলার তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

(মোঃ আব্দুর রাজ্জাক)
চেয়ারম্যান,

অভিযোগ কেস নং-৩৫/১৯৯৬

মোঃ আবু মোল্লা,
প্রযত্নে মোঃ বাবদু মিয়া,
গ্রাম বাচুরা, পোঃ মজলিশপুর,
থানা সরাইল, জেলা ব্রাহ্মণবাড়ীয়া। —প্রথম পক্ষ

বনাম

(১) ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
গোলাপ মার্কেটিং কোম্পানী
১২-১৪ ল্যান্ডমার্ক বিল্ডিং
গুলশান-২, ঢাকা-১২১২।

(২) এরিয়া ম্যানেজার,
গোলাপ মার্কেটিং কোম্পানী
রংপুর — দ্বিতীয় পক্ষগণ।

আদেশের কপি

২২

১২-১১-৯৮

মামলাটি প্রথম পক্ষের কারণ দর্শাইবার জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত এবং কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবি হাজিরা দিয়াছেন। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব রশিদ আহমেদ এবং শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব ফজলুল হক মন্টু উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমবায়ে আদালত গঠিত হইল। নথি দেখিলাম এবং দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর বক্তব্য শুনিলাম। নথি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রথম পক্ষ গত ২৪-৬-৯৮, ৩১-৮-৯৮, ২০-৯-৯৮, ১২-১০-৯৮, এবং ২৭-১০-৯৮ইং তারিখে অনুপস্থিত ছিলেন। ইহাতে প্রতিয়মান হয় যে, প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী কাজেই, মামলাটি খারিজ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। সদস্যগণ একমত পোষণ করেন এবং আদেশনামায় স্বাক্ষর দিয়াছেন। সুতরাং এইমর্ম,

আদেশ

হইল যে, মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিত জনিত কারণে খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

(মো: আবদুর রাজ্জাক)
চেয়ারম্যান

অভিযোগ কেস নং-৪৬/৯৬

মো: আবদুল মালেক,
প্রযত্নে মো: আলাল উদ্দিন,
৮৮ পূর্ব রাজাবাজার,
তেজগাঁও, ঢাকা —প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
গোলাপ মার্কেটিং কোম্পানী,
১২-১৪ ল্যান্ডমার্ক বিল্ডিং
গুলশান-২, ঢাকা-১২১২।

(২) এরিয়া ম্যানেজার,
গোলাপ মার্কেটিং কোম্পানী,
রংপুর —দ্বিতীয় পক্ষদ্বয়।

আদেশের কপি

৫২

৮-১১-৯৮ইং

মামলাটি আদেশের জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত এবং কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। দ্বিতীয় পক্ষের আইনজীবী হাজিরা দিয়াছেন। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব রশিদ আহমেদ ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব ওয়াজেদুল ইসলাম খান উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। নথি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রথম পক্ষ গত ৩১-৮-৯৮, ২০-৯-৯৮, ১২-১০-৯৮ এবং ২৭-১০-৯৮ইং তারিখ অনুপস্থিত ছিলেন। ইহাতে প্রতিয়মান হয় যে, তিনি মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। কাজেই, মামলাটি খারিজ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। সদস্যগণ একমত পোষণ করেন এবং আদেশনামায় স্বাক্ষর দিয়াছেন। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে-মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতিজনিত কারণে খারিজ করা হইল।

পক্ষ আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

(মোঃ আব্দুর রাজ্জাক)
চেয়ারম্যান,

আই, আর, ও, মোকদ্দমা নং ১০৮/৯৬

ইউনুস, প্রযত্নে বাবুল,
বাসা ১০, রোড নং ১৩৮,
গুলশান-১, ঢাকা ১২১২ —প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) গ্রীন ক্যাপন(প্রাঃ) লিঃ,
প্রতিনিধিত্ব ইহার
ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
৩৮৩, পূর্ব রামপুরা, ঢাকা

(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
গ্রীন ক্যাপন (প্রাঃ) লিঃ,
৩৮৪, পূর্ব রামপুরা, ঢাকা —দ্বিতীয় পক্ষ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ১১, তারিখ ১৫-৯-৯৮

মামলাটি শুনানীর জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত এবং কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী হাজিরা দিয়াছেন। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব রশিদ আহাম্মদ ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব ওয়াজেদুল ইসলাম খান

উপস্থিত আছেন। তাঁহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। এই সময় প্রথম পক্ষের আইনজীবী জনাব নাসির উপস্থিত। তাঁহার বক্তব্য শুনিলাম। তিনি কোন পদক্ষেপ নিবেন না। নথি দেখিলাম। নথি দৃষ্টে দেখা যায় যে, গত ৬-৭-৯৮ তারিখ প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত থাকার কারণ দর্শানোর জন্য আদেশ দেওয়া হয়েছিল। ইহাতে প্রতিয়মান হয় যে, প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। কাজেই, মামলাটি খারিজ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। সদস্যদ্বয় একমত পোষণ করেন এবং আদেশনামায় স্বাক্ষর দিয়াছেন। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে, মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিত জনিত কারণে খারিজ করিয়া দেওয়া হইল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের মাধ্যমে প্রেরণ করা হউক।

(মো: আবদুর রাজ্জাক)
চেয়ারম্যান

মজুরী পরিশোধ মামলা নং-৪/৯৭

মোজাম্মেল হোসেন,
পিতা-মৃত আলাউদ্দিন ফকির,
গ্রাম আওর, পো: চরমুগুরিয়া
(ভায়া শাহপুর), জেলা মাদারীপুর—দরখাস্তকারী।

বনাম

(১) বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্পোরেশন,
প্রতিনিধিত্বে ইহার চেয়ারম্যান,
৫, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা
থানা মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

(২) মহা-ব্যবস্থাপক (বাণিজ্য)
বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহণ কর্পোরেশন,
৫, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা,
থানা মতিঝিল, ঢাকা-১০০০—প্রতিপক্ষগণ।

উপস্থিত: মোঃ আবদুর রাজ্জাক, (জেলা ও দায়রা জজ)
চেয়ারম্যান, দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

ও

মজুরী পরিশোধ কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।
রায়ের তারিখ ২৩শে সেপ্টেম্বর ১৯৯৮ ইং

রায়

ইহা ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫(২) ধারা মতে আনিত একটি দরখাস্ত।

দরখাস্তকারীর মোকদ্দমা সংক্ষিপ্তাকারে এই যে, তিনি প্রতিপক্ষের অধীনে ইং ১৮-২-৫৯ তারিখে স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে কর্ম সম্পাদন শেষে ইং ৩১-১২-৯৫ তারিখ বার্ধ সারেং (কোড নং-৮২৯৩৬) হিসাবে অবসর গ্রহণ করেন। ৫টি ঘাটতি ও অন্যান্য বাবদ ৫৯,৭৮২/২৩ টাকা তাহার প্রাপ্য আনুতোষিক ১,৯৩,৯০০/০০ টাকা হইতে কর্তন করতঃ প্রতিপক্ষ কর্তৃক ইং ১-১১-৯৯ তারিখে তাহাকে ১,৩৪,১১৭/৭৭ টাকা প্রদান করা হয়। ঘাটতি সংক্রান্ত কর্তনের জন্য তাহাকে কোন শো-কজ বা চার্জশীট করা হয় নাই বা কোন তদন্তও হয় নাই। তিনি কর্তনের অর্থ ফেরতের আবেদনে ইং ২৩-১২-৯৯ তারিখে রেজিষ্টি ডাকযোগে প্রতিপক্ষবৎ বরাবরে একটি উকিল নোটিশ করে। কিন্তু উহাতে কোন কাজ হয় নাই বিধায় তিনি অত্র মোকদ্দমা করিতে বাধ্য হন।

বি আই ডব্লিউ টি সি এর সচিব ও জেনারেল ম্যানেজার (কর্মাধিকারিক) জনাব মোঃ মাকবারুল হক কর্তৃক প্রদত্ত যৌথ বাকহে লিখিত জবাবের ভিত্তিতে অত্র মোকদ্দমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হইয়াছে। অন্যান্য সাধারণ আপত্তির মধ্যে এই মর্মে আপত্তি উত্থাপন করা হইয়াছে যে, অত্র মোকদ্দমা বর্তমান আকারে ও প্রকারে অচল ও তামাদি দোষে বারিত।

তাহাদের লিখিত জবাবে প্রতিপক্ষের মোকদ্দমা সংক্ষিপ্তাকারে এই যে, বি, আই, ডব্লিউ, টি, সি এর একটি নিজস্ব সারকুলার মতে প্রতিটি ঘাটতি জনিত কেস ১৫,০০০/-টাকার উর্ধে হইলে তদন্ত সাপেক্ষে ও উহার নিম্নে হইলে বিভাগীয় সিদ্ধান্তক্রমে সংশ্লিষ্ট নৌযানের ঘাটতির সাথে সকল কর্মচারীদের নিকট হইতে ডেবিট নোটের মাধ্যমে আনুপাতিক হিসাব মতে ঘাটতির অর্থ আদায় করা হয়। যেহেতু দরখাস্তকারী ৫টি ঘাটতি জনিত কেইসে জড়িত ছিলেন সেহেতু তদন্ত ও বিভাগীয় সিদ্ধান্তক্রমে বর্ণিত ৫টি ঘাটতি কেসে তাহার আনুপাতিক হিস্যা দাঁড়ায় ৫৩,৫৩২/৯১ টাকা। উক্ত টাকা তাহার আনুতোষিক হইতে কর্তনের জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। ইহা ব্যতিরেকে বেতন সমতার কারণে তাহার অতিরিক্ত বেতন ৩,৮৫৭/৩২ টাকা গ্রহণ, এম,পি,এস অগ্রিম-১১০০/-টাকা, ঈদ বোনাস, ৮৪ ইং ৬৭৮/-টাকা, ৫০% ঈদ বোনাস, ৮৮ইং ৫৫৫/-টাকা এবং ১৯৭৭ সনের ঈদ অগ্রিম ৭৫/-টাকা তাহার নিকট কর্পোরেশন পাওনা থাকায় উক্ত কর্তনের আদেশ হয়। এমতাবস্থায়, দরখাস্তকারীর মোকদ্দমা খারিজযোগ্য।

বিচার্য বিষয়:

(১) অত্র মোকদ্দমা তামাদি দোষে বারিত কিনা?

(২) দরখাস্তকারী দাবী মতে ৫৯,৭৮২/২৩ টাকা ফেরত পাইতে হকদার কিনা?

পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত:

বিচার্য বিষয় নম্বর—১ ও ২:

সংক্ষিপ্তকরণ ও আলোচনার সুবিধার্থে উভয় বিচার্য বিষয় দুইটি একত্রে গৃহীত হইল। ইহা স্বীকৃত যে, দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষের অধীনে একজন স্থায়ী শ্রমিক ছিলেন এবং ৩১-১২-৯৫ তারিখে বার্ধ সারেং হিসাবে অবসর গ্রহন এবং ইহাও স্বীকৃত যে, আনুতোষিক বাবদ ১,৯৩,৯০০/০০ টাকা তাহার অনুকূলে মঞ্জুর হয়। ৫টি ঘাটতি ও অন্যান্য বাবদ ৫৯,৭৮২/২৩

টাকা কর্তন করিয়া তাহাকে ১,৩৪,১১৭/৭৭ টাকা ইং ৮-১১-৯৬ তারিখে প্রদান করা হয়। এই বর্গে কোন বিরোধ নাই। ৫টি ঘাটতি বাবদ বিরোধের বিষয় হইতেছে ৫৩,৫৩২/৯১ টাকা কর্তন সম্পর্কে। দরখাস্তকারীর মতে উক্ত কর্তন বে-আইনী। কারণ তাহাকে কোন শো-কজ বা চার্জশীট দেওয়া হয় নাই। অপরদিকে প্রতিপক্ষের বক্তব্য এই যে, প্রতিষ্ঠানের সার্কুলারের ভিত্তিতে ও বিভাগীয় তদন্তক্রমে উক্ত অর্থ কর্তন করা হইয়াছে।

দরখাস্তকারী তাঁহার দাবীর সমর্থনে পি, ডব্লিউ-১ হিসাবে সাক্ষ্য দিয়াছেন এবং তাঁহার দাখিলী কাগজাদি যথা-চাকুরী বিবরণী, প্রদর্শনী-১। দাবী সংক্রান্ত ছাড়পত্র, প্রদর্শনী-২ ও রেজিষ্ট্রী ডাকে দরখাস্তকারী কর্তৃক প্রতিপক্ষ বরাবরে ইং ২৩-১২-৯৬ তারিখে প্রেরিত উকিল নোটিশ, প্রদর্শনী-৩ সিরিজ হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে।

অপরদিকে প্রতিপক্ষ পক্ষে নারায়নগঞ্জ কার্যালয়ের ম্যানেজার (বহর) নাসির উদ্দিন ভূঁইয়া কর্তৃক ডি, ডব্লিউ-১ হিসাবে সাক্ষ্য প্রদান করা হইয়াছে এবং তাঁহার দাখিলী কাগজাদি যথা প্রদর্শনী-ক সিরিজ হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে।

......পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে বিরোধীয় ৫টি ঘাটতি কেস সংক্রান্তে উভয় পক্ষের দাখিলী কাগজাদির বিবরণ নিম্নে বর্ণিত হচ্ছে'' লিপিবদ্ধ করা হইল।

ক্রমিক নং	ঘাটতির পূর্ণ বিবরণ	চার্জনীট	জবাব	জবানবন্দি	তদন্ত প্রতিবেদন	মূল্য আদায় ও সতর্কীকরণ	ডেবিটনোট
(১)	ইনভয়েস নং-৮০৩/৬৪৮৩৭ তারিখ-৭-৭-৮৫ দাবী কেস নং-কে-এ/বি/৩/ ৮৫-৮৬ ডেবিট নোট নং-৬১১/৯১ তারিখ-১২-১১-৯১ ক্ষতিপূরণ টাকা-৬৩৭৮/৭৩	..	..	..	..	..	প্রঃক
(২)	ইনভয়েস নং-১৫৩ তারিখ-২৬-১১-৮৫ দাবী কেস নং-কে.এ/বি-১৩/ ৮৮-৮৯ ডেবিট নোট নং-৩৭৪/৫ তারিখ-২৩-১-৯১ ক্ষতিপূরণ টাকা-৩৭৭৫/৫৬	..	..	..	..	..	প্রঃ১(ক)

(৩) ইনভয়েস নং-ঢাকা/৩৩/১৩ .. .. .. — .. ধা:২(ক)
তারিখ-১-৩-৮১
দাবী কেস নং-এস,এ/ডি/৩/
৮২-৮৩
ডেবিট নোট নং-৬৮১/২
তারিখ-১৭-১০-৮৩
কর্তনকৃত টাকা-৪৬৮/৩২

(৪) ইনভয়েস নং-২৭/১৮১২৮ .. .. ধা:৩(ক)
তারিখ-৫-৬-৮১
দাবী কেস নং-কে,এ/এম/
৪৬/৮১-৮২
ডেবিট নোট নং-৯৮/২
তারিখ-১৮-১১-৮৬
কর্তনকৃত টাকা-২১,০৫৬/৩২

(৫) ইনভয়েস নং-৩৮/৬৬ .. .. ধা:৪(ক)
তারিখ-২৮-১০-৮১
দাবী কেস নং-কে.এ/বি/৯২/
৮১-৮২
ডেবিট নোট নং-৯৭/২
তারিখ-১৮-১১-৮৬
কর্তনকৃত টাকা-১৬৭৩৬/৮৫

উপরে বর্ণিত ছক হইতে দেখা যাইতেছে যে, কোন ঘাটতি কেসের জন্যই বস্ত্রপ্রাপকারীকে শো-কজ চার্জশীট দেওয়া হয় নাই। ডি,ডব্লিউ-১ মো: খালিদ উদ্দিন ভূইয়া তাহার জেরায় বলেন এই মর্মে স্বীকার করেন যে, ৫টি ডেবিট নোট ইস্যুর পূর্বে তাহাদের সংশ্লিষ্ট/দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গকে শো-কজ করা হইয়াছিল। কিন্তু বস্ত্রপ্রাপকারীকে কোন শো-কজ করা হয় নাই। ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ১০(১) ধারা এবং

১৯৩৭ সনের মজুরী পরিশোধ বিধিমালার ১৪ ধারার বিধান মোতাবেক ঘাটতি সংক্রান্ত কোন কর্তন করা হইলে জড়িত ব্যক্তিদেরকে কৈফিয়ত তলব ও জবাবের বিধান রাখা হইয়াছে। উক্তরূপ আইনের চাহিদা ব্যতিরেকে অন্য কোন পদ্ধতিতে কর্তন আইন সিদ্ধ নহে। এমতাবস্থায় আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বাধ্য হইতেছি যে, আইনের চাহিদা মোতাবেক প্রতিপক্ষের দরখাস্তকারীকে কৈফিয়ত তলব না করিয়া ও ঘাটতি বিষয়ে ইতিমধ্যে তদন্ত না করিয়া ৫৩,৫৩২/৯১ কর্তন করা হইয়াছে যাহা আইনানুগ নহে বিধায় দরখাস্তকারী উক্ত অর্থ ফেরত পাইতে হকদার রহিয়াছেন। প্রদর্শনী-২ মতে প্রতিপক্ষ কর্তৃক উক্ত কর্তনকৃত অর্থের দাবী করা হইয়াছে ইং ১৯-৯-৯৬ তারিখের পত্র মূলে এবং দরখাস্তকারী কর্তৃক অত্র মোকদ্দমা দায়ের করা হইয়াছে ইং ১৫-১-৯৭ তারিখে। কাজেই, অত্র মোকদ্দমা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দায়ের হওয়ায় উহা তামাদি দোষে বারিত নহে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে-অত্র মোকদ্দমা দোতরফা শুনানীতে বিঃখরচায় আংশিক মঞ্জুর হইল। ১৯৩৭ সনের মজুরী পরিশোধ বিধি ধারার ২২(১) ধারার বিধান মোতাবেক দরখাস্তকারীর আনুতোষিক হইতে কর্তনকৃত অর্থ ৫৩,৫৩২/৯১ (তিপান্ন হাজার পাঁচ শত বত্রিশ টাকা একানব্বই পয়সা) টাকা অদ্য হইতে ৬০(ষাট) দিনের মধ্যে প্রতিপক্ষগণকে নিয়োগকর্তার কার্যালয়ে দরখাস্তকারীর অনুকূলে জমা প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হইল। অন্যথায় দরখাস্তকারী উক্ত অর্থ ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫(৫) ধারার বিধান মোতাবেক প্রতিপক্ষগণ হইতে পাবলিক ডিমান্ড হিসাবে আদায় করিতে পারিবেন।

অত্র রায়ের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মো: আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান

ফৌজদারী মামলা নং--১৫/৯৭

বাদী পক্ষে, পূর্বাঞ্চল-বাংলা [illegible],
৭৫০, [illegible], ঢাকা। —অভিযোগকারী।

বনাম

জনাব এ এম মোস্তাফেজ,
চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
[illegible] গার্মেন্টস লিঃ, সুলেমান কোর্ট,
৩/৩ বি পুরানা পল্টন, ঢাকা। —আসামী।

আদেশের কপি

আদেশ নং ১৭ তারিখ-৮-১১-৯৮

বাদীনী ও জামিনপ্রাপ্ত আসামী অনুপস্থিত। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব রশিদ আহমেদ ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব ওয়াহেদুল ইসলাম খান উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। নথি দেখিলাম। বাদীনীর ৪-১১-৯৮ তারিখের দাখিলী মামলা প্রত্যাহারের দরখাস্ত দাখিল করা হইয়াছে। আসামীকে ফৌজদারী কার্যবিধির ২৪৭ ধারার আওতায় অত্র মামলার অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি দেওয়া যাইতে পারে। সদস্যগণ একমত পোষণ করেন এবং আদেশে তাহার স্বাক্ষর দিয়াছেন। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে-আসামী এ, এম, মোস্তাফেজ, চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক, [illegible] গার্মেন্টস লিঃ কে ফৌজদারী কার্য বিধির ২৪৭ ধারার আওতায় অত্র মামলার অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইল। তাহাকে জামিননামার দায় হইতে মুক্ত করা হোক।

অত্র আদেশের [illegible] কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

(মোঃ আব্দুর রাজ্জাক)
চেয়ারম্যান,

ফৌজদারী মামলা নং-১৭/৯৭

[illegible], [illegible],
পূর্বাঞ্চল-বাংলা [illegible],
৭৫০, [illegible] ঢাকা —অভিযোগকারী।

বনাম

জনাব এ এম মোস্তাফেজ
চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
[illegible] গার্মেন্টস লিঃ, সুলেমান কোর্ট,
৩/৩ বি পুরানা পল্টন, ঢাকা। — আসামী পক্ষ।

আদেশের কপি

আদেশ নং-১৮ তারিখ-৮-১১-৯৮

মামলাটি চার্জ শুনানীর জন্য ধার্য আছে। বাদীনী ও জামিনপ্রাপ্ত আসামী অনুপস্থিত। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব রফিক আহমেদ ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব ওবায়দুল ইসলাম খান উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। নথি দেখিলাম। বাদীনীর ৪-১১-৯৮ তারিখের দাখিলী মামলা প্রত্যাহারের দরখাস্ত নথিভুক্ত রাখা হইয়াছে। আসামীকে ফৌজদারী কার্য বিধির ২৪৭ ধারার আওতায় অত্র মামলার অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি দেওয়া যাইতে পারে। সদস্যগণ একমত পোষণ করেন এবং আদেশনামায় স্বাক্ষর দিয়াছেন। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে-আসামী এ, এম, মোস্তাফের, চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জেনাস গার্মেন্টস লি: কে ফৌজদারী কার্য বিধির ২৪৭ ধারার আওতায় অত্র মামলার অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইল। তাহাকে জামিন নামার দায় হইতে মুক্ত করা গেল।

অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

(মো: আব্দুর রাজ্জাক)
চেয়ারম্যান,

ফৌজদারী মামলা নং-৩৭/৯৭

মো: কেয়ামত মিয়া, কম্পোজিটর,
জামান আর্টপ্রেস, প্রযত্নে-জয়নাল আবেদীন,
বর্ণলিপি আর্ট প্রেস,
৫৯৭, বড় মগবাজার,
থানা-রমনা, ঢাকা— অভিযোগকারী।

বনাম

(১) প্রোপাইটর, জনাব সফর আলী,
জামান আর্ট প্রেস,
১০১, গোলাইরপাড়,
থানা-ডেমরা, ঢাকা।

(২) জনাব কামরুজ্জামান,
পরিচালক, জামান আর্ট প্রেস,
১০১, গোলাইরপাড়,
থানা-ডেমরা, ঢাকা।

(৩) জনাব মিজানুর রহমান, ম্যানেজার,
জামান আর্ট প্রেস,
১০১, গোলাইরপাড়,
থানা-ডেমড়া, ঢাকা — আসামীগণ।

আদেশের কপি

১৬
২০/১০/৯৮

বাদী ও জামিনপ্রাপ্ত আসামীগণ অনুপস্থিত। নথি দেখিলাম। মামলাটি চার্জ শুনানীর জন্য ধার্য আছে। বাদীর দাখিলী মামলা প্রত্যাহারের দরখাস্ত নথিভুক্ত রাখা হইয়াছে। এমতাবস্থায়, ফৌজদারী কার্য বিধির ২৪৭ ধারার আওতায় আসামীগণকে অত্র মামলার অভি-যোগের দায় হইতে অব্যাহতি দেওয়া যাইতে পারে। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে-আসামী নং-(১) সজল আলী, প্রোপাইটার; (২) কামরুজ্জামান, পরিচালক এবং (৩) মিজানুর রহমান, ম্যানেজার, আমান আর্ট প্রেস ১০১, গোলাইরপাড়, থানা-ডেমরা, ঢাকাকে ফৌজদারী কার্য বিধির ২৪৭ ধারার আওতায় অত্র মামলার অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইল। আসামীগণকে জামিন নামার দায় হইতে মুক্ত করা গেল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

(মোঃ আব্দুর রাজ্জাক)
চেয়ারম্যান,

অভিযোগ মোকদ্দমা নং-৩৩/৯৭

বাদী, মুবস্তে–নাফসা আক্তার,
২৫০, শান্তিবাগ, ঢাকা-১২১৭—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) ভেনাস মার্চেন্টস লিঃ,
পক্ষে-ইহার ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
সোলেমান কোর্ট, ৩/৩/বি, পুরানা পল্টন,
ঢাকা।

(৩) মহাব্যবস্থাপক,
ভেনাস মার্চেন্টস লিঃ
সোলেমান কোর্ট,
৩/৩, পুরানা পল্টন, ঢাকা— দ্বিতীয় পক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং-১৪ তারিখ-২৪-১১-৯৮

মামলাটি শুনানীর জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ অদ্য উপস্থিত হইয়া মামলাটি প্রত্যাহার করিবার জন্য দরখাস্ত দিয়াছেন। দ্বিতীয় পক্ষের আইনজীবী হাজিরা দিয়াছেন। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব রশিদ আহাম্মেদ ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব ওয়াহেদুল ইসলাম

খান উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। শুনিলাম। দ্বিতীয় পক্ষের সহিত আপোষ মীমাংসা হওয়ায় প্রথম পক্ষ মামলাটি প্রত্যাহার করিবার জন্য আবেদন করিয়াছেন। কাজেই, প্রথম পক্ষকে মামলাটি প্রত্যাহার করিবার অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে। সদস্যগণ একমত পোষণ করেন এবং আদেশ নামায় স্বাক্ষর দিয়াছেন। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে-প্রথম পক্ষকে মামলাটি প্রত্যাহার করিবার অনুমতি প্রদান করা হইল।

অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মো: আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,

ফৌজদারী মোকদ্দমা নং-৩৫/৯৭

আজিজুর রহমান
পিতা-এ, রহমান
সুপারভাইজার-বাদলা আখতার
৬৫০, শাজাহান, ঢাকা—১ম পক্ষ।

বনাম

জনাব এ, কে, এম ফজলুল হক
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
গ্লো। হোয়াইট গার্মেন্টস লি:
৯, ডি, আই, টি রোড
মালীবাগ, রামপুরা, থানা-সবুজবাগ,
ঢাকা—২য় পক্ষ।

আদেশের কপি

আদেশ নং-১৩ তারিখ ১-৯-৯৮

অদ্য চার্জ শুনানীর জন্য ধার্য আছে। বাদী আজিজুর রহমান অনুপস্থিত। তাহার পক্ষে কোন তদবির নাই। আসামী এ, কে, এম, ফজলুল হক ব্যক্তিগত হাজিরা মোতাবেক উপস্থিত আছেন। তিনি ও তাহার বিজ্ঞ-আইনজীবী উপস্থিত রহিয়াছে। আসামী কর্তৃক দাখিলকৃত দরখাস্তে ফৌজদারী কার্য বিধির ২৪১(ক) ধারায় তিনি অব্যাহতির আবেদন করিয়াছেন। আসামী তাহার দরখাস্তে এই মর্মে বক্তব্য রাখিয়াছেন যে, বাদী তাহার বিরুদ্ধে অত্র আদালতে মজুরী পরিশোধ মোকদ্দমা নং ২৪/৯৬ ও আই, আর, ও, মো: নং-৩০/৯৬ দায়ের করিয়া বকেয়া মজুরী সহ চাকুরীতে যোগদানের জন্য আবেদন করিয়াছেন যাহা অত্র আদালতে বিচারাধীন রহিয়াছে। উক্ত মোকদ্দমার বিষয়বস্তু ও অত্র মোকদ্দমার দাবী সমূহ অত্র আদালতেই বিরোধীয় অবস্থায় রহিয়াছে। তৎকারণে বাদী অত্র মোকদ্দমায় কোন প্রতিকার দাবী করিতে পারে না এবং ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ২১ ও ৫২ ধারার পরিপন্থি। এমতাবস্থায় তাহাকে সামাজিক ও মানসিকভাবে হয়রানী করিবার জন্য বাদী কর্তৃক অত্র মোকদ্দমা দায়ের

করা হইয়াছে বিধায় তিনি ফৌজদারী কার্য বিধির ২৪১(এ) ধারার অব্যাহতি পাইতে হকদার মর্মে প্রার্থনা জানাইয়াছেন। আসামী পক্ষের নিবেদিত বক্তব্য শুত হইল। বাদীর বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব এ, কে, এম নাছির আদালতে উপস্থিত হইলেও বাদী না আসার কারণে তিনি কোন হাজিরা দেন নাই এবং কোন পদক্ষেপ গ্রহন করেন নাই। তবে তিনি আসামী অব্যাহতির আবেদন বিরোধীতা করিয়া বক্তব্য দেন। যেহেতু বাদী তাহার মোকদ্দমার শুনানীর দিন অনুপস্থিত রহিয়াছেন। কাজেই তাহার মোকদ্দমাটি ফৌজদারী কার্য বিধির ২৪৭ ধারার বিধান মতে খারিজ যোগ্য। এবং আসামী অত্র মোকদ্দমার দায় হইতে অব্যাহতি পাইতে হকদার। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে-উভয় পক্ষের শুনানীতে আসামীর দায়েরকৃত ফৌজদারী কার্য বিধির ২৪১(এ) ধারায় দরখাস্ত গৃহীত হইল এবং বাদীর অনুপস্থিতির কারনে আসামীর বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ হইতে তাহাকে ফৌজদারী কার্য বিধির ২৪৭ ধারায় অব্যাহতি প্রদান করা গেল। আসামী জামিনের তাহার জামিন নামার দায় হইতে মুক্ত হইল।

অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,

ফৌজদারী মামলা নং ৩৮/৯৭

আশ্রাব আলী, ম্যানেজার,
জামান আর্ট প্রেস,
বর্তমানে কর্মনাম আবেদীন বর্ণলিপি আর্ট প্রেস,
৩৯৭ বড় মগবাজার, ঢাকা।—অভিযোগকারী।

বনাম

(১) জনাব গফর আলী, প্রোপাইটার
জামান আর্ট প্রেস ১০১ ধোলাইরপাড়,
থানা ডেমরা, ঢাকা।

(২) জনাব কামরুজ্জামান, পরিচালক,
জামান আর্ট প্রেস ১০১, ধোলাইরপাড়,
থানা ডেমরা, ঢাকা।

(৩) জনাব মিজানুর রহমান, ম্যানেজার,
জামান আর্ট প্রেস, ১০১, ধোলাইরপাড়,
থানা ডেমরা' ঢাকা।—আসামীগণ।

আদেশের কপি

১৬

২০-১০-৯৮

বাদী ও জামিনপ্রাপ্ত আসামীগণ অনুপস্থিত। মামলাটি চার্জ শুনানীর জন্য ধার্য আছে। বাদীর দাখিলী মামলা প্রত্যাহারের দরখাস্ত নথিভুক্ত রাখা হইয়াছে। এমতাবস্থায় ফৌজদারী কার্যবিধির ২৪৭ ধারার আওতায় আসামীগণকে অত্র মামলার অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি দেওয়া যাইতে পারে। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে-আসামী নং (১) নকর আলী, প্রোপাইটর (৪) কামরুজ্জামান, পরিচালক এবং (৩) মিজানুর রহমান, ম্যানেজার, জামান আর্ট প্রেস, ১০১, ধোলাইর পাড়, থানা ডেমরা, ঢাকাকে ফৌজদারী কার্য বিধির ২৪৭ ধারার আওতায় অত্র অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইল। আসামীগণকে জামিন নামার দায় হইতে মুক্ত করা হেল।

অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের খরচায় প্রেরণ করা হউক।

(মো: আব্দুর রাজ্জাক)
চেয়ারম্যান

আই, আর, ও, মামলা নং ৪৬/৯৭

মো: ফেরদৌস মিয়া,
কম্পোজিটর,
জামান আর্ট প্রেস,
প্রযত্নে জয়নাল আবেদীন,
বর্ণলিপি আর্ট প্রেস
৫৯৭, বড় মগবাজার,
থানা রমনা, ঢাকা।—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) প্রোপ্রাইটার, জামান আর্ট প্রেস

(২) পরিচালক, জামান আর্ট প্রেস

(৩) ম্যানেজার, জামান আর্ট প্রেস
সর্ব সাং ১০১, ধোলাইর পাড়,
থানা ডেমরা, জিলা ঢাকা।—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

আদেশের কপি

১৭
২০-১০-৯৮

প্রথম পক্ষের দাখিলী মামলা প্রত্যাহারের দরখাস্ত শুনানী ও আদেশের জন্য ধার্য আছে। উভয় পক্ষ অনুপস্থিত। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব রশিদ আহামেদ এবং শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব ওয়াহেদুল ইসলাম খান উপস্থিত আছেন। নথি দেখিলাম প্রথম পক্ষকে মামলাটি প্রত্যাহার করিবার অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে। সদস্যদ্বয় একমত পোষণ করেন এবং আদেশ নামায় স্বাক্ষর দিয়াছেন। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে প্রথম পক্ষকে মামলাটি প্রত্যাহার করিবার অনুমতি প্রদান করা হইল।

অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান

অভিযোগ মোকদ্দমা নং ৫০/৯৭

মোঃ মফিজুর রহমান,
এফ-৩/ডি হাউজিং কলোনী,
যমুনা সার কারখানা,
তারাকান্দি, সরিষাবাড়ী,
জামালপুর।—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) যমুনা ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিমিটেড,
পক্ষে উহার ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
তারাকান্দি, সরিষাবাড়ী, জামালপুর।

(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
যমুনা ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিঃ,
তারাকান্দি, সরিষাবাড়ী, জামালপুর।

(৩) উপ-ব্যবস্থাপক (প্রশাসন),
যমুনা ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিঃ,
তারাকান্দি, সরিষাবাড়ী, জামালপুর।

(৪) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ক্যামিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ,
বি, সি, আই, সি, ভবন, ৩০/৩১ দিলকুশা
বাণিজ্যিক এলাকা, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।—দ্বিতীয় পক্ষদ্বয়।

আদেশের কপি

আদেশ নং ২৭, তারিখ ৮-১১-৯৮

মামলাটি আদেশের জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষের ইং ৫-১১-৯৮ তারিখের দাখিলী মামলা প্রত্যাহারের দরখাস্ত আদেশের জন্য পেশ করা হইয়াছে। উভয় পক্ষের আইন-জীবীগণ উপস্থিত। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব রশিদ আহামেদ এবং শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব ওয়াজেদুল ইসলাম খান উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনিলাম এবং নথি দেখিলাম। প্রথম পক্ষকে মামলাটি প্রত্যাহার করিবার অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে। সদস্যগণ একমত পোষণ করেন এবং আদেশ নামায় স্বাক্ষর দিয়াছেন। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে মামলাটি প্রথম পক্ষকে প্রত্যাহার করিবার অনুমতি প্রদান করা হইল।

অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মো: আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,

আই, আর, ও, মামলা নং ৩১/৯৭

আশ্রাফ আলী, ম্যানিনম্যান,
জামান আর্ট প্রেস,
প্রযত্নে জয়নাল আবেদীন
বর্ণ লিপি আর্ট প্রেস
৫৯৭, বড় মগবাজার, ঢাকা।—প্রথম পক্ষ।

বনাম

১। প্রোপাইটর,
জামান আর্ট প্রেস

২। পরিচালক,
জামান আর্ট প্রেস

৩। ম্যানেজার
জামান আর্ট প্রেস

সর্ব সাং ১০১, খোলাইপাড়, থানা ডেমরা, ঢাকা।—দ্বিতীয় পক্ষ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ৩, তারিখ ২০-১০-৯৮

প্রথম পক্ষের দাখিলী মামলা প্রত্যাহারের দরখাস্ত শুনানী ও আদেশের জন্য ধার্য আছে। উভয় পক্ষ অনুপস্থিত। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব রশিদ আহামেদ এবং শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব ওয়াজেদুল ইসলাম খান উপস্থিত আছেন। নথি দেখিলাম। প্রথম

পক্ষকে মামলাটি প্রত্যাহার করিবার অনুমতি দেওয়া যাবে না, কারণ পক্ষগণ অনুপস্থিত রহিয়াছে। তবে মামলাটি খারিজ করা যাইতে পারে। সদস্যগণ একমত পোষণ করেন এবং আদেশ নামায় স্বাক্ষর দিয়াছেন সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে মামলাটি খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান, দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

অভিযোগ কেস নং ৬২/৯৭

মিস সাথী বেগম,
অপারেটর, কার্ড নং ১৩৬৮,
লাইন নং বি,
প্রযত্নে নাজমা আকতার,
২০০, শান্তিবাগ, ঢাকা।—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) বেক্সিমকো এ্যাপারেলস লিঃ,
প্রতিনিধিত্বে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
বিল টাওয়ার (ফ্লোর ২এ এবং ২বি),
১৯ বানমন্ডি আ/এ,
রোড নং-১, ঢাকা ১২০৫,
থানা বানমন্ডি।

(২) এ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজার (পারসোনাল),
বেক্সিমকো এ্যাপারেলস লিঃ,
৭/এ, শান্তিবাগ (রাজারবাগ),
ঢাকা-১২১৭, থানা মতিঝিল।—দ্বিতীয় পক্ষ।

আদেশের কপি

আদেশ নং-১০, তারিখ ২২-৯-৯৮

প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত। তাহার আইনজীবী জানান যে, মামলাটি পরিচালনার instruction নাই বিধায় কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন না। দ্বিতীয় পক্ষের আইনজীবী হাজিরা দিয়াছেন। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব আনোয়ারুল আকজাল ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব কজলুল হক মন্টু উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। নথি দেখিলাম। নথিদৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রথম পক্ষ গত ৩-৩-৯৮, ২৮-৪-৯৮, ২৬-৫-৯৮, ও ২৮-৭-৯৮ তারিখে অনুপস্থিত ছিলেন। ইহাতে প্রতিয়মান হয়

যে, প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। কাজেই মামলাটি খারিজ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। সদস্যগণ একমত পোষণ করেন এবং আদেশ নামায় স্বাক্ষর দিয়াছেন। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতিজনিত কারনে খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান, দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

আই, আর, ও, মোকদ্দমা নং ৮৯/৯৭

মোঃ ওয়াইদুর রহমান (রাজু),
কোলিটি ইন্সপেক্টর ফিনিশিং বিভাগ,
টপ্পো কম্পোজিট নীট গার্মেন্টস লিঃ,

বর্তমান ঠিকানা :

প্রযত্নে নাজমা আক্তার,
২০০, শান্তিবাগ (নীচতলা), ঢাকা ১২১৭।—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) টপ্পো কম্পোজিট নীট গার্মেন্টস লিঃ,
পক্ষে ইহার ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
১, দক্ষিণ কমলাপুর, থানা মতিঝিল, ঢাকা ১০০০।

(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
টপ্পো কম্পোজিট নীট গার্মেন্টস লিঃ,
১, দক্ষিণ কমলাপুর, থানা মতিঝিল, ঢাকা ১০০০।

(৩) প্রকল্প ব্যবস্থাপক,
টপ্পো কম্পোজিট নীট গার্মেন্টস লিঃ,
১, দক্ষিণ কমলাপুর, থানা মতিঝিল,
ঢাকা ১০০০।—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ১০, তারিখ ২০-১০-৯৮ ইং

মামলাটি রক্ষণীয়তা শুনানীর জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব এ, কে, এম, নাসির সময়ের দরখাস্ত দিয়াছেন। দ্বিতীয় পক্ষের আইনজীবী হাজিরা দিয়াছেন। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব রশিদ আহমেদ এবং শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব

ওয়াজেদুল ইসলাম খান উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। নথি দেখিলাম এবং উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীদের বক্তব্য শুনিলাম। প্রথম পক্ষের সময়ের দরখাস্ত অগ্রাহ্য হইল। প্রথম পক্ষ কর্তৃক অত্র আদালতে অভিযোগ মামলা নং ৬৭/৯৭ দায়ের করা হইয়াছে বিধায় অত্র আই, আর, ও, মোকদ্দমা ৮৯/৯৭ পরিচালনার প্রয়োজন নাই মর্মে দ্বিতীয় পক্ষের আইনজীবী বক্তব্য রাখেন। উক্ত অভিযোগ মোকদ্দমার নথি পর্যালোচনা করা হইল। এমতাবস্থায়, অত্র মোকদ্দমাটি পরিচালিত হওয়ার কোন প্রয়োজন নাই বিধায় উহা খারিজযোগ্য মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাইতে পারে। সদস্যগণ একমত পোষণ করেন এবং আদেশ নামায় স্বাক্ষর দিয়াছেন। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে, অত্র মোকদ্দমাটি দোতরফা শুনানীতে খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান, দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

আই, আর, ও, মোকদ্দমা নং ১২৪/৯৭

মোঃ মজিবর রহমান, কার্ড নং-১৯৫,
প্রযত্নে নাজমা বেগম, ২৩৩, শান্তিবাগ,
ঢাকা-১২১৭।—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) পাশা নিটিং এ্যাপারেলস লিঃ,
প্রতিনিধিত্বে ইহার ব্যবস্থাপনা পরিচালক।

(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
পাশা নিটিং এ্যাপারেলস লিঃ,
হেড অফিস ১৭০, শান্তিনগর, ঢাকা।
ফ্যাক্টরী ৩৬৪, পূর্ব রামপুরা,
টি ভি এ্যাভিনিউ, ঢাকা।—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ৮, তারিখ ৭-৯-৯৮.

প্রথম পক্ষ অদ্য উপস্থিত হইয়া মামলাটি প্রত্যাহার করিবার জন্য দরখাস্ত দিয়াছেন এবং উপস্থাপন করার জন্য ভিন্নভাবে দরখাস্ত দেওয়া হইয়াছে। নথি উপস্থাপন করা হইল। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব আনোয়ারুল আফজাল ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব ফজলুল হক মন্টু উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। নথি দেখিলাম ও প্রথম পক্ষের বক্তব্য শুনিলাম। উভয় পক্ষের মধ্যে আপোষ মীমাংসা হওয়ায় প্রথম পক্ষ মামলাটি

প্রত্যাহার করিবার প্রার্থনা করিয়াছেন। কাজেই, প্রথম পক্ষকে মামলাটি প্রত্যাহার করিবার অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে। সদস্যগণ একমত পোষণ করেন এবং আদেশ নামায় স্বাক্ষর দিয়াছেন। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে মামলাটি প্রথম পক্ষকে প্রত্যাহার করিবার অনুমতি প্রদান করা হইল।

অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মো: আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান, দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

আই, আর, ও, কেস নং ২/৯৮

মো: সোলায়মান,
চেয়ারম্যান,
বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন লিঃ,
ডিলিং ডিপার্টমেন্ট,
২৪, পুরানা পল্টন, ঢাকা।—প্রথম পক্ষ।

বনাম

১। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন কোং লিঃ,
এইচ, বি, এফ, সি, বিল্ডিং (৮ম তলা),
২৪, পুরানা পল্টন, ঢাকা—প্রতিনিধিত্বে ইহার
ব্যবস্থাপনা পরিচালক।

২। ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন কোং লিঃ,
এইচ, বি, এএ, সি, বিল্ডিং (৮ম তলা),
২২, পুরানা পল্টন, ঢাকা।

৩। জেনারেল ম্যানেজার,
বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন কোং লিঃ,
এইচ, বি, এফ, সি, বিল্ডিং (৮ম তলা),
২২, পুরানা পল্টন, ঢাকা।

৪। ইনচার্জ (প্রশাসন),
বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন কোং লিঃ,
এইচ, বি, এফ, সি, বিল্ডিং (৮ম তলা),
২২, পুরানা পল্টন, ঢাকা।—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ৯, তারিখ ২১-১০-৯৮

মামলাটি আদেশের জন্য ধার্য আছে। ১ম পক্ষ মোঃ সোলায়মান উপস্থিত। তাহার ৪-১০-৯৮ তারিখের দাখিলী মামলা প্রত্যাহারের দরখাস্ত আদেশের জন্য পেশ করা হইয়াছে। বাদীর পক্ষের সদস্য জনাব রশিদ আহমেদ এবং প্রতিপক্ষের সদস্য জনাব ওয়াজেদুল ইসলাম খান উপস্থিত আছেন। তাহাদের সম্মুখে আদালত গঠিত হইল। ১ম পক্ষ মোঃ সোলায়মানের বক্তব্য শুনিলাম। তাহাকে মামলাটি প্রত্যাহার করিবার অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে। সদস্যগণ একমত পোষণ করেন এবং আদেশ নামায় স্বাক্ষর দিয়াছেন। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে, মামলাটি ১ম পক্ষকে প্রত্যাহার করিবার অনুমতি প্রদান করা যাইতে পারে।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান, দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

মিস পিটিশন কেস নং-২/১৯৯৮

মোঃ আইয়ুব আলী,
পিতা-আবুল হোসেন (মৃত)
পদবী-ম্যান্টেন্যান্স সহকারী
জেনিথ প্যাকেজেস লিঃ,
কাজলার পার, ডেমরা রোড,
ঢাকা—বাদী।

বনাম

(১) তাসমিমা হোসেন,
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
জেনিথ প্যাকেজেস লিঃ,

(২) মহিবুল আহসান,
পরিচালক
জেনিথ প্যাকেজেস লিঃ,

(৩) জাকির হোসেন নিজাম,
নির্বাহী পরিচালক
জেনিথ প্যাকেজেস লিঃ,
ঠিকানা-২৮ দিল কুশা বা/এ,
থানা-মতিঝিল, ঢাকা-১০০০—আসামীগন।

উপস্থিত:-মোঃ অবদুর রাজ্জাক (জেলা ও দায়রা জজ), চেয়ারম্যান।
জনাব রশিদ আহমেদ, (মালিক পক্ষ), সদস্য,
জনাব ওয়াজেদুল ইসলাম খান (শ্রমিক পক্ষ), সদস্য,

আদেশের কপি

আদেশ নং ৬ তারিখ-২৭-৯-৯৮

অদ্য আদেশের নিমিত্ত নথি পেশ করা হইল। সালিশী দরখাস্তে উল্লেখিত বক্তব্য ও অভিযোগের সংক্ষিপ্তসার এই যে, দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক প্রথম পক্ষ ইউনিয়নের সহিত ইং ২২-২-৯৬, ১২-৫-৮৬ ১৪-৭-৯১, ১৯-১১-৯০, ২২-১২-৯২, ও ৪-৪-৯৫ তারিখের সম্পাদিত চুক্তিসমূহ ইচ্ছাকৃত ভাবে ভংগ করায় তাহারা ১৯৬৯ সনে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশে ৫৪ ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ করিয়াছেন।

ইনকোয়ারীকালে উক্ত নালিশীদরখাস্ত সমর্থনে প্রথম পক্ষের নিযুক্ত বিজ্ঞ-আইন-জীবি-জনাব সৈয়দ আজাদুল হক কর্তৃক এই মর্মে তাহারা বক্তব্য উপস্থাপন করা হয় যে, দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক ইং ১৯-৩-৯৮ পত্র এবং ইং ৮-৬-৯৬ তারিখের বিজ্ঞপ্তিমূলে পূর্বের সকল এগ্রিমেন্টসহ ইং ৪-৪-৯৫ তারিখের সর্বশেষ এগ্রিমেন্ট (যাহা ৩১-১০-৯৬ তারিখ পর্যন্ত বলবৎ ছিল) বাতিল হইলেও নূতন চুক্তি না হওয়া পর্যন্ত পূর্বের এগ্রিমেন্ট অর্থাৎ সর্বশেষ ইং ৪-৪-৯৫ তারিখের এগ্রিমেন্ট মূলে প্রদত্ত সুযোগ সুবিধা বলবৎ থাকিবে। তাহার বক্তব্য সমর্থনে কাতপয় নজির উপস্থাপন করেন।

আসামী পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবি জনাব খলিলুর রহমান এই মর্মে তাহার বক্তব্য উপস্থাপন করেন যে, সবশেষ অর্থাৎ ইং ৪-৪-৯৫ তারিখের এগ্রিমেন্ট ইং ৩০-১০-৯৬ তারিখ পর্যন্ত বলবৎ ছিল। ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৪০ (২) ধারায় বিধান মতে কোন চুক্তি ২ বৎসর পরেও চলিতে পারিবে যতক্ষন না পর্যন্ত পক্ষভুক্ত যে কোন এক পক্ষ কর্তৃক নোটিশ দ্বারা উহা বাতিল করা না হয়। দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক ইং ১৯-৩-৯১ তারিখের নোটিশ দ্বারা ইং ১৯-৫-৯৮ তারিখ হইতে চুক্তির অবসান ঘটান হইতেছে। ইং ২০-৫-৯৮ তারিখে প্রথম পক্ষ ইউনিয়ন যাহার বৈধতা নিয়ে আদালতে মামলা রহিয়াছে। কর্তৃক দাবী নামা পেশ করা প্রেক্ষিতে ইহাই দাঁড়ায় যে চুক্তি অবসানের নোটিশ মানিয়া নিয়াই দাবীনামা দেওয়া হইয়াছে। কাজেই, ইচ্ছাকৃত ভাবে চুক্তি ভংগ সংক্রান্ত অভিযোগের কোন ভিত্তি নেই। ইহা ব্যতিরেকে আদালতে অত্র নালিশী দরখাস্ত দায়েরের বেশ কিছু দিন পূর্বে প্রথম পক্ষ ইউনিয়ন কর্তৃক ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৫০ ধারার বিধান মতে তর্কিত চুক্তির বাধ্যবাধকতার বিষয়ে ব্যাখ্যা চাহিয়া শ্রম আপীল ট্রাইবুনেলে ৩০/৯৮ নম্বর ইন্টারপ্রিটেশন কেস দায়ের করা হইয়াছে। এখনও উহা বিচারাধীন রহিয়াছে।

ইনকোয়ারির বা তদন্তের বিষয়বস্তু প্রসংগে শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ-সদস্য জনাব ওয়াজেদুল ইসলামের লিখিত বক্তব্যের সংশিষ্ট অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :-

---

মামলার বাদীর নালিশী দরখাস্ত, হলফনামা জবানবন্দি ও নালিশে বর্ণিত চুক্তি পত্রের পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, ইউনিয়ন এবং ম্যানেজম্যান্ট কর্তৃপক্ষের মধ্যে সম্পাদিত বাকতীয় চুক্তিপত্রসমূহ যথারীতি কার্যকর করা হয় এবং শ্রমিক-কর্মচারীগন চুক্তি সমূহ বর্ণিত শর্তাদি অনুযায়ী যাবতীয় সুযোগ সুবিধা এযাবৎ কাল ভোগ করিয়াছেন। সর্বশেষ এ জাতীয় চুক্তি ৪-৪-৯৫ ইং তারিখে সম্পাদিত হয় এবং উহা ম্যানেজম্যান্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক

কার্যকর করা হয়। নালিশ বর্ণিত মতে ১নং আসামী ১৯-৩-৯৮ ইং তারিখে এই সর্বশেষ ৪-৪-৯৫ ইং তারিখের চুক্তি পত্রটির মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়ার পরে উহা নোটিশ দ্বারা অবহিত ঘোষনা করিয়াছেন। এখানে উল্লেখ যে, এ সর্বশেষ চুক্তিটির মেয়াদ ১-১-৯৪ ইং ইং হইতে ২ বৎসরের জন্য বলবৎ থাকিবে বলিয়া উল্লেখিত হয় তবে শ্রমিকগন পূর্ববর্তী সকল চুক্তি সমূহের ধারাবাহিকতায় যাবতীয় সুযোগ সুঁবিধা উর্দ্ধগামী পরবর্তীত হারে ভোগ করিয়া আসিতেছেন। ইউনিয়ন ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্কিয় অধ্যাদেশের ২৬ ধারা মতে ২০-৫-৯৮ ইং তারিখে চাকুরীর উন্নততর শর্তাদির দাবী নামা পেশ করিয়াছেন। যেহেতু দীর্ঘ ৪ বৎসর পূর্বে তাহাদের বর্তমান হারের সুযোগ সুবি-াদি করা হইয়াছিল। বর্তমান দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির হারের উর্দ্ধগতির জন্য বর্তমান দাবী নামা পেশ করা হয়। নালিশ-বর্ণিত মতে ম্যানেজম্যান্ট কর্তৃপক্ষ ৩১-৫-৯৮ ইং তারিখে ঘোষনা করেন, আর্থিক সুবিধা দির্ঘ নতুন হার তাহারা ঘোষনা দিবেন। উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত হয় ১৯-৫-৯৮ ইং তারিখ হইতে পূর্ববর্তী চুক্তি পত্র সমূহের আওতাধীন সুযোগ সুবিধাদি রহিত রহিয়াছে বলিয়া গন্য হইবে। উক্ত ২১-৫-৯৮ ইং তারিখের বিজ্ঞপ্তির ধারাবাহিকতায় ম্যানেজম্যান্ট কর্তৃপক্ষ ৮-৬-৯৮ ইং তারিখে শ্রমিক কর্মচারীদের জন্য নালিশের ৯নং অনুচ্ছেদ মতে যে আর্থিক প্রাপ্যতা ঘোষনা করিয়াছেন তাহা ৪ বৎসর পূর্বে কার্যকর পূর্বের হারের পরিবর্তে প্রায় অর্ধেক এবং কোন কোন ক্ষেত্রে উহার ও কম হারে ঘোষনা করিয়াছেন। ম্যানেজ-ম্যান্ট কর্তৃপক্ষের এ জাতীয় ঘোষনা সম্পর্ন বে-আইনী স্বেচ্ছাচারমূলক ও নির্যাতন রূপ নালিশের ১০ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখিত মহামান্য ঢাকা হাইকোর্টের পি, এল, ডি, ১৯৭১ ঢাকা ২৬২ মতে চুক্তি/এওয়ার্ড মেয়াদ অতিক্রান্ত হইলেও উহার শর্তবলী রদ, রহিত যোগ্য নহে। এবং চুক্তি মেয়াদান্তে চুক্তি পরবর্তী অবস্থানে শ্রমিকদের আর্থিক সুঁবিধাদি তাহাদের স্বার্থের পরিপন্থি রূপে পরিবর্তিত হয় না।

মামলার আসামী পক্ষে নিম্নোক্তিত আইনজীবীর বক্তব্য শোনা হইয়াছে। তাহার মতে কর্তৃপক্ষ শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৪০ (২) ধারা মতে ১ বার চুক্তিপত্র বাতিল করিলে এ চুক্তিপত্রের শর্তাদি নতুন চুক্তি পত্র না হওয়া পর্যন্ত যে বলবৎ থাকিবে এ মর্মে আইনে কোন উল্লেখ নাই। সুতরাং কর্তৃপক্ষ তাদি কমাইয়া কোন অপরাধ করেন নাই। আসামী পক্ষের আইনজীবী তাহার বক্তব্যের সমর্থনে কোন কেইচ ল দেখাইতে পারেন নাই। কিন্তু তাহার এই বক্তব্য মোটেই গ্রহনযোগ্য নহে কারন বাদী পক্ষের আইনজীবী এই মর্মে কেইচ-ল দেখাইয়াছেন যে, চুক্তি বাতিল করিলেও নতুন চুক্তি না হওয়া পর্যন্ত পূর্বের চুক্তি সমূহ বলবৎ থাকিবে। এমতবস্থায়, বাদী পক্ষের বিস্তারিত যুক্তিতর্ক ও চুক্তি সমূহ পর্যা-লোচনায় এবং উপস্থাপিত তথ্যাদি দৃষ্টে বলা যায় মামলায় cognizance (আমলে) নেওয়ার মত প্রাইমা এ্যাসি কেস আছে এবং আসামীদের বিরুদ্ধে প্রসেস ইস্যু যোগ্য।

এ পর্যায়ে মামলাটির সারবত্তা বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়া প্রতিয়মান হয় এবং মামলাটি স্বাক্ষী প্রমান দ্বারা নিস্পতি যোগ্য।

মালিক পক্ষের সদস্য জনাব রশিদ আহাম্মদ এর লিখিত বক্তব্যের সংশ্লিষ্ট অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

বাদী পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী জনাব আজাদুল হক তাঁর মামলার পক্ষে অঙ্কিত বর্ণিত বক্তব্য তুলে ধরেন যা অত্র মতামতের "আরজি" অনুচ্ছেদ ৩ হতে অনুচ্ছেদ ৯-এ উল্লেখ করা হয়েছে। অতিরিক্ত সমর্থক যুক্তি হিসাবে তিনি ভারতের সুপ্রীম কোর্টের সিভিল আপীল নং-১৭৮/১৯৬৩ সাউথ ইন্ডিয়ান ব্যাংক লি:

বনাম

আর চাকো এন্ড মামলা এ আই আর ১৯৬৪ পৃষ্ঠা নং ১৫২২ এ প্রকাশিত এবং ভারতীয় সুপ্রীম কোর্টের সিভিল আপীল মামলা নং-২২৭৫/১৯৭৮

লাইফ ইনস্যুরেন্স করপোরেশন, ভারত

বনাম

ডি জে বাহাদুর এবং অন্যান্যদের মামলা যা এ আই আর ১৯৮০ পৃষ্ঠা ২১৮১ তে প্রকাশিত মামলা দুটির প্রসঙ্গ তুলে ধরেন। তিনি আর্জিতে বর্ণিত পাকিস্তান হাইকোর্টের মামলাটিরও প্রসঙ্গ টানেন। তিনি বর্ণিত ভারত পকিস্তানের উচ্চতর/উচ্চতম আদালতের রায়ের প্রসঙ্গ টেনে বলেন যে, উক্ত রায় অনুযায়ী পুরাতন চুক্তির স্থলে নতুন চুক্তি না হওয়া পর্যন্ত পূর্বের চুক্তি বহাল থাকবে বিধায় বিবাদীগন চুক্তির বরখেলাফ করেছেন-তাই আই, আর ও এর ৫৪ ধারা মতে অভিযোগ অপরাধ করেছেন। বিবাদী পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবীগন জনাব খলিলুর রহমান তাঁর বক্তব্যে বলেন যে, বিবাদী ১৯-৩-৯৮ ইং তারিখে ১৯৬৯ সনের ৪০ (২) ধারা অনুযায়ী ৪-৪-৯৫ ইং তারিখের চুক্তি পূর্বের যাবতীয় চুক্তি অবসানের (termination) এর জন্য আইনের বিধান অনুযায়ী ২ (দুই) মাসের নোটিশ দেয়া হয়েছে এবং ১৯-৪-৯৮ ইং তারিখে পর্যন্ত নোটিশ পিরিয়ড এবং ২০-৪-৯৮ তারিখ হতে চুক্তি সমূহ টার্মিনেটেড" বা অবসানকৃত বলে গন্য হবে এবং বিবাদীগন এ তারিখ হতে অর্থাৎ ২০-৫-৯৫ ইং তারিখ হতে দায়মুক্ত।

বাদীগণও তাই বুঝতে পেরেছেন বিধায় ২০-৫-৯৮ ইং তারিখে তারা নুতন দাবীনামা পেশ করেছেন। ২০-৫-৯৮ ইং তারিখে নুতন দাবীনামা পেশ করার মাধ্যমে এটা বুঝা যায় যে তারা এটা মেনে নিয়েছেন।

বাদীগন ১৬-৬-৯৮ ইং তারিখের আই, আর, ও এর ৫০ ধারা মোতাবেক শ্রম আপীল আদালতে চুক্তির বিষয়ে Interpretatin এর জন্য ৩০/৯৮ নম্বর মামলা দায়ের, করেন যা বর্তমান বিচারাধীন। চুক্তির বিষয়ে মামলা বিচারাধীনে থাকা অবস্থায় বিবাদী অত্র আদালতে একই আইনের ৫৪ ধারায় ১-৭-৯৮ ইং তারিখে অত্র মামলা করেছেন। বাদী শ্রম আপীল আদালতে ৫৪ ধারায় মামলা করার বিষয়ে তাদের অভিযোগ তরফের যুক্তিতর্কে কোন স্থানে উল্লেখ করেননি। এতে বাদীগনের অসদবুদ্ধিকৃত (Malafiidentontion) উদ্দেশ্য রয়েছে। বিবাদীগন আইনের কল্যাণ বা কোন আদালতে কি ব্যাখা দেয়া হয়েছে তা জানার কথা নয়। মুল আইনে চুক্তি অবসানের বিধান রয়েছে এবং সে বিধান রয়েছে এবং সে বিধান অনুযায়ী অবসান করা হয়েছে। তাই বাতিলকৃত বা অবসানকৃত চুক্তি ভংগের প্রশ্নই উঠে না। আইনজীবী পিঃ এল, ডি ১৯৭১ ঢাকা ২৬২ সম্পর্কে বলেন যে, এ রায়ে কোন আর্থিক সংশ্লেষ ছিল না। টোবাকো কোম্পানীর শ্রমিকেরা কার্যরত থাকাকালীন সময়ে চা-পানের জন্য কিছু সময় পেত, আদালতের রায় ছিল যে তারা মিল চালু রেখে ক্রমান্বয়ে কিছু কিছু শ্রমিক চা-পানে যাবে। কিন্তু রায়ের নৈয়ায় শেষ হয়ে যাবার পর শ্রমিকেরা মিল বন্ধ করে সকলে একসাথে চা- করতে শুরু করে। তখন এ পি এল ডি মামলাটি হয়। ঐ মামলায় মাননীয় হাইকোর্ট এ মামলা বলেন যে, তারা এক সাথে মিল বন্ধ করে যেতে পারবে না ক্রমান্বয়ে যাবে এবং তা না করলে বে-আইনী ধর্মঘট গণ্য হবে। তাই ঐ রায়ে কোন আর্থিক সংশ্লেষ নেই। আলোচ্য ক্ষেত্রে অনেক আর্থিক সংশ্লেষ রয়েছে এবং ঐ রায়ের সাথে আলোচ্য রায়ের কোন সম্পৃক্ততা নেই। সুতরাং এ মামলা খারিজ করার জন্য আবেদন করা হল।

পর্যালোচনা

অত্র মামলাটি আই আর ও ৫৪ ধারায় করা হয়েছে। এটা একটি ফৌজদারী মামলা। এমামলা দায়ের করা হয়েছে ১-৭-৯৮ ইং তারিখে। এ মামলা দায়েরের পূর্বে একই ব্যক্তি একই আইনের ৫০ ধারায় মীমাংসা বা settlement এর আইনগত ব্যাখ্যার জন্য ১৬-৫-৯৮ ইং তারিখের অন্য একটি মামলাধীন আপীল আদালতে দায়ের করা হয়েছে যা বাদী অত্র আদালতে গোপনে রেখেছেন। অধিকন্তু ২২-৫-৯৮ ইং তারিখে বিবাদীর নিকট একই আইনের ২৬ ধারা মোতাবেক নতুন দাবীনামা পেশ করেছেন। তাই বাদীর ৫০ ধারার মামলা এবং ২৬ ধারায় পেশকৃত দাবী নামার বিষয়ে চূড়ান্ত হওয়ার পূর্বে অত্র মামলা দায়ের করা হয়েছে। অন্যদিকে একই আইনের ৪০ (২) ধারায় চুক্তি বাতিলের বিধান আছে এবং সে বিধান অনুযায়ী বাতিল করা হইয়াছে। আবার চুক্তির পর ইউনিয়নের নাম বদলানো হয়েছে। এখন দেখা যাক আই, আর, ও এ ৪০ (২) ধারায় কি বলা হয়েছে।

"40 (2) A settlement shall be binding for such period as if agreed upon by the parties, and if no such peri d is agreed upon for a period of on eyear fr m the date on which the mem randum of settlement is siyned by the parties to the dispute and shall continue t be bin dding on the parties after the expiry of the aforesaid peri d until the expiry of two months from the date n which either party informs the other party in wrting of its intention no longer to be beund by the settlement."

উপরে বর্ণিত উদ্ধৃত আইনের ধারা হতে দেখা যে, চুক্তি বাতিল/অবসান করার জন্য ২ (দুই) মাসের নোটিশ দিতে হবে এবং দুই মাস নোটিশ পিরিয়ড পার হবার পর চুক্তিভুক্ত পক্ষের উপর এর দায় দায়িত্ব বর্তায়না। চুক্তি অবসানের নোটিশ চুক্তিভুক্ত যে কোন পক্ষই দিতে পারে।

অত্র আদালতে উপস্থাপনে উচ্চতর সিভিল আদালতের রায়ের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা রেখে এবং অত্র মামলার কোনরূপ পক্ষ পাতিত্ব না করে এ মত পোষণ করি যে অন্য দেশের উচ্চতর আদালতের রায় আমাদের দেশের নিম্নতর আদালতের উপর বাধ্যতামূলক নয়-তা অথবা একই ধরণের মামলায় সমার্থক স্বাক্ষ্য/দলিল হিসাবে আসতে পারে। ঐ মামলাগুলো সিভিল মামলাও বটে। পি এল ডি ১৯৭১ মামলাটি দিন বন্ধ করে সকল শ্রমিক একসাথে চা-পান খাওয়াটা আই আর ও অনুযায়ী বে-আইনী ধর্মঘটের পর্যায়ে পড়ে মর্মে মাননীয় পাকিস্তান হাইকোর্ট রায় দিয়াছেন। বর্তমান বিচারাধীন মামলার বিষয়বস্তু এ মামলার বিষয়বস্তু বিরাট বৈসাদৃশ্য রয়েছে এবং ঐটা একটা সিভিল ধরনের (nature) মামলা বিধায় অত্র মামলার সমর্থক সাক্ষ্য বা যুক্তি হিসাবে আসতে পারে না। ভারতের মাননীয় সুপ্রীম কোর্টের অপর দু'টি মামলাও সিভিল ধরনের বিধায় অত্র মামলা সাক্ষ্য সার্থক স্বাক্ষ্য বা যুক্তি হিসাবে যথার্থ মনে হয় নাই তাই ভারতীয় সুপ্রীম কোর্টের সিভিল মামলা ২টি অত্র ফৌজদারী মামলায় প্রাসংগিক নয়। ইউনিয়নের নাম বদলানোর পর বদলীকৃত নামের ইউনিয়ন পূর্বে ইউনিয়নের সাথে চুক্তির বাধ্য বাধকতা হিসাবেও আইনের ব্যাখ্যার প্রয়োজন।

মন্তব্যঃ-

বর্ণিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পিটিশান ২/৯৮ এবং ৩/৯৮ এর দু'টি মামলার বর্গনিষ্পত্তি দেওয়ার সুযোগ নেই বিধায় তা খারিজ যোগ্য। তাই মামলা দু'টি খারিজ করা যেতে পারে।

দাখিলী কাগজাদি, উভয় পক্ষের বক্তব্য সহ বিজ্ঞ-সদস্যের মতামত পর্যালোচনায় নালিশী দরখাস্ত প্রসংগে প্রাথমিক তদন্তে ইহাই প্রতিয়মান হইতেছে যে, ইং ১৯-৩-১৮ তারিখের নোটিশ ও ৮-৬-৯৮ তারিখের বিজ্ঞপ্তির প্রেক্ষিতে অন্যান্য চুক্তিসহ ইং ৪-৪-৯৫ তারিখের চুক্তি অবসান হইয়াছে। চুক্তি অবসানের পরে ইং ২৭-৫-৯৮ তারিখের প্রথম পক্ষের ইউনিয়নের কর্তৃক দাবীনামা পেশ করা হইয়াছে। অধিকন্তু: প্রথম পক্ষের ইউনিয়নের বৈধতা অত্র আদালতে ১১৭/৯৮ নম্বর আই, আর, ও, মোকদ্দমা বিচারাধীন রহিয়াছে।

ইহা ব্যতিরেকে চুক্তির বাধ্যবাধকতা আছে কিনা তৎবিষয়ে শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনালে একটি মোকদ্দমা শুনানীর অপেক্ষায় রহিয়াছে। উপরোক্ত অবস্থায় আমি এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে বাধ্য হইতেছি যে, ইচ্ছাকৃত ভাবে চুক্তি ভংগের অভিযোগ আসামীগনের বিরুদ্ধে আনীত নালিশী দরখাস্তের সুসংগত ভিত্তি নেই। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে-১৮৯৮ সনের ফৌজদারী কার্যবিধির ২০৩ ধারায় নালিশী দরখাস্তটি খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

(মোঃ আব্দুর রাজ্জাক)
চেয়ারম্যান,

বিশ পিটিশন নং-৩/৯৮

শেখ চন্দ্র রায়,
পিতামৃত কে, পি, রায়
পদবী—ফাইটার,
জেনিথ প্যাকেজেস লিঃ,
কাজলার পাড়, ডেমরা,
ঢাকা—বাদী।

বনাম

(১) তানভিরা হোসেন, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
জেনিথ প্যাকেজেস লিঃ।

(২) হাবিবুল আলম, পরিচালক,
জেনিথ প্যাকেজেস লিঃ,

(৩) আকির হোসেন বিশ্বাস,
নির্বাহী পরিচালক,
জেনিথ প্যাকেজেস লিঃ,
ঠিকানা-২৮, দিলকুশা বা/এ,
থানা-মতিঝিল, ঢাকা-১০০০। — আসামীগন

আদেশের নথি

আদেশ নং: ৬, তারিখ-২৭-৯-৯৮

অদ্য আদেশের নিমিত্ত নথি পেশ করা হইল। নালিশী দরখাস্তে উল্লেখিত বক্তব্য ও অভিযোগের সংক্ষিপ্তসার এই যে, দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক প্রথম পক্ষ ইউনিয়নের সহিত ২২-২-৮৩ইং, ১২-৮-৮৬, ১৪-৭-৯০, ১৯-১১-৯১, ২২-১২-৯২, ও ৪-৪-৯৫ তারিখের সম্পাদিত চুক্তি সমূহ ইচ্ছাকৃত ভাবে ভংগ করায় তাহারা ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৫৪ ধারার শাস্তিযোগ্য অপরাধ করিয়াছেন।

ইনকোয়ারী বা তদন্তকালে উক্ত নালিশী দরখাস্ত সমর্থনে প্রথম পক্ষের নিযুক্ত বিজ্ঞ-আইনজীবি জনাব সৈয়দ আজাদুল হক কর্তৃক এই মর্মে তাহার বক্তব্য উপস্থাপন করা হয় যে, দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক ইং ১৯-৩-৯৮ তারিখের পত্র এবং ৮-৬-৯৮ তারিখের বিজ্ঞপ্তিমূলে পূর্বের সকল এগ্রিমেন্ট সহ ইং ৪-৪-৯৫ তারিখের সর্বশেষ এগ্রিমেন্ট (যাহা ৩১-১০-৯৬ তারিখ পর্যন্ত বলবৎ ছিল) বাতিল হইলেও নূতন চুক্তি না হওয়া পর্যন্ত পূর্বের এগ্রিমেন্ট অর্থাৎ সর্বশেষ ইং ৪-৪-৯৫ তারিখের এগ্রিমেন্ট মূলে প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধা বলবৎ থাকিবে। তাহার বক্তব্য সমর্থনে কতিপয় নথির উপস্থাপন করেন।

আসামী পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী জনাব খলিলুর রহমান এই মর্মে তাহার বক্তব্য উপস্থাপন করেন যে, সর্বশেষ অর্থাৎ ইং ৪-৪-৯৫ তারিখের এগ্রিমেন্টটি ইং ৩০-১০-৯৬ তারিখ পর্যন্ত বলবৎ ছিল। ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৪০(২) ধারার বিধান মতে কোন চুক্তি ২ বৎসর পরেও চলিতে পারিবে যতক্ষন না পর্যন্ত পক্ষভুক্ত যে কোন এক পক্ষ কর্তৃক নোটিশ দ্বারা উহা বাতিল করা না হয়। দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক ইং ১৯-৩-৯৮ তারিখের নোটিশ দ্বারা ইং ১৯-৫-৯৮ তারিখ হইতে চুক্তির অবসান ঘটন হইয়াছে। ইং ২০-৪-৯৮ তারিখে প্রথম পক্ষ ইউনিয়ন যাহার বৈধতা নিয়ে আদালতে মামলা রহিয়াছে) কর্তৃক একটি দাবীনামা পেশ করার প্রেক্ষিতে ইহাই দাঁড়ায় যে চুক্তি অবসানের নোটিশ মানিয়া নিয়াই দাবী নামা দেওয়া হইয়াছে। কাজেই ইচ্ছাকৃতভাবে চুক্তি ভংগ সংক্রান্ত অভিযোগের কোন ভিত্তি নাই। ইহা ব্যতিরেকে আদালতে অত্র নালিশী দরখাস্ত দায়েরের বেশকিছুদিন পূর্বে প্রথম পক্ষ ইউনিয়ন কর্তৃক ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৫৩ ধারার বিধান মতে তর্কিত চুক্তির বাধ্যবাধকতার বিষয়ে ব্যাখ্যা চাহিয়া শ্রম আপীল ট্রাইবুনালে ৩০/৯৮ নম্বর ইন্টারপ্রিটেশন কেস দায়ের করা হইয়াছে। এখনও উহা বিচারাধীন রহিয়াছে।

মালিক পক্ষের সদস্য জনাব রফিক আহমদের লিখিত বক্তব্যের সংশ্লিষ্ট অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল:

বাদীপক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী জনাব সৈয়দ আজাদুল হক তাঁর মামলার পক্ষে আদিতে বর্ণিত বক্তব্য তুলে ধরেন যা অত্র মতামতের "আরজি" অনুচ্ছেদ ৩ হতে অনুচ্ছেদ ৯-এ উল্লেখ করা হয়েছে। অতিরিক্ত সমর্থক যুক্তি হিসাবে তিনি ভারতের সুপ্রীম কোর্টের সিভিল আপীল নং-১৭৮/১৯৬৩ সাউথ ইন্ডিয়ান ব্যাংক লিঃ -বনাম- আর চাকো এর মামলা যা এ আই আর ১৯৬৪ পৃষ্ঠা নং ১৫২২ এ প্রকাশিত এবং ভারতীয় সুপ্রীম কোর্টের সিভিল আপিল মামলা নং-২২৭৫/১৯৭৮।

লাইফ ইনস্যুরেন্স করপোরেশন, ভারত

বনাম

ডি যে বাহাদুর এবং অন্যান্যদের মামলা যা এ আই আর ১৯৮০ পৃষ্ঠা ২১৮১তে প্রকাশিত মামলা দু'টির প্রসঙ্গ তু ল ধরেন। তিনি আর্জিতে বর্ণিত পাকিস্তান হাইকোর্টের মামলাটিরও প্রসংগ টানেন। তি.ন ব.র্ণিত ভারত ও পাকিস্তানের উচ্চতর/উচ্চতম আদালতের রায়ের প্রসঙ্গটেনে বলেন যে, উক্ত রায় অনুযায়ী পুরাতন চুক্তির স্থলে নতুন চুক্তি না হওয়া পর্যন্ত পূর্বের চুক্তি বহাল থাকবে বিধায় বিবাদীগন চুক্তির বরখেলাফ করেছেন-তাই আই, আর, ও, এর ৫৪ ধারামতে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন। বিবাদী পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী জনাব খলিলুর রহমান তাঁর বক্তব্যে বলেন যে, বিবাদী ১৯-৩-৯৮ ইং তারিখে ১৯৬৯ সনের ৪০(২) ধারার অনুযায়ী ৪-৪-৯৫ ইং তারিখের চুক্তিসহ পূর্বের যাবতীয় চুক্তি অবসানের (Tarmination) জন্য আইনের বিধান অনুযায়ী ২(দুই) মাসের নোটিশ দেয়া হয়েছে এবং ১৯-৫-৯৮ ইং তারিখে পর্যন্ত নোটিশ পিরিয়ড এবং ২০-৫-৯৮ ইং তারিখ হতে চুক্তি সমূহ "টার্মিনেটেড" বা অবসানকৃত বলে গণ্য হবে এবং বিবাদীগন ঐ তারিখ হতে অর্থাৎ ২০-৫-৯৮ তারিখ হতে দায়মুক্ত।

বাদীপনও তাই বুঝতে পেরেছেন বিধায় ২০-৫-৯৮ইং তারিখে তারা নতুন দাবীনামা পেশ করেছেন। ২০-৫-৯৮ ইং তারিখে নতুন দাবীনামা পেশ করার মাধ্যমে এটা বুঝাযায় যে, তারা এটা মেনে নিয়েছেন।

বাদীগন ১৬-৬-৯৮ ইং তারিখে আই, আর, ও এর ৫০ ধারা মোতাবেক শ্রম আপীল আদালতে চুক্তির বিষয়ে Interprotation এর জন্য ৩০/৯৮ নম্বর মামলা দায়ের করেন যা বর্তমানে বিচারাধীন। চুক্তির বিষয়ে মামলা বিচারাধীনে থাকা অবস্থায় বিবদী অত্র আদালতে একই আইনের ৫৪ ধারায় ১-৭-৯৮ ইং তারিখে অত্র মামলা করেছেন। বাদী শ্রম আপীল আদালতে ৫০ ধারায় মামলা করার বিষয়ে তাদের আর্জিতে বা তদন্তের যুক্তিতর্কে কোন স্থানে উল্লেখ করেনি। এতে বাদী পক্ষের অসৎবুদ্ধিকৃত (Malafide intention) উদ্দেশ্য রয়েছে। বিবাদীগন আইনের কিক্‌শান বা কোন আদালতে কি ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে তা জানার কথা নয়। মূল আইনে চুক্তি অবসানের বিধান রয়েছে এবং সে বিধান অনুযায়ী অবসান করা হয়েছে। তাই বাতিলকৃত বা অবসানকৃত চুক্তি ভংগের প্রশ্নই উঠে না। আইনজীবী পি, এল, ডি ১৯৭১ ঢাকা ২৬২ সম্পর্কে বলেন যে, ঐ রায়ে কোন আর্থিক সংশ্লেষ ছিল না। টোবাকো কম্পানীর শ্রমিকেরা কার্যরত থ.কাকালীন সময়ে চা-পানের জন্য কিছু সময় পেত, আদালতের রায় ছিল যে তারা মিল চালু রেখে ক্রমান্বয়ে কিছু কিছু শ্রমিক চা-পানে যাবে। কিন্তু রায়ের মেয়াদ শেষ হয়ে যাবার পর শ্রমিকেরা মিল বন্ধ করে সকলে একসাথে চা-পান করতে যাওয়া শুরু করে। তখন এ পি এল ডি মামলটি হয়। ঐ মামলায় মাননীয় হাইকোর্ট এ মামলার রায় দেন যে, তারা একসাথে মিল বন্ধ করে যেতে পারবে না ক্রমান্বয়ে যাবে এবং তা না করলে বে-আইনী ধর্মঘট বলে গণ্য হবে। তাই এ রায়ে কোন আর্থিক সংশ্লেষ নেই। আলোচ্যক্ষেত্রে অনেক আর্থিক সংশ্লেষ রয়েছে এবং ঐ রায়ের সাথে আলোচ্য রায়ের কোন সম্পৃক্ততা নেই। সুতরাং মামলা খারিজ করার জন্য আবেদন করা হল।

পর্যালোচনা:

অত্র মামলাটি আই, আর, ও ৫৪ ধারায় করা হয়েছে। এটা একটি ফৌজদারী মামলা এ মামলা দায়ের করা হয়েছে ১-৭-৯৮ ইং তারিখে। এ মামলা দায়ের র পূর্বে একই বাদী একই আইনের ৫০ ধারায় মীমাংসা বা (Settlement)-এর আইনগত ব্যাখ্যার জন্য ১৬-৬-৯৮ ইং তারিখে অন্য একটি মামলা শ্রম আপীল আদালতে দায়ের করা হয়েছে যা বাদী অত্র

আদালতে গোপ ... । অধিকন্তু বাদী ২০-৫-৯৮ তারিখে বিবাদীর নিকট একই আইনের
২৬ ধারা মোতাবে ... দাবীনামা পেশ করেছে ... তা বাদী ৫০ ধারার মামলা এবং ২৬ ধারা
মতে পেশকৃত দ ... বিষয়ে চূড়ান্ত হওয়ার পূর্বে অত্র মামলা দায়ের করা হয়েছে। অন্যদিকে
একই আইনের ... ধারায় চুক্তি বাতিলের বিধান আছে এবং সে বিধান অনুযায়ী বাতিল
করা হয়েছে। ... পর ইউনিয়নের নাম বদলানো হয়েছে। এখন দেখাবার আছে,
ধারা, ৩ এবং ৪ ... কি ... না হয়েছে।

> "40 (2) ... settlement shall be binding for such period as is agr d up n by th parties, and if no such period is agr ed upon for a period of one year from the date on which the m morandum of settlement is signed dy the parties to the dispute and shall continue to be binding on the pa ti s after the expiry of the aforesaid period until the expiry of two months from the date on which either party informs the other party in wrting ofits intention no longer to be bound by the s ttlement."

উপরে বর্ণিত উদ্ধৃত আইনের ধারা হতে দেখা যায় যে, চুক্তি বাতিল/অবসান করার জন্য ২(দুই) মাসের নোটিশ দিতে হবে এবং ২(দুই) মাস নোটিশ পিরিয়ড পার হবার পর চুক্তিভুক্ত পক্ষের উপর এর দায়দায়িত্ব বর্তায় না। চুক্তি অবসানের নোটিশ চুক্তিভুক্ত যে কোন পক্ষ দিতে পারেন।

অত্র আদালতে উপস্থাপনে উচ্চতর সিভিল আদালতের রায়ের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা রেখে এবং অত্র মামলা কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব না করে এ মত পোষণ করি যে অন্য দেশের উচ্চতর আদালতের রায় আমাদের দেশের নিম্নতর আদালতের উপর বাধ্যতামূলক নয়-তা অবশ্য একই ধরনের মামলার সমর্থক সাক্ষ্য/দলিল হিসেবে আসতে পারে। ঐ মামলাগুলো সিভিল মামলাও বটে।

পি এল ডি ১৯৭১ মামলাটি শিল্প বন্ধ করে সকল শ্রমিক কর্মচারীকে চা-পানে যাওয়াটা আইন আর ও অনুযায়ী বে-আইনী ধর্মঘটের পর্যায়ে পড়ে মর্মে মাননীয় পাকিস্তান হাইকোর্ট রায় দিয়েছেন। বর্তমান বিচারাধীন মামলার বিষয়বস্তু ঐ মামলার বিষয়বস্তুকে বিরাট বৈসাদৃশ্য রয়েছে এবং এটা একটা সিভিল ধরনের (natare) মামলা বিধায় অত্র মামলায় সমর্থক সাক্ষ্য যুক্তি হিসাবে আসতে পারে না। ভারতের মাননীয় সুপ্রীম কোর্টের অপর দু'টি মামলাও সিভিল ধরনের বিধায় অত্র মামলা সমর্থক সাক্ষ্য যুক্তি হিসাবে যথার্থ বলে হয় না। তাই ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টের সিভিল মামলা ২টি অত্র ফৌজদারী মামলায় প্রাসংগিক নয়। ইউনিয়নের নাম বদলানোর পর বদলীকৃত নামের ইউনিয়ন পূর্বে ইউনিয়নের সাথে চুক্তির বাধ্যবাধকতার বিধানের আইনের ব্যাখ্যায় প্রয়োজন।

মতামত :

বর্ণিত অবস্থার প্রেক্ষিতে পিটিশান ২/৯৮ এবং ৩/৯৮ এর দু'টি মামলার কার্যক্রম নেয়ার সুযোগ নেই বিধায় তা খারিজযোগ্য। তাই মামলা দু'টি খারিজ করা যেতে পারে।

নালিশী কাগজাদি, উভয় পক্ষের বক্তব্যসহ বিজ্ঞ সদস্যদের মতামত পর্যালোচনায় নালিশী দরখাস্ত প্রসংগে প্রাথমিক তদন্তে ইহাই প্রতীয়মান হইতেছে যে, ইং ১৯-৩-৯৮ তারিখের নোটিশ ও ইং ৮-৬-৯৮ তারিখের বিজ্ঞপ্তির প্রেক্ষিতে অন্যান্য চুক্তিসহ ইং ৪-৪-৯৫ তারিখের চুক্তি অবসানের পরে ইং ২০-৫-৯৮ তারিখে প্রথম পক্ষের ইউনিয়ন কর্তৃক দাবীনামা পেশ করা হইয়াছে। অধিকন্তু: প্রথম পক্ষের ইউনিয়নের বৈধতা বিষয়ে অত্রাদালতে ১৭/৯৭ নম্বর আই, আর, ও, মোকদ্দমা বিচারাধীন রহিয়াছে।

ইহা ব্যতিরেকে, চুক্তির বাধ্যবাধকতা আছে কিনা তৎবিষয়ে প্রথম আপীল ট্রাইবুনালে একটি মোকদ্দমা শুনানীর অপেক্ষায় রহিয়াছে। উপরোক্ত অবস্থায় আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বাধ্য হ'তেছি যে, ইচ্ছাকৃতভাবে চুক্তি ভংগের অভিযোগে আসামীগণের বিরুদ্ধে আনীত নালিশী দরখাস্তের সুসংহত ভিত্তি নাই। সুতরাং এইরূপ।

আদেশ

হইল যে-১৮৯৮ সনের ফৌজদারী কার্যবিধির ২০৩ ধারার নালিশী দরখাস্তটি খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

(মোঃ আবদুর রাজ্জাক)
চেয়ারম্যান।

মজুরী পরিশোধ মামলা নং-৪/৯৮

আব্দুল মালেক সরকার,
পিতা-মৃত আহাম্মদ আলী সরদার,
সাং-৭৯৭, হাজী খোরশেদ আলি সরদার রোড,
থানা-ডেমরা, ঢাকা-১২০৪। —দরখাস্তকারী

বনাম

এ, এম, নুরুল ইসলাম কোতয়াল,
সভাপতি, বাংলাদেশ ঢালাই ও ইঞ্জিনিয়ারিং,
শিল্প মালিক সমিতি,
এবং ম্যানেজিং পার্টনার,
মেসার্স জুরাইন ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস
পূর্ব জুরাইন, থানা-ডেমরা, ঢাকা-১২৪৪।
বাসা-৭১১, হাজী খোরশেদ আলী সরদার রোড,
পূর্ব জুরাইন, থানা-ডেমরা, ঢাকা-১২০৪। —প্রতিপক্ষ।

আদেশের কপি

আদেশ নং-৭ তারিখ-১১-১০-৯৮

প্রথম পক্ষ উপস্থিত হইয়া মামলাটি খারিজ করিয়া দিবার জন্য দরখাস্ত দিয়াছেন। দ্বিতীয় পক্ষের আইনজীবী উপস্থিত। শুনিলাম। উক্ত পক্ষের মধ্যে আপোষ মীমাংসা হওয়ায় প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। কাজেই, মামলাটি খারিজ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে, মামলাটি প্রথম পক্ষ চালাইবে না বিধায় খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের ১টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

(মোঃ আব্দুর রাজ্জাক)
চেয়ারম্যান,

ফৌজদারী কেস নং-১৪/৯৮

মোঃ জোনা মিয়া —বাদী।

বনাম

(১) মোস্তাক আহামেদ (মাহমুদ হোসেন মোস্তাক)
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
মেসার্স এলাইড জুট মিলস লিঃ (হেড অফিস),
মডার্ণ ম্যানসন, ৭ম তলা, নং-৫৩
মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।

(২) মোঃ আবুল হোসেন সিকদার, একাউন্টেন্ট,
মেসার্স এলাইড জুট মিলস লিঃ হেড অফিস),
মডার্ণ মেনশন, ৭ম তলা, নং-৫৩,
মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।

(৩) মোঃ রেজাউল হোসেন, ম্যানেজার, (ফাইন্যান্স)
মেসার্স এলাইড জুট মিলস লিঃ, (হেড অফিস),
মডার্ণ ম্যানসন, নং-৫৩,
মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা।

(৪) বেবী হোসেন, মেম্বার, বোর্ড অব ডাইরেক্টর'স,
মেসার্স এলাইড জুট মিলস লিঃ, (হেড অফিস),
মডার্ণ ম্যানসন, নং-৫৩, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা। —আসামীগণ।

আদেশের নকল

৮
৮-১১-৯৮

মামলাটি বাদীর জন্য ধার্য আছে। বাদী অনুপস্থিত এবং কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। জামিনপ্রাপ্ত আসামী নং-(১) মোস্তাক আহামেদ (মাহবুব হোসেন), (৩) মোঃ রেজাউল হোসেন উপস্থিত আছেন। আসামী নং-(২) মোঃ আবুল হোসেন শিকদারের আইনজীবী সংশ্লিষ্ট দরখাস্ত দিয়াছেন। শুনিলাম। প্রার্থনা মঞ্জুর হইল। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব রশিদ আহামেদ শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব ওয়াহেদুল ইসলাম খান উপস্থিত আছেন। নথি দেখিলাম। বাদীর অনুপস্থিতিজনিত কারণে আসামীগণকে ফৌজদারী কার্যবিধির ২৪৭ ধারার আওতায় অত্র মামলার অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি দেওয়া যাইতে পারে। সদস্যগণ একমত পোষণ করেন এবং আদেশ নামায় স্বাক্ষর দিয়াছেন। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে-আসামী নং (১) মোস্তাক আহামেদ (মাহবুব হোসেন মোস্তাক), ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, (২) মোঃ আবুল হোসেন শিকদার, একাউন্টেন্ট এবং (৩) মোঃ রেজাউল হোসেন, ম্যানেজার, সোর্দি এলাইড জুট মিলস লিঃ কে ফৌজদারী কার্যবিধির ২৪৭ ধারার আওতায় অত্র মামলার অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইল। তাহাদিগকে জামিননামার দায় হইতে মুক্ত করা গেল।

অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

(মোঃ আব্দুর রাজ্জাক)
চেয়ারম্যান,

ফৌজদারী কেস নং-১৫/৯৮

আব্দুল বাছেদ — বাদী।

বনাম

(১) মোস্তাক আহামেদ (মাহবুব হোসেন মোস্তাক),
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
সোর্দি এলাইড জুট মিলস লিঃ (হেড অফিস),
মডার্ণ ম্যানশন, ৭ম তলা, নং-৫৩,
মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

(২) মোঃ আবুল হোসেন শিকদার, একাউন্টেন্ট,
সোর্দি এলাইড জুট মিলস লিঃ (হেড অফিস),
মডার্ণ ম্যানশন, ৭ম তলা, নং-৫৩,
মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।

(৩) মোঃ রেজাউল হোসেন, ম্যানেজার (ফাইন্যান্স),
মেসার্স এলাইড জুট মিলস লিঃ, (হেড অফিস),
সর্দার ম্যানশন, নং-৫৩, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

(৪) রেখা হোসেন, মেম্বার, বোর্ড অব ডাইরেক্টর'স,
মেসার্স এলাইড জুট মিলস লিঃ (হেড অফিস),
সর্দার ম্যানশন, নং-৫৩, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা। —আসামীগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং-৮ তারিখ-৮-১১-৯৮

মামলাটি বাদীর জন্য ধার্য আছে। বাদী অনুপস্থিত এবং কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। জামিনপ্রাপ্ত আসামী নং-(১) মোস্তাক আহামেদ (মামুন হোসেন মোস্তাক), (৩) মোঃ রেজাউল হোসেন উপস্থিত আছেন। আসামী নং-(২) মোঃ আবুল হোসেন শিকদারের আইনজীবী সময়ের দরখাস্ত দিয়াছেন। শুনিলাম। প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইল। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব রশিদ আহামেদ ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব ওয়াহেদুল ইসলাম খান উপস্থিত আছেন। নথি দেখিলাম। বাদীর অনুপস্থিতিজনিত কারণে আসামীগণকে ফৌজদারী কার্য বিধির ২৪৭ ধারার আওতায় অত্র মামলার অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি দেওয়া যাইতে পারে। সদস্যগণ একমত পোষণ করেন এবং আদেশ নামায় স্বাক্ষর দিয়াছেন। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে-আসামী নং-(১) মোস্তাক আহামেদ (মামুন মোস্তাক), ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, (২) মোঃ আবুল হোসেন শিকদার, একাউন্টেন্ট, এবং (৩) মোঃ রেজাউল হোসেন, ম্যানেজার (ফাইন্যান্স), মেসার্স এলাইড জুট মিলস লিঃ কে ফৌজদারী কার্য বিধির ২৪৭ ধারার আওতায় অত্র মামলার অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইল। তাহাদিগকে জামিন নামার দায় হইতে মুক্ত করা হোক।

অত্র আদেশের তিনটি কপি সদস্যদের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

(মোঃ আব্দুর রাজ্জাক)
চেয়ারম্যান,

ফৌজদারী কেস নং-১৭/৯৮

আব্দুল খালেক—বাদী।

বনাম

(১) মোস্তাক আহমদ (মামুন হোসেন মোস্তাক)
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর
মেসার্স এলাইড জুট মিলস লিঃ (হেড অফিস)
সর্দার ম্যানশন ৭ম তলা, নং-৫৩
মতিঝিল বানিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।

(২) মোঃ আবুল হোসেন শিকদারএকাউন্টেন্ট,
মেসার্স এলাইড জুট মিলস লিঃ (হেড অফিস)
মডার্ণ ম্যানশন, ৭ম তলা, নং-৫৩
মতিঝিল বানিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।

(৩) মোঃ রেজাউল হোসেন ম্যানেজার (ফাইন্যান্স),
মেসার্স এলাইড জুট মিলস লিঃ (হেড অফিস)
মডার্ণ ম্যানশন ৭ম তলা, নং-৫৩,
মতিঝিল বানিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।

(৪) শেখ হোসেন, মেম্বার, বোর্ড অব ডাইরেক্টর'স,
মেসার্স এলাইড জুট মিলস লিঃ, (হেড অফিস),
মডার্ণ ম্যানশন, নং-৫৩,
মতিঝিল বানিজ্যিক এলাকা, ঢাকা—আসামীগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং-৮ তারিখ-৮-১১-৯৮

মামলাটি সাক্ষীর জন্য ধার্য আছে। বাদী অনুপস্থিত এবং কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। জামিনপ্রাপ্ত আসামী নং-(১) মোস্তাক আহাম্মেদ (নাজমুল হোসেন মোস্তাক) (৩) মোঃ রেজাউল হোসেন উপস্থিত আছেন। আসামী নং-(২) মোঃ আবুল হোসেন শিকদারের আইনজীবী সময়ের দরখাস্ত দিয়াছেন। শুনিলাম। প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইল। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব রফিক আহামেদ ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব ওয়াহেদুল ইসলাম খান উপস্থিত আছেন। নথি দেখিলাম। বাদীর অনুপস্থিতজনিত কারনে আসামীগণকে ফৌজদারী কার্য বিধির ২৪৭ ধারার আওতায় অত্র মামলার অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি দেওয়া যাইতে পারে। সদস্যগণ একমত পোষণ করেন এবং আদেশ নামায় স্বাক্ষর দিয়াছেন। সুতরাং এইক্ষণ,

আদেশ

হইল যে-আসামী নং-(১) মোস্তাক আহাম্মেদ (নাজমুল হোসেন মোস্তাক), ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, (২) মোঃ আবুল হোসেন শিকদার, একাউন্টেন্ট, এবং (৩) মোঃ রেজাউল হোসেন ম্যানেজার, মেসার্স এলাইড জুট মিলস লিঃ কে ফৌজদারী কার্য বিধির ২৪৭ ধারার আওতায় অত্র মামলার অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইল। তাহাদিগকে জামিন নামার দায় হইতে মুক্ত করা গেল।

অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,

অভিযোগ মামলা নং-৩৬/৯৮

মোঃ হানিফ মিয়া, পিতা-মৃত-মোহাম্মদ আলী সরকার
গ্রাম-আয়ুবপুর, পোঃ আয়ুবপুর, থানা-বাঞ্ছারামপুর
জিলা ব্রাহ্মণবাড়িয়া—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) আলীজান জুট মিলস লিঃ, ইহার পক্ষে-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সাদ ভবন, ২য় তলা, ষ্টেডিয়াম পূর্ব গেইট, ১৮, ডি, আই, টি এভিনিউ, ঢাকা-১০০০।

(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সাদ ভবন, ২য় তলা, ষ্টেডিয়াম পূর্ব গেইট, ১৮, ডি, আই, টি, এভিনিউ, ঢাকা-১০০০।

(৩) শ্রম ও কল্যাণ কর্মকর্তা, আলীজান জুট মিলস লিঃ, নরসিংদী।

(৪) উপ-উপমহাব্যবস্থাপক, আলীজান জুট মিলস লিঃ, নরসিংদী।

(৫) ব্যবস্থাপক (প্রশাসন), আলীজান জুট মিলস লিঃ, নরসিংদী।

(৬) জনাব মোঃ অলিউল্লাহ, বিদ্যুৎ প্রকৌশলী, আলীজান জুট মিলস লিঃ, নরসিংদী।

(৭) মোঃ লাল মিয়া মোল্লাহ, প্রশাসনিক উপদেষ্টা, আলীজান জুট মিলস লিঃ, নরসিংদী।

(৮) মোঃ খোরশেদ সরদার, ভাণ্ডার সহকারী, আলীজান জুট মিলস লিঃ, নরসিংদী—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

আদেশের কপি

প্রথম পক্ষ মোঃ হানিফ মিয়া অদ্য উপস্থিত হইয়া মামলাটি প্রত্যাহার করিবার জন্য দরখাস্ত দিয়াছেন। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব রশিদ আহমেদ এবং শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব ফজলুল হক মন্টু উপস্থিত আছেন। তাঁহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। নথি দেখিলাম এবং প্রথম পক্ষের বক্তব্য শুনিলাম। প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে চাহেন না বিধায় প্রত্যাহারের প্রার্থনা করেন। তাঁহাকে মামলাটি প্রত্যাহার করিবার অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে। সদস্যগণ একমত পোষণ করেন এবং আদেশ নামায় স্বাক্ষর দিয়াছেন। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে-মামলাটি প্রথম পক্ষকে প্রত্যাহার করিবার অনুমতি প্রদান করা হইল।

অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান

ফৌজদারী মামলা নং-৩৯/৯৮

মোঃ আবদুল হান্নান,
পিতা-মোঃ আব্দুল হালিম,
ঠিকানা-প্র/বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট,
১৪১/১, সেগুন বাগিচা (৩য় তলা)
ঢাকা—১০০০।

বনাম

মোঃ মোশাররফ এইচ, চাদী
ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
ইম্প্রেসিভ গার্মেন্টস লিঃ,
১৮৬/১, মতিঝিল সার্কুলার রোড,
আরামবাগ (৩য় তলা), ঢাকা-১০০০—আসামী

আদেশের কপি

আদেশ নং-৩ তারিখ-২৭-৮-৯৮

মামলাটি চার্জ শুনানীর জন্য ধার্য আছে। বাদী অনুপস্থিত। জামিনপ্রাপ্ত আসামী মোঃ মোশাররফ এইচ, চালি উপস্থিত। নথি দেখিলাম ও বাদী ও আসামীর বিজ্ঞ আইনজীবী গণের বক্তব্য শুনিলাম। বাদী মামলাটি চালাইতে আগ্রহী নহে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কাজেই, আসামীকে ফৌজদারী কার্য বিধির ২৪৭ ধারার আওতায় অত্র মামলার অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি দেওয়া যাইতে পারে। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে-আসামী মোঃ মোশাররফ এইচ, চালি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইম্প্রেসিভ গার্মেন্টস লিঃ কে ফৌজদারী কার্য বিধির ২৪৭ ধারার আওতায় অত্র মামলার অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইল। তাহাকে জামিন নামা দায় হইতে মুক্ত করা হেল।

অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুল মান্নান
চেয়ারম্যান,

ফৌজদারী মামলা নং-৪০/৯৮

মোঃ আবজাল হোসেন,
পিতা-মোঃ সিদ্দিকুর রহমান,
ঠিকানা-প্র/বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট
১৪১/১, সেগুন বাগিচা (৩য় তলা),
ঢাকা-১০০০—বাদী।

বরাবর

মো: মোশাররফ এইচ, চালি,
ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
ইম্প্রেসিভ গার্মেন্টস লি:,
১৮৬/১, মতিঝিল সার্কুলার রোড,
আরামবাগ (৩য় তলা), ঢাকা-১০০০ আসামী।

আদেশ কপি

আদেশ নং-৩ তারিখ-২৭-৯-৯৮

মামলাটি চার্জ শুনানীর জন্য ধার্য আছে। বাদী অনুপস্থিত। জামিনপ্রাপ্ত আসামী মো: মোশাররফ এইচ, চালী, উপস্থিত। নথি দেখিলাম ও বাদী ও আসামীর বিজ্ঞ-আইনজীবীগনের বক্তব্য শুনিলাম। বাদী মামলাটি চালাইতে আগ্রহী নহে বলিয়া প্রতিয়মান হয়। কাজেই, আসামী ফৌজদারী কার্য বিধির ২৪৭ ধারার আওতায় অত্র মামলার অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি দেওয়া যাইতে পারে। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে-আসামী মো: মোশাররফ এইচ, চালী, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ইম্প্রেসিভ গার্মেন্ট লি:, কে ফৌজদারী কার্য বিধির ২৪৭ ধারার আওতায় অত্র মামলা অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইল। তাহাকে জামিন নামার দায় হইতে মুক্ত করা হোক।

অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মো: আব্দুল মান্নান
চেয়ারম্যান,

অভিযোগ মোকদ্দমা নং-৪৫/১৯৯৮

মো: আবদুল মান্নান, প্রাক্তন নিরাপত্তা প্রহরী,
বস্ত্র টেক্সটাইল মিলস্

বর্তমানে ঠিকানা :—

প্রযত্নে—হাবিলদার আবু তাহের,
বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস কর্পোরেশন,
বি, টি, এম, সি, ভবন,
৭-৯, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস কর্পোরেশন,
বি, টি, এম, সি, ভবন ৭-৯, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫।

(২) উপ-মহাব্যবস্থাপক,
মুন্নু টেক্সটাইল মিলস
ডাকঘর মুন্নুনগর,
টংগী শিল্প এলাকা, গাজীপুর।

(৩) ব্যবস্থাপক ও মিল ইনচার্জ,
মুন্নু টেক্সটাইল মিলস, ডাকঘর মুন্নুনগর
টংগী শিল্প এলাকা, গাজীপুর।

আদেশের নকল

আদেশ নং-৩, তারিখ ১২-১১-৯৮ ইং

মামলাটি অদ্য শুনানীর জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ অদ্য উপস্থিত হইয়া মামলাটি প্রত্যাহার করিবার জন্য দরখাস্ত দিয়াছেন। দ্বিতীয় পক্ষের আইনজীবী হাজিরা দিয়াছেন। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব রফিক আহমেদ এবং শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব মকবুল হক বল্টু উপস্থিত ছিলেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। নথি দেখিলাম এবং উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনিলাম। প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনিচ্ছুক এবং প্রত্যাহারের আবেদন করেন। কাজেই প্রথম পক্ষকে মামলাটি প্রত্যাহার করিবার অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে। সদস্যগণ একমত পোষণ করেন এবং আদেশনামায় স্বাক্ষর দিয়াছেন। সুতরাং এইরূপ আদেশ হইল যে- মামলাটি প্রথম পক্ষকে প্রত্যাহার করিবার অনুমতি প্রদান করা হইল।

আদেশ

অত্র আদেশের তিনটি নকল সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

সাঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান

অভিযোগ মামলা নং-৪৬/১৯৯৮

আনিছুর রহমান,
২১৪/১, পূর্ব বোনাইর পাড়,
ডেমরা, ঢাকা—প্রথম পক্ষ।

বনাম

ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
আবদুল মোনেম লিঃ,
১/এ, নর্থ ধানমন্ডি, কলাবাগান, ঢাকা-১২০৫।

(২) ডাইরেক্টর (ফাইনান্স এন্ড এডমিনিস্ট্রেশন),
আবদুল মোনেম লিঃ,
১/এ, নর্থ ধানমন্ডি, কলাবাগান, ঢাকা-১২০৫।

(৩) মহাব্যবস্থাপক, আবদুল মোনেম লিঃ,
আইসক্রীম এন্ড মিল্ক ইউনিট,
৭১-এ, ৭১-বি, কদমতলী শিল্প এলাকা, শ্যামপুর,
ঢাকা-১২০৪—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

আদেশের কপি

৪
২৩-১১-৯৮

মামলাটি আদেশের জন্য ধার্য আছে। উভয় পক্ষ অনুপস্থিত। শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব রফিক আহমেদ ও মালিক পক্ষের সদস্য জনাব ওয়াহেদুল ইসলাম খান উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। প্রথম পক্ষের ইং ১৮-১১-৯৮ তারিখের দাখিলী মামলা খারিজের দরখাস্ত দেখিলাম। প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতিজনিত কারণে মামলাটি খারিজ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। সদস্যগণ একমতপোষণ করেন এবং আদেশ দানের সম্মতি দিয়াছেন। সুতরাং এইরূপ

আদেশ

হইল যে-প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতিজনিত কারণে মামলাটি খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুল রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,

অভিযোগ মামলা নং-৪৭/১৯৯৮

জাফর আহমেদ ভূঞা,
প্রযত্নে-মোস্তাফের হোসেন,
সভাপতি, ম্যাক এন্টারপ্রাইজ শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন ঢাকা,
ফরিদাবাদ, শ্যামপুর, কদমতলী, ঢাকা-১২০৪—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
আবদুল মোনেম লিঃ,
৮/এ, বর্ধ রাসবতি, কলাবাগান, ঢাকা-১২০৫।

(২) ডাইরেক্টর, ফাইন্যান্স এন্ড এডমিনিস্ট্রেশন,
৮/এ বর্ধ রাসবতি, কলাবাগান, ঢাকা-১২০৫।

(৩) মহাব্যবস্থাপক,
আবদুল মোনেম লিঃ আইসক্রীম এন্ড মিল্ক ইউনিট,
৭১-এ, ৭১-বি, কদমতলী শিল্প এলাকা, শ্যামপুর, ঢাকা-১২০৪—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

আদেশের পাতা

৪
৩-১১-৯৮

মামলাটি আদেশের জন্য ধার্য আছে। উভয় পক্ষ অনুপস্থিত। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব রফিক আহমেদ ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব ওয়াহেদুল ইসলাম খান উপস্থিত আছেন। তাঁহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। প্রথম পক্ষের ১৮-১১-৯৮ তারিখের দাখিলী মামলা খারিজের দরখাস্ত দেখিলাম। প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতিজনিত কারণে খারিজ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। সদস্যগণ একমত পোষণ করেন এবং আদেশনামায় স্বাক্ষর দিয়াছেন। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে-প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতিজনিত কারণে মামলাটি খারিজ করা হইল।

এই আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান, দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

আই, আর, ও, মামলা নং-১৩৮/৯৮

নিখিল কুমার চক্রবর্তী, সভাপতি,
কেন্টো ইয়ামাগেন ইলেক্ট্রনিক লিঃ,
(সেনা কল্যাণ সংস্থার অন্তর্ভুক্ত একটি প্রতিষ্ঠান)
শ্রমিক/কর্মচারী ইউনিয়ন, রেজিঃ নং-৪২১
২১৮/সি, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) সেনা কল্যাণ সংস্থা, সেনা কল্যাণ ভবন, (২১তম তলা), পক্ষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ১৯৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা—১০০০।

(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক; সেনাকল্যাণ সংস্থা; সেনাকল্যাণ ভবন, (২১তম তলা, ১৯৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।

(৩) ক্যাপ্টেন (অবঃ) সরদার সিরাজুর রহমান, উপ-মহাব্যবস্থাপক,
কেন্টো ইয়ামাগেন ইলেক্ট্রনিক্স লিঃ,
(সেনা কল্যাণ সংস্থার অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠান যাহার প্রধান
কার্যালয় সেনা কল্যাণ ভবন, (২১তম তলা)
১৯৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা—১০০০)
২১৮/সি তেজগাঁও শিল্প এলাকা, থানা—তেজগাঁও,
ঢাকা—১২০৮—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ৮, তারিখ ৮-১১-৯৮

নথিটি আদেশের জন্য ধার্য আছে। উত্তর পক্ষ অনুপস্থিত। বাদির পক্ষের সদস্য জনাব রফিক আহাম্মদ ও বিবাদি পক্ষের সদস্য জনাব ওয়াহেদুল ইসলাম খান উপস্থিত আছেন। তাঁহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। প্রথম পক্ষের ৯-১১-৯৮ তারিখের দাখিলী মামলা প্রত্যাহারের দরখাস্ত আদেশের জন্য পেশ করা হইয়াছে। নথি দেখিলাম। নথিটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতি জনিত কারনে খারিজ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। সদস্যদ্বয় একমত পোষণ করেন এবং আদেশ নামায় স্বাক্ষর দিয়াছেন। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে-নথিটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতিজনিত কারণে খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের এক কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান, দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

মোঃ আনোয়ার হাবিবুর রহমান (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।